সন্ন্যাস।

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ

প্রণীত।

কলিকাতা

নিউ টাউন প্রেস্,

১০নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

১৮৯২।

উৎসর্গ

বাল্যকালে মহাপ্রস্থান লিখিয়াছিলাম। যাঁহাদের পরিতোষের নিমিত্ত আমার মহাপ্রস্থান লেখা, তাঁহাদের মনোমত না হওয়াতে পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে অনিচ্ছা জন্মে। কেবল আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ নাথ মল্লিকের আগ্রহ ও উৎসাহেই তখন মহাপ্রস্থান প্রকাশিত হয়। সে সময়ে আশাভঙ্গে এত বিরক্তি জন্মিয়াছিল যে গ্রন্থে আপনার নাম প্রকাশ করিতেও অপ্রবৃত্তি হয়। সেই কারণে বাবু প্রকাশনাথের নামেই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতদিনের পর পুস্তক খানি প্রায় আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনঃপ্রকাশিত করিলাম। এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মহাপ্রস্থান নাম আর অন্বর্থ নয়। সেই কারণে পুস্তকের নামও পরিবর্ত্তিত হইল।

প্রয়াগে যাঁহার আশ্রয়ে বসিয়া প্রথমে এই উপন্যাসের অস্থি সঞ্চার ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, সেই মহাপুরুষের মহদুদার নামে এই পুস্তক উৎসৃষ্ট হইল।

বৈশাখ ১২৯৯ সাল।

বিজ্ঞাপন।

মহাপ্রস্থানের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে আমার যে অংশ ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই কারণে প্রকৃত গ্রন্থকারের নামে প্রকাশিত হইল।

শ্রীপ্রকাশ নাথ মল্লিক।

সন্ন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেয়, উপাধি দেয়; কিন্তু চিরকালের মত মনের সুখ ও শান্তি হরণ করে। আমি কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে এগার বৎসর পাঠ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইলাম, অধ্যক্ষেরা বিদ্যা হইয়াছে বলিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতে মনে যে অসুখাগ্নি জ্বলিয়া ছিল, তাহাতে জীবনের অন্তঃসার পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এখন এই নীরস শুষ্কদেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

কেবল আমি বলিয়া নয়, আমার সহাধ্যায়ীদিগের অনেকেই অশেষ ক্লেশ সহিয়াছেন। কেহ কেহ আজিও মনের শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

অধ্যয়নাবস্থায় আমি বিবাহ দাসত্ববন্ধন বলিয়া মনে করিতাম। যাহারা বিবাহের প্রলোভনে ভুলিয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে, আমি তাহাদিগকে কাচ-মূল্যে চিন্তামণিরত্ন-বিক্রয়াপরাধে দোষী মনে করিতাম। এই সময়ে বাল্মীকি তাঁহার পতিপ্রাণা তনয়া সীতা, শ্রীহর্ষ রত্নাবলী, বাণভট্ট মহাশ্বেতা ও কালিদাস তাঁহার তাপস-মন-বিমোহিনী পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া একে একে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দুই চারি জন কন্যাভারগ্রস্ত ইউরোপীয় মহাপুরুষও তাঁহাদের বিশ্বরঞ্জিনী কন্যাগুলিকে আনিয়া একে একে দেখাইলেন। আমার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকে তাহাদের মধ্যে দুই একটি করিয়া কন্যা পাইলেন; মনে মনে তাহাদের রূপগুণ বিবেচনায় ব্যাপৃত হইলেন; ক্রমে

বিবাহ হইবে, কবে সজীব শকুন্তলা ও ডেসডেমোনা তাঁহাদের সহচরী হইবেন, —সেই চিন্তায় আকুল হইলেন। ক্ষোভের বিষয় এই, তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না; তাঁহারা যেরূপ স্ত্রীলাভ করিলেন তাহাতে তাঁহাদের মন উঠিল না। তখন নিরুপায় দেখিয়া সংসার কেবল দুঃখময় বলিয়া বুঝিলেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সংসারসাগরে অবগাহন করিলেন। আর যাঁহারা পূর্ব্বেই বিবাহিত হইয়াছিলেন, ঐ সকল অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের মনে বিষম বিষাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, পৃথিবীতে তাঁহাদের মত দুঃখী আর কেহ নাই। আমি দেখিলাম, আমার সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে অনেকেই এই সকল কারণে নিতান্ত অসুখী।

বিবাহসম্বন্ধে সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই তর্ক বিতর্ক হইত। হরমোহন ভট্টাচার্য্য একদিন বলিলেন "দেখ, বিবাহের এক মুখ্য উদ্দেশ্য—সংসারে একজন সুখ, দুঃখ, সকল সময়ের সহায়লাভ। এইরূপ একজন সহায় না থাকিলে সংসার শূন্য বলিয়া বোধ হয়।"

শিবরাম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল প্রকৃতি। সেই জন্য তাহাদের বিবাহের প্রয়োজন বুঝিয়াই প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তদ্বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে ঐরূপ প্রয়োজন থাকুক, পুরুষের এ নিগ্রহ কেন?

হর। তাহা হইলেও ত পুরুষের বিবাহের প্রয়োজন হইল: পুরুষই ত স্ত্রীগণের সহায় হইবে।

কৃষ্ণদাস অধিকারী বলিলেন, শিবরামের কথাও ঠিক নয়—বাল্যবিধবাদিগের সহায় কে হয়? প্রাচীনগণের সে অভিপ্রায় থাকিলে বিধবাদের সম্বন্ধেও অভিন্নমতে ব্যবস্থা দিতেন। ফল কথা বল না কেন, ইন্দ্রিয়তর্পণই বিবাহের উদ্দেশ্য। আর যদি তাহাই হয় তবে এখনকার মত কঠোর বন্ধনেরই বা প্রয়োজন কি?

হর। শরীরের অঙ্গ ও প্রবৃত্তি সকলের পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে ইন্দ্রিয় তর্পণেরও প্রয়োজন আছে। আর সমাজ রক্ষার জন্য বর্ত্তমান কঠোর বিবাহ বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে।

কৃষ্ণ। বিলাতের প্রধান প্রধান জাতিদের মধ্যে এ বন্ধন শিথিল হ-

তাহাদের সমাজ রক্ষা কিরূপে হয়? ফরাসিদেশে বিবাহে লোকের একবারেই শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তি নাই।

হর। লোকের এরূপ প্রবৃত্তি হইলে ব্যভিচার বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সমাজের অবনতি ঘটে।

আমি বলিলাম, ইন্দ্রিয় তুষ্টি না হইলে শারীরিক পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না, সমাজ রক্ষা হয় না—এই বা কোন্ কথা। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া, আপনাকে সামলাইয়া চলিতে পারে না, সে কি মনুষ্য?

হর। ওরূপ দম্ভ কাজে পরিণত হয় না। আর বিবাহের আরও প্রয়োজন বংশ রক্ষা। পুত্রোৎপাদন ব্যতিরেকে সংসার চলে না।

কৃষ্ণ। পুত্রোৎপাদন ও বংশরক্ষা এক কথা নয়। পুত্রোৎপাদন বিবাহ ব্যতিরেকেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বংশরক্ষা হয় না। আর যদিই তাহা আবশ্যক হয়,—সকলেরই সে চেষ্টা কেন, সকলেরই এ দাসত্ব কেন?

হর। তুমি ব্যক্তিবিশেষের উপর পুত্রোৎপাদনের ভার দিতে চাও না কি?

শিব। আমি বলি, যাহারা দুর্ব্বল প্রকৃতি বা নির্ব্বোধ, কোন মহৎকার্য্য যাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, তাহাদের উপরই এ কার্য্যের ভার থাকুক। শ্রমজীবীদিগের ন্যায় পুত্রোৎপাদক বলিয়া একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হউক।

হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, তা হলে সকল লোকেই সেই শ্রেণীভুক্ত হইবে।

শিব। তাহা ঠিক নয়। যদিই এরূপ সম্ভব হয়, তাহা হইলে যাহারা প্রকৃত মনুষ্য, যাহাদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও পৌরুষ আছে, তাহারা ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য কখনই ঐ ঘৃণিত মনুষ্য-ষাঁড়-সম্প্রদায় ভুক্ত হইবে না।

হর। এ তোমার কেবল দম্ভের কথা।—সে যাহাই হউক, পিতার গুণ পুত্রে আইসে; তোমার মতে সমাজ গঠিত হইলে পৃথিবীতে আর বুদ্ধিমান্ লোক জন্মিবে না।

হরমোহন তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ অনেকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন; শিবরামও তাহার প্রতিকূলে অনেকগুলি উদাহরণ উপস্থিত করিলেন; সুতরাং এ প্রশ্নের মীমাংসা হইল না।

ইহার অল্পদিন পরেই পিতা আমার দর্প চূর্ণ করিলেন। শ্রীরামপুরের

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। তাহাতে বাধা দিতে সাহস হইল না। পিতাকে অধিক কিছু বলিতেও পারিলাম না। কিন্তু নিতান্ত বিরক্ত হইলাম। ইহার পর যত দিন যাইতে লাগিল, ক্রমেই এই বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। শেষে সংকল্প করিলাম, জন্মাবচ্ছিন্নে কখন স্ত্রীর মুখ দেখিব না।

বিবাহের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে আমার পাঠ সমাপন হইল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একদিনও যোগমায়ার সহিত বাক্যালাপ হয় নাই। দিবারাত্রি অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়া মন কথঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত রাখিতাম। এখন আর বাটীতে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। চিরকালের জন্য গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হইলাম।

আমাদের বাটী যশোহরের নিকট পল্লীগ্রামে। পিতা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতেন। পরীক্ষার অবসানে তিনি যোগমায়াকে বাটী হইতে আনাইলেন। আমিও এই সময়ে পশ্চিমে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলাম। আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া তিনি শেষে ক্ষুব্ধহৃদয়ে সম্মতি দিলেন।

লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, আমার স্ত্রী অতি সাধুস্বভাব। আমার শ্বশুর চিরকাল পশ্চিমাঞ্চলে চাকরি করিতেন। তিনি যেখানে যাইতেন, আপনার একমাত্র মাতৃহীনা কন্যাকে কখন স্থানান্তরে রাখেন নাই। প্রত্যুত অতি যত্নের সহিত তাহাকে নানাবিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। আমার পরীক্ষার পাঁচ মাস মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পশ্চিম যাত্রার দুই দিন পূর্ব্বে রাত্রিতে আমি পাঠগৃহে বসিয়া আছি, যোগমায়া গৃহে আসিল। এই তাহাকে প্রথম দেখিলাম। যোগমায়া সুন্দরী বটে; শরীরে তারুণ্য রেখাও দেখা দিয়াছে; তাহাতে একটু উজ্জ্বলতাও জন্মিয়াছে; কিন্তু তাহার রূপ সামান্য; ইন্দুমতীর সাহস, জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, মহাশ্বেতার আত্মসমর্পণ, দ্রৌপদীর বীরভাব তাহাতে কিছুই নাই;—সামান্য নবনীতপুত্তলী; গোলাপ ফুল ত তাহার অপেক্ষা দেখিতে ভাল; তাহাতে মনোরম গন্ধও আছে; তাহার সেবা করিতেও হয় না, আর তাহার সেবায় স্বাধীনতার ব্যাঘাতও ঘটে না। তবে এই সামান্য বালিকাকে কেন সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিব, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিব, তাহার জন্য স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিব? আমার পিতা ও অন্য পরিবারবর্গ আমার স্বেচ্ছাপ্রি- এর

ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্যই তাপসতপোনাশিনী অপ্সরার ন্যায় এই বালিকাকে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন।

বিবাহের সময় যে বিরক্তি জন্মিয়াছিল, এই চারি বৎসর কাল যে বিরক্তি বাড়িতে ছিল, আজি তাহার আর সীমা রহিল না। আমার ভাব দেখিয়া যোগ-মায়া বলিল, আমি তোমাকে বিরক্ত করিতে আসি নাই, কেবল গুরুজনের আদেশেই এখানে আসিয়াছি।

তাহার মুখ দেখিয়া আমার একটু ক্ষোভ হইল; বলিলাম—তুমি ঘরের বাহিরে যাও, তোমার জন্য আমি চিরদুঃখী।

যোগ। আমি মরিলে তুমি সুখী হও?

আমি। না—আমি তোমার মরণ চাহি না। আমি চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হইব; সন্ন্যাসী হইয়া জীবন কাটাইব।

যোগ। তুমি কেন সন্ন্যাসী হইবে?—

আমি। আমি তোমাকে ভাল বাসিতে পারিব না; গৃহে থাকিলে তোমার আমার উভয়েরই অসুখ—

যোগ। তুমি গৃহে থাক—তাহা হইলেই আমি সুখী হইব—

আমি। তুমি সুখী হইবে, আমি সুখী হইব না। আমি নিজ-সুখাশী। কিন্তু আমার সংকল্পের কথা কাহাকেও বলিও না; বলিলে আমি নিশ্চয় মরিব।

যোগ। তুমি যখন নিষেধ করিলে তখন আর কাহাকে বলিব। তোমার অপেক্ষা আমার প্রিয় কে?

আমি। তুমি হয়ত আমাকে ভাল বাস। কিন্তু আমিত বলিলাম, আমি তোমাকে ভাল বাসি না।

যোগ। তাহা আমি জানি। সেই জন্য তোমার ভালবাসা আশাও করি না। তুমি আপনার মনের মত বিবাহ কর, সুখী হও। আমি তোমার বাটীতে দাসীবৃত্তি করিব; তোমার মুখ দেখিলেই আমার সব দুঃখ নিবারণ হবে। আমি জানি, আমি মরিলে তুমি সুখী হও। কিন্তু আমার মরিতে ইচ্ছা করে না। তোমার জন্য কত বার কত গঞ্জনা সহিয়াছি, কত বার মরিতে গিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই তোমাকে দেখিবার আশা প্রবল হয়, আর মরিতে পারি না।

যোগমায়ার মুখ আরক্তিম হইল, তাহার বিশাল চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু জল

পড়িল। আমি বুঝিলাম, আমাকে বঞ্চনার জন্যই তাহার এই ছলনা। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলুম। যোগমায়া আমার পদতলে পড়িল ; আমার-মুখের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে বলিল,—আমাকে একটি ভিক্ষা দাও, তুমি আমার জন্য গৃহত্যাগী হয়ো না ; আমি আর তোমার পথের কণ্টক হব না। আমি জলে ডুবিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিব ;—যদি ইচ্ছা হয়, সেই সময় একবার সম্মুখে দেখা দিও।

আমি। আমি ত তোমার মরণ চাহি না।

যোগ। আমার মরণ ত নিশ্চিত। আমার জন্য তুমি দেশত্যাগী হয়ে গেলে আমি আর কি বলে মুখ দেখাব। কিরূপেই বা তোমার পিতা মাতার দুঃখ দেখিব। কোন্ আশাতেই বা এই দুঃখের জীবন রাখিব। আমার জীবন ত শেষ হয়ে এসেছে ; তাতে আমার একটুও দুঃখ নাই—আমি গেলে তুমি সুখী হবে, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সুখ।—বল, তুমি গৃহত্যাগী হবে না।

যোগমায়া আমার পদস্পর্শ করিল। অমনি আমারও বিরক্তি চরমসীমায় উঠিল ; সবলে পা ছাড়াইয়া বলিলাম "যাও—বাহিরে যাও।"

যোগমায়া আমার মুখের দিকে চাহিল ; চক্ষু জলে তাহার মুখ ভাসিতেছিল, বলিল—"যাইতেছি, জন্মশোধ তোমাকে একবার দেখিয়া যাই।"

আমি ক্রোধভরে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। আসিবার সময় যোগমায়ার শেষ কথা শুনিলাম—"চলিলে—যাও—যেখানে সুখী হও, যাও ; কিন্তু তুমি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজাশ্রমে।

১২৭৪ সালের ১৬ই বৈশাখ আমি কাশীতে আসিলাম। পিতা কাশীর অনেকের নিকট পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। আমি কোথাও না গিয়া যাত্রাওয়ালা-দিগের আশ্রয় লইলাম। তাহাদের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে দেবদর্শনে বাহির হইয়া দুই প্রহরের পর ফিরিয়া আসিতাম। সায়ংকাল গঙ্গাতীরে অতিবাহিত হইত।

এইরূপে প্রায় এক মাস অতীত হইল। এই সময়ের মধ্যে কাশীস্থ অনেক পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বার্থের দাস; সুতরাং কাহারও অনুরোধে পড়িয়া আমাকে যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে হয় নাই।

একদিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া রামনগরের গঙ্গামূর্ত্তির প্রশংসা শুনিলাম। দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে নৌকারোহণে রামনগর যাত্রা করিলাম। ঘাটে উঠিয়াই সম্মুখে গঙ্গার মকরবাহনা অপূর্ব্ব প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলাম। এমন সুন্দর দেবমূর্ত্তি কখন দেখি নাই। দেখিলে ভক্তির উদয় হয়।

গঙ্গার মন্দিরের উত্তরে উপরে ব্যাসের মন্দির। স্থানটি প্রশান্ত ও রমণীয়। আমি মন্দিরের দালানে সুখাসীন হইলাম। জগৎপ্রথিত পুরাণের কথাগুলি একে একে মনে আসিতে লাগিল। যে সময়ে দেশে দেশে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া, হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল, বিন্ধ্যাচল হইতে মলয়গিরি পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া, গান্ধার হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া,—নদী, বন, প্রান্তর পর্ব্বত, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া দৃঢ়ব্রত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ সংগ্রহ করেন, যেন সেই সময় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যে সময়ে হিমালয়প্রস্থে বদরীমূলে বসিয়া ব্যাস মহাভারত গান করিতেন; যখন কলবাহিনী নগনদীতীরে পাষাণখণ্ডে বসিয়া জলবিম্বে শশাঙ্কলীলা দেখিতেন; জলে, স্থলে—আকাশে, ভূতলে, উচ্চে, নিম্নে, বিশালে, ক্ষুদ্রে,—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে, একত্র মিলন দেখিতেন,—প্রেমোন্মাদে, রসোন্মাদে কবিতা প্রসূনে প্রকৃতির পূজা করিতেন; যখন নিশীথে কুশশয়নে নিমীলিতনেত্রে তত্ত্বচিন্তায় নিশা অতিপাতিত করিতেন, বেদান্ততর্কে, মায়াবাদে নাস্তিকের, পাষাণ্ডের দলনে প্রবৃত্ত হইতেন—যেন সেই সময় সম্মুখে দেখিলাম; যখন হস্তিনার প্রাসাদে সুখাসীন হইয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থা দেশকাল পাত্রানুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ধর্ম্মসংহিতা প্রণয়নে নিবিষ্ট হইতেন, রাজসভায় বসিয়া সত্যের সম্মানার্থ দুষ্টশাসনাদি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন; আবার যখন লোকের ধর্ম্ম ভাব উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত জ্ঞানময় ইতিহাস পুরাণ শুনাইতেন, সেই সময় যেন সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। আবার যখন শিবের সহিত বিবাদ করিয়া সাতদিন, সাতরাত্রি অনাহারে, কাশীর লোকের দ্বারে দ্বারে—ব্যাসের সেই দুর্দ্দশা মনে হইল—কাশীর দিকে চাহিলাম।

—সেই কাশী, সেই গঙ্গা, সেই শিব—সেই জন্য, সেই অপমান চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আজ এখানে ব্যাসদেবের মূর্ত্তি! এই মনুষ্যের মহত্ত্ব!

অনেক ক্ষণের পর একজন পাণ্ডা আসিয়া আমার সুখময় দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ করিল। কথা প্রসঙ্গে তাহার মুখে শুনিলাম, রামনগরের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে দক্ষিণদেশের এক রাজা আসিয়া বাস করিয়াছেন। তিনি সংসারত্যাগী। ছয় বৎসর হইল তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া কাশীবাস করেন। কাশীতে ঈশ্বরোপাসনার অনেক ব্যাঘাত দেখিয়া নির্জ্জন স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সংসার বিরাগী রাজাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। আমি রামনগর ত্যাগ করিয়া নৌকারোহণে দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় রাজর্ষির আশ্রম প্রান্তে নৌকা লাগিল।

গঙ্গার সহিত একটি ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গম স্থলে ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডে সুধাধবল প্রাচীরবেষ্টিত আশ্রম। ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একপার্শ্বে চারি পাঁচটি গৃহ। তাহার মধ্যস্থলের দুইটি গৃহে রামসীতা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আর কয়েকটিতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাস করেন। অপর পার্শ্বে পাকশালা এবং দ্বারপাল ও পরিচারকদিগের স্থান। তৃতীয় পার্শ্বে সুন্দর সুপরিপাটী পুষ্পোদ্যান। পুষ্পবৃক্ষগুলি প্রাতঃকালে আপনাদের সর্ব্বস্ব কুসুমরাশি দেবার্চ্চনায় উপহার দিয়া নিরাভরণদেহে প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িতেছিল, আর পরদিনের জন্য উত্তপ্ত বায়ুতে কলিকা ফুটাইতে ছিল।

আশ্রমের মধ্যস্থলে তন্ত্রসম্মত ত্রিকোণ গৃহ। রাজর্ষি স্বয়ং এই গৃহে বাস করেন। তাহার নীচে ভূমিগর্ভে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি গৃহে তাঁহার ধ্যান ও উপাসনার স্থান। গৃহের মধ্যস্থানে গালিচা বিস্তৃত। তাহার উপর একখানি রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত চৌকিতে দুই চারি খানি পুথী। একপার্শ্বে পশ্চিমদেশপ্রচলিত খট্টার উপর কষায়-বস্ত্র-মণ্ডিত শয্যা। তাহার মাথার নিকট কাষ্ঠাধারে অনেকগুলি পুথী। গৃহমধ্যে তিন চারিটি লাল ও নীল রঙ্গের কাচময় গোলক ঝুলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সন্ন্যাসীর নাম রাজা দেবীপ্রসাদ।

গৃহের মধ্যে চাহিয়া আছি, সহসা মেঝের একপার্শ্বে এক ক্ষুদ্র দ্বার উর্দ্ধদিকে খুলিল। রাজসন্ন্যাসী যোগ সমাপন করিয়া উপরে আসিলেন।

রাজা দেবীপ্রসাদ জাতিতে ক্ষত্রিয়; বর্ণ মলিন, আকার সুশ্রী ও বলিষ্ঠ,

বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইয়াছে। তিনি আমাকে ডাকিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন : আমি সংস্কৃতে উত্তর দিলাম। আমাদের কথোপকথন চলিল; ভাবে বুঝিলাম, সন্ন্যাসী আমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

রাজার অনুরোধে আমি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। আহারাদির পর তিনি শাস্ত্রীয় তর্ক তুলিলেন; তর্ক বাড়িয়া চলিল, তাহার সহিত বেলাও বাড়িয়া চলিল। তর্কের অবসান নাই, বেলার অবসান আছে; গতিক বুঝিয়া আমি তর্ক বাক্যের মধ্যেই দাঁড়ি দিয়া বসিলাম।

সন্ন্যাসী বলিলেন "কোথায় যাও।"

"কাশীতে।"

"বিশেষ প্রয়োজন আছে?"

"বিশেষ কিছুই নাই, তবে সেখানে বাসা আছে।"

"থাকিলই বা; অদ্য রাত্রিতে এখানেই থাক।" দুই চারি কথার পর আমি স্বীকৃত হইলাম।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথায় বার্ত্তায় জাগিয়া থাকাতে পর দিন উঠিতে বেলা হইল। উঠিয়া দেখি, সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে নাই। শুনিলাম, তিনি যোগ করিবার জন্য গৃহনিম্নস্থ পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় না লইয়া যাওয়া অনুচিত মনে হইল। পরিচারকেরাও প্রভুর আদেশে আমাকে রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিল। আমি থাকিতে স্বীকৃত হইয়া আশ্রমের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আশ্রমে মনের শান্তি পাওয়া যাইতেও পারে বলিয়া বোধ হইল। মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসিয়া দুই এক দিন থাকিব সংকল্প করিলাম।

বেলা তিনটার সময় রাজা দেবীপ্রসাদ যোগ সমাপন করিয়া উপরে আসিলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় তর্ক উঠিল; পূর্ব্বদিনের ন্যায় আমাকে আবার থাকিতে অনুরোধ করিলেন; পূর্ব্বদিনের ন্যায় আমিও স্বীকৃত হইলাম। রাজা দেবীপ্রসাদ সংস্কৃত ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। রাত্রিতে মহাভারত খুলিয়া তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। আমি সাধ্যমত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। পরিশেষে নানা কথার পর বলিলেন,—"তুমি যদি আশ্রমে বাস কর, তাহা হইলে আমার উপকার হয়।"—সংক্ষেপে বলিতেছি, দুই এক

দিন ইতস্ততঃ করিয়া আমি কাশীত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রমেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসি-সমাগমে।

আমার আসিবার দুই চারি দিন পরে এক নূতন সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রম-বাসী হইলেন। তাঁহার নাম যোগজীবন। কাশীতে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। যে দিন একবারে কাশী ছাড়িয়া আশ্রমে আসি, সে দিনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সৌম্য মূর্ত্তি, বচনমাধুরী ও রমণীয় স্বভাবে তিনি আমার শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন। আশ্রমে আসিয়া তিনি দেবী-প্রসাদের নিকট বাসস্থান চাহিলেন। আমিও তাহার সপক্ষতা করিলাম। নির্জ্জনস্থানাভিলাষী হইলেও দেবীপ্রসাদ শেষে সম্মত হইলেন।

সামান্য কথাবার্ত্তা ও শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা যোগজীবন নির্জ্জনে ধ্যান করিতে অধিক ভাল বসিতেন। তিনি সর্ব্বদাই আশ্রমের সর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী গৃহে একাকী থাকিতেন। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানাদি করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার নিজ অভ্যাস বশতই হউক, আর রাজসন্ন্যাসীর অনুকরণেই হউক, সমস্ত দিবস ধ্যান পূজা ও উপবাসে কাটিয়া যাইত। সুতরাং দিবসের মধ্যে কেহ প্রায় তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। রাত্রিতে যখন আমরা মহাভারত পাঠ করিতাম, তিনি আসিয়া নীরবে বসিয়া শুনিতেন, পাঠ সমাপন হইলেই উঠিয়া যাইতেন।

আশ্রমবাসী অন্যান্য লোকের মধ্যে রামটহল নামে এক ব্রাহ্মণ আমার সহিত অত্যন্ত আত্মীয়তা করিতে আরম্ভ করিল। রামটহল লেখা পড়া জানে। সে আমাদের ক্ষুদ্র রাজসংসারের অধ্যক্ষ। রাজার নিকট মাসিক বেতন পায়। আমার সহিত পরিচয় হইবার পর আমার সাহায্যে তাহার বেদান্ত পড়িবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু পড়িবার সময় না হওয়াতে তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। তথাপি পাঠের ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়াই হউক, আর রাত্রিতে আমার মহাভারত পাঠের সময় উপস্থিত থাকিত বলিয়াই হউক, আমাকে গুরুজি বলিয়া সম্বোধন করিত।

আশ্রমে সর্ব্বদাই নূতন নূতন অতিথি আসিতেন। তাঁহারা সকলেই সন্ন্যাসী। দুই এক দিন থাকিয়া আবার অন্যত্র যাইতেন। কেহ অধিক কাল থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রামটহল বাধা দিত। আশ্রমে স্থায়ী লোকের সংখ্যাবৃদ্ধিতে তাহার বড়ই আপত্তি; যোগজীবনের আশ্রম বাসেও প্রথমে রামটহলের অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু সে সময়ে তাহার আপত্তি ভাসিয়া যায়।

একদিন মহাভারত-পাঠান্তে যোগজীবন উঠিয়া যান, রামটহল বলিল "যোগজীবন, তুমি আলোক সহ্য করিতে পার না।"

যোগ। আমি ভগবানের নাম লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকি।

রাম। ভগবানের নাম কি সূর্য্যের আলোক দেখিয়া ভয় পায়? দীপের আলোকও বোধ হয় চক্ষে সয় না। তোমাকে ত চারি দণ্ড কালের জন্য গৃহের বাহিরে দেখিতে পাই না।

যোগ। বাহিরে কি করিব। আমি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়াছি; আমার আমোদ আহ্লাদও নাই, সংসার চিন্তাও নাই।

রাম। আমরা কি কেবল আমোদ আহ্লাদে মত্ত থাকি?

যোগ। তাহা আমি জানি না। থাকিলেও তাহাতে আপনার অধিকার আছে; আপনি সন্ন্যাসী নহেন।

রাম। আমি গৃহীও নহি।

দেবীপ্রসাদ কহিলেন "যোগজীবন, তুমি কতদিন বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছ? —কতদিন তোমার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিব মনে করিয়াছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই—আমরা সকলেই সন্ন্যাসী; বলিতে আপত্তি নাই।

যোগ। বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে আজিও পারি নাই।

দেবী। তোমার বাটী কোথায় ছিল।

যোগ। আমার বাটী ছিল না। আমি চিরকালই নিরাশ্রয়।

দেবী। এত অল্প বয়সে সংসারত্যাগী হইলে কেন?

যোগ। সংসারে সুখ নাই।

দেবীপ্রসাদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন; "সত্যই সংসারে সুখ নাই। সংসারের লোক মহামায়ায় বিমোহিত; অশেষ যন্ত্রণা পাইলেও সংসার ছাড়িতে পারে না। যোগজীবন, তুমিই ধন্য। তুমি কলিতে শুকদেব।"

যোগজীবন দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেলেন। সেই দিন অবধি যোগজীবন আশ্রমবাসীদিগের নিকট অধিক পরিচিত হইলেন, অধিক গৌরবের পাত্র হইলেন; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদা নির্জ্জন বাসের অভ্যাস গেল না।

আশ্রমে আসিয়া প্রথমে মধ্যে মধ্যে কাশীতে যাইতাম। কিন্তু পাছে কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, বর্ত্তমান পরিচয় দিতে হয়, এই ভয়ে শেষে কাশী যাওয়া বন্ধ করিলাম। অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নকাল রাজার নিকট অতিবাহিত হইত। প্রাতঃকালে ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া বেড়াইতাম ও দ্বারবানদের নিকট অস্ত্র চালনা শিক্ষা করিতাম। মধ্যাহ্ন নিদ্রায় ও গ্রন্থাদির সেবায় কাটিয়া যাইত। একরূপ সমভাবে দিন কাটিতে লাগিল। সময়ে সময়ে রাজার নৌকা লইয়া গঙ্গাবক্ষে প্রাতর্বিচরণ করিতাম। নিত্য সমতার মধ্যে এই সামান্য বৈচিত্র্য অনুভবেও মনের তৃপ্তি লাভ হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগে।

রাজাশ্রমে অজ্ঞাতবাসে ছয় মাস অতীত হইল। দেবীপ্রসাদও মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে আরোহণ করিলেন। পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সন্ন্যাসী দুই তিন দিন নিতান্ত চিন্তামগ্ন রহিলেন। তাহার পর এক দিন রাত্রিতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ হরিচরণ, পাণ্ডবেরা যে মহাপ্রস্থানপথে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে সেই পথ ধরিয়া গেলে আমরাও স্বর্গে যাইতে পারি। এই শরীর লইয়া স্বর্গে গেলে সুখের সীমা নাই: কেবল মাত্র প্রাণবায়ু সেখানে যে সুখ সম্ভোগ করে, পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখী হইবে। দেখ,—আহার, নিদ্রা, ঘ্রাণ, পান, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সুখের উপাদান। শরীরহীন জীব কেবল মাত্র নিদ্রাসুখভোগ করিতে পারে। ইহ জন্মে সকল ভোগে বঞ্চিত হইয়া তপস্যা করিলাম; স্বর্গে গিয়াও যদি কুম্ভকর্ণের মত কেবল নিদ্রা, তবে আর সুখভোগ কি হইল? আমি সেই জন্য স্থির করিয়াছি, যত কিছু দুঃখ আছে, এই স্থানেই ভোগ হউক। আমি সকল ক্লেশ সহিয়া, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, সশরীরে স্বর্গে যাইব। সেখানকার অমৃত-বায়ু-স্পর্শে

শরীর অজর ও অমর হইবে; আমরা দেবতাদিগের ন্যায় সুখী হইব। এ বিষয়ে তোমার মত কি?

তর্ক বলে আমাকে পরাস্ত করা ভিন্ন আমার মতে কার্য্য করিতে রাজার ইচ্ছা ছিল না। আমার সকল কথাই ভাসিয়া গেল। মনে মনে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শেষে নীরবে রহিলাম। রাজা আপনাকে জয়ী মনে করিয়া স্বর্গ-যাত্রায় কৃতসংকল্প হইলেন।

আশ্রমে অধিককাল বাস করিয়া আমার বিরক্তি জন্মিয়া ছিল: এখন হিমালয়ভ্রমণের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া আমি রাজার সঙ্গী হইতে চাহিলাম। তিনি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি, তোমাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গে যাইতেও পারিতাম না।

স্বর্গযাত্রার সঙ্গী বাড়ে, রাজার ইহা অনিচ্ছা নয়। তিনি একেএকে আশ্রম-বাসী সকলকেই অনুরোধ করিলেন: কিন্তু যোগজীবন ভিন্ন কেহই স্বর্গীয় সুখের প্রত্যাশায় পার্থিব সুখ দুঃখ বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হইল না। কেহ শারীরিক অসুস্থতা বা দুর্ব্বলতা, কেহ কোন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নাম উল্লেখ করিয়া নিষ্কৃতি পাইল। কেবল রামটহলেরই বিপদ; সে বলিল "আমি গেলে আশ্রমের দেবসেবার ব্যাঘাত ঘটিবে। পূজকদিগের উপর সমস্ত ভার দেওয়া যায় না।"

রাজা। আমি রামসীতা মূর্ত্তি কাশীতে বিশ্বনাথ স্বামীর নিকট দিয়া যাইব। দৈনিক শিবপূজার ভারও তাঁহার উপর থাকিবে।

রাম। বিষয় সম্পত্তির রক্ষা করিবে কে?

রাজা। আমি চিরকালের জন্য পৃথিবী ত্যাগ করিতেছি, আমার আর সম্পত্তির প্রয়োজন কি? আমার যাহা কিছু আছে, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে দান করিয়া যাইব।

রাম। সেটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

রাজা। কেন?

রাম। যদি আবার ফিরিয়া আসিতে হয়, তখন অর্থাভাবে কষ্ট হইবে।

রাজা। যদি আসিতে না হয়?—তাহা হইলে ত আমার সম্পত্তি সৎপাত্রে দত্ত হইল না; দানজন্য সুকৃতও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। সেই জন্য আমি

নিশ্চয় করিয়াছি—উইল্ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যাইব।

রাম। আপনার সম্পত্তি আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; কিন্তু আমার মতে এখন হিমালয়-যাত্রা করিলে অচিরাৎ শরীর চিরনিদ্রিত হইবে।

রাজা। হইলই বা, তাহাতে ক্ষতি কি; আমরা পরকালে পরম সুখী হইব। তুমি চল; আমি তোমার অশুভাকাঙ্ক্ষী নহি। কি বল?

রাম। আপনি আমার প্রভু, আপনার অন্নে প্রতিপালন হইতেছি; আপনার কোনরূপ ক্ষতি হয়—

রাজা। এখন আর আমার ক্ষতি বা লাভ কি। সামান্য অর্থ রক্ষার জন্য তোমাকে চিরসুখে বঞ্চিত করিতে চাই না। তুমি যাত্রার উদ্যোগ কর।

রাম। আমি ভৃত্য, আপনি আদেশ করিলে আমাকে আপনার অনুগমন করিতেই হইবে। কিন্তু আপনার ধন সম্পত্তি বিতরণ সম্বন্ধে যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহা সদ্‌যুক্তিসঙ্গত নয়।

রামটহলের স্বভাব সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বাবধি একটু সন্দেহ থাকিলেও এ সময়ে তাহার কথা নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল না। আমি বলিলাম—"আপনাকে ফিরিয়া আসিতে না হয়, ভালই। কিন্তু যদি আসিতে হয়, তাহার নিমিত্ত একটা ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। উইলে বরং লেখা থাকুক, যদি এক বৎসরের মধ্যে আপনি ফিরিয়া না আসেন, তাহা হইলে উইলের নির্দ্দেশানুসারে দানীয় ব্যক্তিরা সম্পত্তির অধিকার পাইবেন।" দুই চারি কথার পর রাজা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া আমরাও উঠিয়া গেলাম।

শয়ন করিয়া আমাদের ভাবী যাত্রার কথা ভাবিতে লাগিলাম। পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ উর্দ্ধচূড় হিমালয়, হরিদ্বার, গোমুখী, গঙ্গোত্রি সমস্ত কল্পনা-বলে দেখিতে লাগিলাম। ভারতের জননী, ভারতের জীবন গঙ্গা,—যাঁহার তীরে পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যার আলোক প্রকাশ হয়, যাঁহার কূলে পর্ণকুটীরে সর্ব্বপ্রথম সরস্বতীর জন্ম—যাঁহার জল শত শত পুণ্যময় বেদগাতৃ-মহর্ষির নিত্য-স্নানপূত ও ভারতভূমির স্বর্ণপ্রসবা শস্যের মূল,—যাঁহার সৈকতভূমি জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা ঋষিদিগের উঞ্ছশস্যে ও ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিদিগের যজ্ঞস্তূপে সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত,—সেই গঙ্গার উদ্ভবস্থান ও উদ্ভবসময় কল্পনায়

দেখিলাম। মন উৎসাহিত হইল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। শেষে উষাকালে তন্দ্রাভিভূত হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগে।

আমাদের প্রস্থানোদ্‌যোগ আরম্ভ হইল। রাজা রামটহলকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। রামটহল অন্যূন দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তির তালিকা দেখাইল। রাজা উইল করিয়া দেব সেবার্থ এবং আড্ডাধারী, আখ্‌ড়াধারী, পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণদিগকে সমস্ত দান করিলেন। গাজীপুরে রামটহলের এক কুটুম্ব ভ্রাতা থাকিত, সে আসিয়া অগ্রজ রামটহল ও রাজার ভাবী চিরবিরহের জন্য অনেক কাঁদিল। রাজা তাহাকে যথেষ্ট সম্পত্তি দান করিলেন। রামটহলের অনুরোধে দেবসেবা ও আশ্রমের অধিকারও তাহার হইল।

রাজা দেবীপ্রসাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ছিল; তালিকায় তাহার উল্লেখ ছিল না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে রামটহল বলিল—"এই টাকার কিয়দংশ আমরা সঙ্গে লইয়া যাইব। আমাদিগের দীর্ঘ-যাত্রা সম্পাদন ও হিমালয়বাসী মহান্তদিগকে দান করিবার জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইবে। অবশিষ্ট টাকা উইলে নির্দ্দিষ্ট দানীয় ব্যক্তিগণ দক্ষিণাস্বরূপে পাইবেন। উইলে আর তাহার নির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই।" রাজা দ্বিরুক্তি করিলেন না।

২রা আশ্বিন আমাদের হিমালয়-যাত্রার দিন। রামটহল আমাদের আবশ্যক দ্রব্যজাত নৌকায় বোঝাই করিয়া পূর্ব্বেই রেলওয়ে ষ্টেসনে যাত্রা করিয়াছিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজা যোগজীবন ও আমাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রম ত্যাগ করিলেন। আমি আশ্রমে আসিয়াই সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিয়াছিলাম। এতদিনে প্রকৃত সন্ন্যাসী হইলাম। ক্ষণকালের জন্য বাড়ীর কথা মনে আসিল। পিতা মাতার কথা মনে পড়িল; হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিল। নাসাপথে, সেই হৃদয়বহ্নির উষ্মা বাহির হইতে লাগিল। আমি নৌকার ছাদের উপর আসিয়া বসিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; নির্জ্জন প্রান্তর কলরবে পূরিয়া পাখীরা বাসায় চলিল; বায়ু শীতল হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুবেগে বহিল। সমস্ত আকাশ উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল। প্রকৃতির মোহনরূপে ভুলিয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইলাম।

ক্রমে পশ্চিমাকাশের রক্তিমা মিলাইতে লাগিল। আকাশে খদ্যোতিকার ন্যায় ছোট ছোট তারা ফুটিতে লাগিল। দূরে গঙ্গার ঘাটের উপরেও এক একটি করিয়া তারা ফুটিতে লাগিল। অন্ধকার হইয়া আসিল। এখন প্রকৃতি শোভাময়। আমরা জলের উপর ভাসিতেছি; অনন্তকালসমুদ্রে প্রাণিবৃন্দের ন্যায় দূরপ্রসারিণী-গঙ্গাতরঙ্গে ভাসিতেছি; আমাদের চারিদিকে দীপমালা জ্বলিতেছে; মস্তকের উপর আকাশে, নীচে গঙ্গাজলে, পার্শ্বে তীর্থসোপানে দীপমালা জ্বলিতেছে। তীরদেশে ঘাটের নিকট গঙ্গার জলে আগুন লাগিয়াছে, জল জ্বলিতেছে—চাহিয়া দেখা যায় না।

কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বদিকে রক্তবর্ণ নিষ্প্রভ চন্দ্র উদিত হইলেন। ক্রমে পার্থিব বাষ্প ত্যাগ করিয়া পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমা উপরে উঠিতে লাগিলেন। উপরের সুশীতল-বায়ু-স্পর্শে শরীরের রক্তিমা অপনীত হইল। মনোহর দিব্যমূর্ত্তি আকাশের প্রান্তে শোভা ছড়াইতে লাগিল। কাশীর শুভ্রবর্ণ বাটী সকল শ্বেতবস্ত্রে অর্দ্ধশরীর আবৃত করিয়া ব্রতধারীর ন্যায় গম্ভীরভাবে দাঁড়াইল। কোলাহল কমিল। চন্দ্রের উন্মাদক আলোক প্রকৃতির পাগল পুত্রদের মস্তকে প্রবেশ করিল। তাহারা আমোদে মাতিয়া কলম লইয়া মায়ের ছবি আঁকিতে বসিল। আমরাও কাশীর অপর পারস্থ রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম।

অনেক রাতে গাড়ী চলিল। মোগল সরাই আসিয়া আমরা অন্য গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীর শব্দের নিদ্রাকর্ষিণী শক্তিতেই হউক, আর গাড়ীর গতিজাত নিদ্রাকর্ষক শরীর সঞ্চালনেই হউক, (এবিষয়ে পণ্ডিতদিগের মতভেদ আছে) শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

প্রাতঃকালে নাইনি ষ্টেসনে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমরা প্রয়াগের নিকট আসিয়াছি। গাড়ী চলিল; আমি দ্বারদেশে দাঁড়াইলাম। অল্পক্ষণ পরেই যমুনা দৃষ্টিপথে পড়িল। বৃহৎ লৌহময় সেতু যমুনার উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। ১৮৫৭ সালে যে শৃঙ্খলে ভারতভূমি বদ্ধ হয়, আজি সেই শৃঙ্খলে যমুনাও বদ্ধ।

বাইরন্ বলিয়াছেন—ভূমির উপরই মনুষ্যের প্রভুত্ব ; জলে তাহাদের প্রভুত্ব বা অত্যাচারের চিহ্ন ক্ষণমধ্যে মিলাইয়া যায়। কবির উক্তি যদি সত্য হয়, তবে কেন আজ যমুনা মানুষের দত্ত লৌহ নিগড় গলায় পরিয়া রহিয়াছে ?

—একি সেই যমুনা ?—যে যমুনার তীরে যদুনাথের মথুরাপুরী ভারত-ভুবনেশ্বরী দণ্ডায়মান ছিল, যাহার কূলে কদম্বমূলে বসিয়া জগতের অধিপতি বংশীধ্বনি করিতেন, সেই বংশীরবে ত্রিভুবন মোহিত হইত, জগতে নূতন জীবন আসিত, গোপকামিনীরা লক্ষ্মীরূপিণী রাধিকাকে অগ্রে লইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিত—আকাশের পক্ষী, ভূতলের ভূচর, জলের জলজন্তু সকল আত্ম-বিস্মৃত হইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিত,—সেই মোহন বংশীরব গভীরবাহিনী কালিন্দীর কাল জলে ভাসিয়া দূরদেশে চলিয়া যাইত, সুশীতল বায়ুতে চাপিয়া দিগ্ দিগন্তরে উড়িয়া যাইত—একি সেই যমুনা ?—কবিবর জয়দেব যাহার কাল জলের পার্শ্বে আপনার ইষ্টদেবকে স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার মাহাত্ম্য গান করিয়া স্বয়ং অমর হইয়াছেন—সেই যমুনা কি এই ?—বলিতেও ইচ্ছা হয় না। যমুনা এখন আর ব্রজরাজের প্রিয় মহিষী নয়। নিয়তিচক্রের পরিবর্ত্তনে এখন সামান্য মানবের ক্রীতদাসী। এখন আর সে নীল-জল-লহরী নাই। দুঃখে, শুষ্কহৃদয়ে, রৌদ্রে পুড়িতেছে। তাহার অদৃষ্ট ভাবিলে পাষাণ বিদীর্ণ হয়।

আমাদের গাড়ি সেতুর উপর আসিল। সম্মুখে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রস্তর-ময় দুর্গ। দূরদর্শী চতুর আকবর স্ববংশে রাজ্যের স্থায়িত্ব কামনায় উভয় নদীর সঙ্গমের উপর এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই এক দুর্গ দ্বারা উভয় নদী ও তাহাদের তীরবর্ত্তী সমস্ত রাজ্যের রক্ষা হইত। কিন্তু এখন সে রাজবংশ কোথায় ? যাহাদের প্রতাপে জগৎ সংসার কাঁপিত, সে মোগলবংশ কোথায় ? নিজ দোষে ভারতরাজ্যের হেমদণ্ড তাহাদের হস্তস্খলিত হইয়াছে ; সাত সমুদ্র পার হইয়া ইউরোপের বণিকেরা আসিয়া তাহাদের সিংহাসনে বসিয়াছেন। তাহাদের রক্ষাস্থান দুর্গ ঠিক্ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের শত্রুদিগের আশ্রয় হইয়াছে।

ভাগীরথি, এই চিরকলঙ্ক বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছ,—লজ্জা হয় না ? যখন হিমালয়ের চূড়া চূর্ণ করিয়া, পাষাণভিত্তি ভেদ করিয়া, ঐরাবত ভাসাইয়া,

চলিয়া গিয়াছিলে,—যে তেজে পৃথিবী রসাতলে যায়, স্বয়ং শঙ্কর ভিন্ন আর কেহ যে তেজ ধরিতে সমর্থ নয়—সে তেজ এখন কোথায়? তোমার যে প্রভাব, যে মহিমা পারস্য, আরব, য়ুনানী দেশ ভেদ করিয়া রোমক রাজধানীতে, প্রবেশ করিয়াছিল—সে প্রভাব কোথায় গেল?—যে জলরাশিতে ভারতভূমি প্লাবিত করিয়া সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছিলে, সেই জলরাশিতে ভারতভূমি আবার ডুবাইয়া দাও; চিরকলঙ্কের চিহ্ন সকল লোপ কর। ভারত রসাতলে যাক। এরূপ কলঙ্কের ডালি মাথায় বহিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই বৃদ্ধ ভারতের মঙ্গল।

যমুনে, চিরকাল রাজরাজেশ্বরী থাকিয়া, কালামুখি, এখন দাসত্ব করিতেছ! আজিও সমস্ত বঙ্গের লোক মৃত্যুজয় কামনায় তোমার অর্চ্চনা করে। ভ্রাতা ভগিনীহস্তে অন্নগ্রহণ করিয়া, ভগিনী ভ্রাতার পূজা পাইয়া পরস্পরের জরা মরণ নিবারণ কামনা করে। আজি কিন্তু তুমি নিজেই জরাজীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন দেহে, রৌদ্রে পুড়িয়া শুষ্ককণ্ঠে পাতালের নিকট যাইয়া জল ভিক্ষা করিতেছ। এ ভাবে অবস্থান অপেক্ষা তোমার অন্তর্দ্ধানই ভাল; তাহা হইলে আর তোমার বর্ষা-স্ফীতিতে দরিদ্র কৃষকের, সামান্য বণিকের সর্ব্বনাশ ঘটে না; আর লক্ষ স্বুবর্ণ ব্যয়ে এরূপ লৌহ সেতুরও প্রয়োজন হয় না।

যোগজীবন আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দুর্গের মধ্যে বস্ত্রশূন্য উচ্চ কেতুদণ্ড দেখিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন “ওটা কি?”

আমি বলিলাম “ওখানে চাবুক টাঙ্গাইয়া রাখে। আগে ওখানে মুসলমানের নাগরা টাঙ্গান থাকিত।

“চাবুক টাঙ্গাইয়া রাখে কেন?”

“মারিবে বলিয়া; যে কথা কহিবে, তাহাকেই মারিবে।”

যোগজীবন হাসিয়া বলিলেন “আমরাও ত এই কথা কহিতেছি।”

আমি বলিলাম “ও কথা নয়—ও কিচির মিচির!”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রেলপথে।

ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ি থামিল। নদীসম্বন্ধে প্রয়াগ যেরূপ ত্রিবেণী, রেল-

ওয়ে সম্বন্ধেও সেইরূপ। হিমালয়ের প্রান্ত ও পশ্চিম সমুদ্রের তীর হইতে দুই বিস্তীর্ণ রেলওয়ে আসিয়া এখানে মিলিয়াছে। তাহার পর একত্র পূর্ব্ব সাগরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র রেলপথ ষ্টেসন হইতে দুর্গাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এটি রেলওয়ের গুপ্ত সরস্বতী।

দুইটি নূতন লোক আসিয়া আমাদের গাড়িতে উঠিলেন। তাহাদের একজন গাড়িতে উঠিয়াই চক্ষু বুজাইলেন। আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গাড়িতে আসিলাম। অনেকক্ষণের পর গাড়ি চলিল। তাহার দুই দণ্ড পরে তিনি চক্ষু চাহিলেন। আগন্তুকদিগের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। কথায় বুঝিলাম, প্রথম ব্যক্তি নূতন মিশনরি, দ্বিতীয় ব্যক্তি সংস্কারজীবী পর্য্যটক।

পর্য্যটক পরিহাসচ্ছলে ইংরাজিতে বলিলেন—এই ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদিগের পরিচ্ছদও তত রহস্যজনক নয়। আপনারা ইহাদিগকেও বাড়াইয়াছেন। মিশনরি বলিলেন—"সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র আত্মা, সর্ব্বাপেক্ষা মলিন ও অপরিষ্কার শরীরে বাস করে। আত্মার ধর্ম্মই এই। আমাদের মতে লোকের ধর্ম্মপরায়ণতা শরীরের ও পরিচ্ছদের প্রতি অমনোযোগের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত অপরিষ্কার থাকেন, তিনি সেই পরিমাণে ধার্ম্মিক। কিন্তু লোকে এখন আর বড় ধার্ম্মিক হইতে চায় না। পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইল। তাহারা বুঝে না যে ছিন্ন বস্ত্র ও মলিন বেশ দেখিয়া পাপপুরুষ দূর হইতে পলায়ন করে; আর সুন্দর বেশ ভূষা ও সীমন্ত-শোভিত মস্তক তাহার প্রিয় বাসস্থান।"

মিশনরির কথা পর্য্যটকের বড় গায়ে লাগিল। তিনি অনেক বড় বড় মিশনরি, শেষে ভারতবর্ষের দেশীয় পোপকে লইয়াও টান দিলেন। মিশনরিও ক্রুদ্ধ হইয়া সংস্কারব্যবসায়ীদের অনেক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন।

উভয়ে মহা বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। দেবীপ্রসাদ এতক্ষণ মুদ্রিতনয়নে স্বর্গ-সুখ চিন্তা করিতেছিলেন। কোলাহলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি বিবদমান আগন্তুকদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সর্ব্বাগ্রে মিশনরির পরিচয় দিলাম—তিনি এক ধর্ম্মপ্রচারক। তাঁহারা আমাদের ধর্ম্ম মানেন না। দেবসেবা তাঁহাদের মতে নিষিদ্ধ।

দেবী। ভাল, উহাকে জিজ্ঞাসা কর—দেব সেবায় উহাদের আপত্তি কি?

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না—মিশনরি শুনিয়া স্বয়ং উত্তর দিলেন—

"দেবসেবা করিতে ঈশ্বরের নিষেধ আছে। মূঢ়েরাই দেবসেবা করে।"

দেবী। নির্ব্বোধ, দেবসেবা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হয়; তবে তিনি আমাদের উপাস্য দেব ও দেবমূর্ত্তি সকল ধ্বংস করেন না কেন?

মিশ। মনুষ্যেরা যদি কেবল নিষ্প্রয়োজন বস্তু ও পুত্তলীর পূজা করিত, তাহা হইলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিনষ্ট করিতেন। কিন্তু মানুষেরা ঐ সকল বস্তু ভিন্ন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক বস্তুরও উপাসনা করে। জ্ঞানময় ঈশ্বর কয়েকজন ভ্রান্ত মনুষ্যের উপকারার্থ তাঁহার সৃষ্টিনাশ করিতে পারেন না।

দেবী। ভাল, এই সকল আবশ্যক বস্তু রাখিয়া অবশিষ্ট গুলির বিনাশ করিলে ক্ষতি কি?

মিশ। তাহা হইলে মানুষেরা ভাবিবে—যখন ঈশ্বর এই সকল উপাস্য বস্তু নষ্ট করিলেন না, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের আরাধনা তাঁহার অভিপ্রেত।

আমাদের গাড়ী কানপুরে আসিল। তখন বেলা প্রায় দুইটা। অনেকে গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। আমাদের ধর্ম্মকথারও অবসান হইল।

পর্য্যটকের পরিচয়ে জানিলাম—তিনি কলিকাতা নিবাসী, নাম—মাষ্টার মতিলাল; উভয়বিধ সংস্কারের চেষ্টায় বাহির হইয়াছেন। অনেক স্থানের লোককে অনেক বক্তৃতা শুনাইয়া এখন মিরট যাইতেছেন। তিনি মিশনরিকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মিশনরি লাহোর পর্য্যন্ত যাইবেন। পথে দিল্লী, মিরট, অম্বালা, ও যদি সুবিধা হয়, একবার কুরুক্ষেত্র দেখিয়া যাইবারও ইচ্ছা আছে।

কুরুক্ষেত্রের নামে মতিলাল শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন "দেখুন, কুরুক্ষেত্রের নামে আমার হৃৎকম্প হয়। কুরুক্ষেত্রে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আপনি ইতিহাস জানেন—নন্দঘোষের পুত্রই এই সর্ব্বনাশের মূল। তিনি ভারতবর্ষের নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। তাঁহারই বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তির পরিতোষ জন্য মগধে, মথুরায়, বিরাটে বীরচক্র নিহত হইল। তাঁহারই মন্ত্রণায় অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সাহসী, বলবান যোদ্ধাদিগের বিনাশ সাধন করিলেন; রাজাদিগের ধন ও তেজ হরণ করিলেন। তাঁহারই কুচক্রে, সেই দুরন্ত রাক্ষসীস্বরূপ রণভূমিতে ভারতের লক্ষ লক্ষ বীর সন্তান ধরাশায়ী হইল—সেইখানে সেই

দিনে, ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিনের মত ডুবিল। ভারতের জয়লক্ষ্মী সেই দিন অবধি পৃথিবী ত্যাগ করিলেন।”

মিশ। আপনার কথা মিথ্যা নয়। সকল দিকেই কৃষ্ণের অশেষ গুণ। এই কৃষ্ণই আমাদের দেশীয় অবোধ লোকদিগের উপাস্য দেব। উঃ কৃষ্ণ আমাদের কি ভীষণ শত্রু!

মতিলাল। কেবল ইহাতেই পর্য্যাপ্ত নয়। এত করিয়াও নরশোণিত-লোলুপ কৃষ্ণের জিঘাংসাবৃত্তি পূর্ণ হইল না। প্রভাসে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাদব, অন্ধক ও ভোজবংশীয় কুরুক্ষেত্রাবশিষ্ট বীরদিগকে মদ্যমত্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। বীরজননী ভারতভূমি বীরশূন্যা হইলেন। তাহার অল্পদিন পরেই কয়েকজন গ্রীক আসিয়া নিরাশ্রয়, অসহায় ভারত সন্তানদিগের গলে দাসত্বশৃঙ্খল পরাইল। সেই শৃঙ্খল সেই অবধি আমাদের গলায় রহিয়াছে। গৃহপালিত মহিষের ন্যায় আমরা ক্রমে নির্বীর্য্য ও হীনতেজ হইয়া তাহাতে সেই ঘৃণিত শৃঙ্খলবন্ধনে—অভ্যস্ত হইতেছি। সেই অবধি আমাদের এই দুর্দশা; সেই অবধি ভারতের উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে। সেই অবধি বীরপ্রিয়া, স্বাধীন-সহচরী লক্ষ্মী ও সরস্বতী ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া পশ্চিমদেশে বাস করিতেছেন।

মতিলাল এইরূপে নানা বিষয়ে বিদ্যার ও “চিন্তাশীলতার” পরিচয় আরম্ভ করিলেন। যোগজীবন দাঁড়াইয়া বলিলেন “দেবনিন্দকদিগের কথা শুনিতে তোমার আমোদ হইতেছে?—এস, সন্ধ্যার শোভা দেখা যাক।”

আমরা গাড়ীর দ্বারসমীপে দাঁড়াইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল। সূর্য্যের অগ্নিময় রক্তবর্ণ সোণার থাল আকাশের নীচে ডুবিতে লাগিল। পশ্চিমাকাশে কাল কাল অল্পপরিসর মেঘগুলি প্রকৃতির নীলাম্বর কাপড়ের পাড়ের ন্যায় শোভা ছড়াইতে লাগিল। সূর্য্যদেব তাহাতে আগুন লাগাইয়া গা-ঢাকা দিলেন। মেঘ জ্বলিতে লাগিল। তাহার ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে অগ্নির শিখা উপরে উঠিল। দূরবর্ত্তী রৌদ্রশুষ্ক মেঘে আগুন ধরাইয়া দিল। চারিদিক শীতল আগুনে জ্বলিয়া উঠিল। রেলওয়েের পার্শ্ববর্ত্তী হরিতক্ষেত্রে সকল সুবর্ণ-প্রভায় রঞ্জিত হইয়া রেশমি বস্ত্রের ন্যায় ঝকিতে লাগিল। আমরাও এটোয়াতে আসিয়া পহুঁছিলাম।

গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। আমাদের আবশ্যক ক্রিয়া সকল প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে,—ঘণ্টা বাজিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া গাড়ীতে পুনরারোহণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। রামটহল ও যোগজীবন গাড়ীতে বসিয়াছিলেন। আমি রাজা দেবীপ্রসাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে গাড়ীর দিকে চলিলাম। সহসা ষ্টেসনের ভিত্তিতে একখানি ছাপার বিজ্ঞাপনে আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। দাঁড়াইয়া পাঠ করিলাম। বিজ্ঞাপনে লেখাছিল—"প্রায় আট মাস অতীত হইল, আমার পুত্র শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। হরিচরণ প্রায় গৌরবর্ণ, শরীর দোহারা, মুখে অল্প দাড়ী ও গোঁফ আছে; নাক বড়, কপাল প্রশস্ত, চক্ষু ছোট ও উজ্জ্বল। বামহস্তে একটা কাল দাগ আছে। বয়স ২৪ বৎসর। যে ব্যক্তি তাহার সন্ধান করিতে পারিবে, তাহাকে উপরি লিখিত ১০০০ টাকা পুরস্কার দিব।"

নীচে পিতার নাম ও ঠিকানা লেখা আছে।

বিজ্ঞাপনটি প্রথমে দেখিয়া মনে সহসা প্রবল আবেগ উপস্থিত হইল। পড়িতে পড়িতে বারম্বার আপাদমস্তক ভিতরে বজ্রাহত হইল। রক্তস্রোত অতিবেগে মস্তকে উঠিতে লাগিল। আমি ক্ষণকালের জন্য বিহ্বল হইলাম।

রেলওয়ের গভীর গোঁ গোঁ শব্দে আত্মবিস্মৃতি অপনীত হইল। চাহিয়া দেখি, গাড়ি ধীরে ধীরে চলিতেছে। যোগজীবন ও রাজা দেবীপ্রসাদ উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতেছেন। আমি বিমূঢ়ভাবে গাড়ীর দিকে দৌড়িয়া গেলাম। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে উঠিতে যাওয়া নিষিদ্ধ, ইহা তখন মনে আসিল না। গাড়ীতে উঠিবার প্রয়াস পাইয়া পুলিষের হস্তে বন্দী হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রান্তরে।

পুলিষের লোকেরা আমাকে ষ্টেসনের এক পার্শ্বে লইয়া গেল। আমি জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া ভূমির উপর বসিলাম।

মানসিক যাতনায় যখন প্রাণ ফাটিয়া যাইতে ছিল, সেই সময়ে এক চৌকিদার আসিয়া আমাকে ধাক্কা দিল। আমি মাথা তুলিলাম না। আবার এক ধাক্কা; এবার দুই চারিটা গালাগালির সহিত বিলক্ষণ বলে ধাক্কা; আমি পড়িয়া

গেলাম। আকস্মিক ক্রোধবশে দুরাত্মার হস্ত হইতে লাঠি কাড়িয়া এক আঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিলাম।

ষ্টেসনে মহা গোলযোগ হইল। এক বাঙ্গালি বাবু ছুটিয়া আসিলেন; আমি ইঁহাকে সকল কথা বলিতে চাহিলাম। বাবু ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। চৌকিদারদিগকে প্রহার করিতে ও আমাকে শ্রীঘরদর্শনে প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়া বেগে চলিয়া গেলেন।

বাবুর কথায় প্রশ্রয় পাইয়া মুসলমান চৌকিদার আমাকে মারিতে উদ্যত হইল। ষ্টেসনে কয়েকজন ব্রাহ্মণ চাকর ছিল। মুসলমানে সন্ন্যাসীকে মারিতে উদ্যত দেখিয়া তাহারা আমার পক্ষ হইল। মুসলমানের দিকেও তিন চারি জন আসিল। সুখের বিষয় এই, ইহাদের বিবাদ মুখ হইতে হস্তে নামিল না।

দুই দলে বচসা হইতেছে, ষ্টেসনের কর্ত্তা সাহেব সেইখানে আসিলেন। আমি টুপি দেখিয়া তাঁহাকে চিনিলাম এবং ইংরাজিতে আপনার অবস্থার কিয়দংশ ও তাহার পর চৌকিদারের অত্যাচার, বাবুর ব্যবহার, একটু কাতর-ভাবে বর্ণন করিলাম। সাহেবের মন ভিজিল। তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আমি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ষ্টেসনের বাহির হইলাম। ব্যাকুলহৃদয়ে অন্যমনে মাঠে চলিলাম। কতদূর চলিলাম জানি না। অনেকক্ষণের পর একটি বাঁধান কূপ সম্মুখে পড়িল। অন্য মনে তাহার উপর বসিলাম।

অল্পক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। পৃথিবীর অন্ধকার চন্দ্রের ভয়ে পলাইয়া আমার মনের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিল। যন্ত্রের রুদ্ধবাষ্প বাষ্পাধারের ন্যায় দুঃখে হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। চন্দ্রমা উপরে উঠিয়া অবিশ্রান্ত তুষারবর্ষণে ব্যাপৃত হইলেন; চারিদিকে হিমময় সিক্ত শুভ্র বসন বিস্তৃত হইল। আমি উত্তরীয় বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন করিয়া শয়ন করিলাম। আজি আমি প্রকৃত সন্ন্যাসী। সমস্ত পৃথিবী আমার বাসগৃহ; অনুজ্জ্বল হীরকমালায় সুশোভিত সমুজ্জ্বল নীলাম্বর আমার গৃহের উপর বিস্তীর্ণ। ভূমিতল শয্যা; মাঠের বৃক্ষ গৃহসজ্জা। শীতল পশ্চিম বায়ু রুক্ষসেবায় নিযুক্ত। কেবল শান্তির অভাবে

চিন্তা সহচরী; সংযমের অভাবে দুঃখ সহচর।

আজি আমি এ অবস্থায় কেন? কেন গৃহত্যাগী হইলাম? স্থির বলিতে পারি না। তবে আমি সুখান্বেষী, শান্তির ভিখারী।—সুখ কোথায়? তাহাও জানি না।—অমৃতময়ী মোহিনী শান্তি! নিশ্চয় জানি, তুমি আমার হইবে না; আমি তোমায় পাইব না; তথাপি তোমার অন্বেষণে চিরজীবন ভ্রমিব। দেশে দেশে, নগরে নগরে, অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে তোমায় খুজিয়া বেড়াইব। তোমার চিন্তায়, তোমার অন্বেষণে যে সুখ, তাহাতেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তাঁহার উদ্দিষ্ট রত্ন স্পর্শমণি না পাউন, কিন্তু তাহার অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়া যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাহাতেই তাঁহার পরিশ্রম, তাঁহার যত্ন, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুরস্কৃত হয়।

আমাকে না বলিয়াই চন্দ্রমা ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে চলিলেন। পশ্চিম-বায়ু রাত্রিশেষে ভীষণমূর্ত্তি ধরিয়া, আরও শীতল হইয়া বহিল। পূর্ব্বকালের রাজারা জল ও অগ্নিতে অপরাধীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন; আজি রাজ-রাজেশ্বরী প্রকৃতি বায়ুতে আমার পরীক্ষা লইতেছেন। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলাম; দেখি সম্মুখে দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্ত্তি! বিস্মিত হইয়া বলি-লাম,—"কে?"

উত্তর। "যোগজীবন।"

"যোগজীবন?—তুমি কোথা থেকে আসিলে?"

যোগ। ষ্টেসন থেকে। আমি যশোবন্ত নগরে নামিয়া তাহার পরের গাড়ীতে এটোয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

"কেন?"

যোগ। তোমাকে বিপদের মুখে দেখে গিয়াছিলাম বলিয়া।

"রাজা কোথায়?"

যোগ। তিনিও নামিতে চাহিয়াছিলেন—রামটহল তাঁহাকে গাজিয়াবাদে লইয়া গিয়াছে। সেখানে তাঁহারা অপেক্ষা করিবেন।

আমি। তুমি একা আসিলে?

যোগ। একা আসিলাম।

আমি। এখানে কিরূপে আসিলে?

যোগ। ষ্টেসনে আসিয়া শুনিলাম, তুমি মুক্ত হইয়াছ। কোথায় আছ, কেহ বলিতে পারিল না। ষ্টেসনের বাহিরে আসিতেছি, একস্থানে দুই মুসলমান চৌকিদার পরস্পর কথা কহিতেছে, শুনিলাম;—তাহাদের একজন বলিল বেটা মোহন্ত বড় ফাঁকি দিল। আমি মনে করেছিলাম, বেটা আমার হাতে মর্‌বে বলেই সাহেবের কাছে খালাস পেলে; কিন্তু বেটা মহুয়াবাদের মাঠে পড়ে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে, হিমে ঘুরে ঘুরে অবশ হয়ে পড়িছি।

আমি। তার পর।

যোগ। আমি বুঝিলাম তোমারই কথা হচ্চে। কথাগুলি সব শুনিলাম। তার পর বাহিরে এসে মহুয়াবাগের কথা জিজ্ঞাসা করে, মাঠে পড়িলাম।

আমি। কেন ষ্টেসনে থাকিলেই ত হইত।

যোগ। তখন ও কথাটি মনে আসে নাই।

আমি। কতক্ষণ মাঠে ঘুরিতেছ?

যোগ। বলিতে পারি না।

আমি মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। যোগজীবনও নীরবে কূপের উপর আমার পার্শ্বে বসিলেন। অনেকক্ষণের পর বলিলাম, "যোগজীবন, তোমার কি সকল মানুষের উপরই এইরূপ ভাব?"

যোগ। হওয়া উচিত।

আমি। যোগজীবন, তুমি অলৌকিক মনুষ্য। পৃথিবীতে তোমার মত লোক আর আছে কিনা সন্দেহ।

যোগ। আমি ততদূর প্রশংসার যোগ্য নই। আমি বলেছি, "হওয়া উচিত।" এই ব্রত লইব মনে করিয়াছি মাত্র।

আমি। মনের সংকল্প কাজেও দেখাইলে। পূর্ব্বেও হয়ত এরূপ ঘটনা কত হইয়াছে।

যোগ। আর কখন হয় নাই। আমাকে একটু বিশ্রাম করিতে দাও।

যোগজীবন তাহার দুই জানু মধ্যে মুখ রাখিয়া তাহার স্বাভাবিক মৌনভাব অবলম্বন করিল। আমিও চিন্তামগ্ন হইলাম।

প্রভাত হইল;—পাখীরা তাহাদের নিত্য আহারদায়িনী দিবার সম্মানার্থ

আগমনী গাইতে লাগিল। দিবার প্রিয়সখী উষা নবীন শ্যামল শস্যপত্রে মুক্তামালা গাঁথিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। শীতার্ত্ত বৃক্ষবাসী ও বনচরদিগের ক্লেশ নিবারণের আদেশ বাহির হইল। পূর্ব্বদিকে আনন্দময় অগ্নি জ্বালিত হইল। তাহার উজ্জ্বল শিখা আকাশে উঠিয়া নিশার কুহক জাল দগ্ধ করিল, অমৃতসিঞ্চনে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত সেনার ন্যায় পৃথিবীর প্রাণিকুল নূতন জীবন পাইল। জগৎ সংসার নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল। আমরাও কূপতীর ত্যাগ করিয়া ষ্টেসনের দিকে চলিলাম।

পথে যাইতে যাইতে যোগজীবনের ম্লানমুখ ও অলস চক্ষু দেখিয়া আমি বলিলাম, "যোগজীবন, তুমি আমার জন্য এই কষ্ট পাইলে—ইহাতে আমার বড় ক্লেশ হইতেছে।"

যোগ। আমি আমার কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছি মাত্র।

আমি। তুমি ত আশ্রমে আমাদের সহিত অধিক আলাপ করিতে না; আমরা কেহই এ পর্য্যন্ত তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারি নাই।

যোগ। বার বার ও কথার উল্লেখ করিলে আমি দুঃখিত হইব।

যোগজীবনের মুখে ঈষৎ বিরক্তি ভাব দেখিয়া আর কিছু বলিলাম না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দ্বারদেশে।

আমরা ষ্টেসনে আসিয়া পহুঁছিলাম, গাড়ীও ষ্টেসন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অগত্যা এক দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। দিবসের মধ্যে রাজার নিকট হইতে দুই বার টেলিগ্রাম আসিল। সন্ধ্যার পর আমরা গাড়ীতে উঠিয়া শয়ন করিলাম। শরীরের সম্পূর্ণ অবসাদ জন্মিয়াছিল। শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, গাড়ী মাঠ ও শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া মন্দবেগে চলিতেছে। যোগজীবন হাসিয়া বলিলেন—সকলেই বিশ্রাম করে, গাড়ীর বিশ্রাম নাই। দিন নাই, রাত্রি নাই ক্রমাগতই চলিতেছে। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র অগ্রাহ্য করিয়া একদেশের লোক অন্য দেশে লইয়া যাইতেছে।—

পূর্ব্বদিন সমস্ত দিবস দোকানে নানাপ্রকার কথা বার্ত্তায় লিপ্ত থাকিয়া যোগজীবনের সহিত আমার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। আমার নিকট তাহার মৌনভাবের অপনয় দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম। তাহার কথা শুনিয়া আমার হাসি আসিল। বলিলাম—কবিকুলের শিরোভূষণ কালিদাস কল্পনাবলে দেখিয়া ছিলেন, সিদ্ধপুরুষেরা হিমালয়ের নিম্ন সানুতে বৃষ্টিতে উদ্বেজিত হইয়া মেঘবৃষ্টির সীমাতীত উর্দ্ধ সানুতে যাইয়া রৌদ্র সেবন করিতেছেন; আমরা মনুষ্য হইয়াও এখন রেলওয়ের প্রসাদে সেই সুখ অনুভব করি। আমাদের এই গাড়ী দক্ষিণ সাগরের কূল হইতে এতদূর আসিতে যাত্রীদিগকে লইয়া কতবার বৃষ্টিতে স্নান করিয়াছে, আবার রৌদ্রে শুখাইয়াছে; কত বার যে প্রবল বায়ুবেগ সহিয়াছে ও নিবিড় কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়াছে, বলা যায় না।

বেলা প্রায় সাতটার সময় আমাদের গাড়ী গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে আসিল। বাহিরে আসিয়া দেখি, রাজা দেবীপ্রসাদ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়া রাজার মুখ প্রসন্ন হইল। আমরা নানা কথায় বিপণিগৃহে বাসায় আসিলাম। শুনিলাম, রামটহল আমাদের হিমালয় যাত্রার উদ্দেশার্থ সাহারণপুরে গিয়াছে। আমরাও সমস্ত দিন বিশ্রাম করিয়া রাত্রি দশটার পর সাহারণপুরে উপস্থিত হইলাম।

প্রত্যূষে উঠিয়া আমার দৈনিক নিয়মানুসারে ভ্রমণে বাহির হইলাম। বাহিরে শীত বোধ হওয়াতে দেহাবরণ বস্ত্র লইবার জন্য আবার বাসায় আসিতে হইল। ঘরে যাইবার সময় যোগজীবনের গৃহে রামটহলের স্বর শুনিতে পাইলাম। আমার নাম শুনিয়া দাঁড়াইলাম। রামটহল বলিল, "যোগজীবন, তুমি রাজার মহা উপকার করিয়াছ। গুরুজির নিকট রাজার ১০ হাজার টাকার নোট ও মোহর আছে; সে সেইগুলি লইয়া পলাইতেছিল—তুমি যদি ফিরিয়া না যাইতে, রাজাকে এই ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত।

যোগ। তুমি কিরূপে জানিলে—গুরুজী টাকা লইয়া পালাইতেছিলেন?

রাম। তাহা আবার জানিতে হয়, এটোয়া ষ্টেসনে আমরা হাজার বার ডাকিলাম, চাহিল না, আসিল না; মনে করিল, গাড়ী বাহির হইয়া গেলেই টাকাগুলি তাহার হইল। তুমি আবার রাত্রিতে মাঠের মধ্যে গিয়া তাহাকে

ধরিবে, তাহা তখন বুঝিতে পারে নাই। আশ্চর্য্য এই, রাজা কিছুতেই একথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না।

যোগ। রাজা তোমার মত পাপী নহেন, যে একজন সাধুপুরুষকে চোর বলিয়া বিশ্বাস করিবেন।

রাম। আমি পাপী, আর হরিচরণ সাধু।

যোগ। সহস্রবার।

রাম। একটু সাবধান হইয়া কথা বল।

যোগ। আমি তোমাকে ভয় করি না।

রাম। সাবধান, নহিলে ভিতরের কথা বাহির করিয়া দিব।

যোগ। তাতে আমি আর ভয় করি না। এখন আর আমি আশ্রমবাসী নহি। আর—বিপদ পড়িলে গুরুজী এখন আমার সহায় হইবেন।

রাম। দুই দিন গুরুজীর সঙ্গে থাকিয়া এত ভক্তি হইয়াছে! ভাল তবে দেখিব, তুমি আমার পোষ মান কি না।

দোকানের এক ভৃত্য এইসময়ে সেই খানে আসিল। আমি আর চোরের ন্যায় দ্বারদেশে না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেলাম। কথার শেষ অংশ রহস্যপূর্ণ বোধ হইল। অবসর ক্রমে যোগজীবনকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। যোগজীবন বলিলেন—“এখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না; সময় উপস্থিত হইলে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব।”

আমি। একটি কথা বলিলে বড় সুখী হইব। রামটহল তোমাকে কি ভয় দেখাইল। কোন্ বিষয়েই বা তুমি আমার সাহায্য চাও; আমিই বা তোমার কি সাহায্য করিতে পারি।

যোগ। প্রয়োজন হইলে বলিব।

আমি। এখন না বলিলে আমি সাহায্য করিব না।

যোগজীবন হাসিয়া বলিল “করিবে না?”

আমি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম “করিব।”

রামটহলের উপর আমার সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হইল। কিন্তু অনেক ভাবিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শেষে স্থির করিলাম, আর ওকথা মনে করিব না।

নবম পরিচ্ছেদ।

অশ্বপৃষ্ঠে।

প্রস্থানের উদ্যোগে তিন দিন অতীত হইল। চতুর্থ দিবস প্রত্যুষে অশ্বের উচ্চৈঃচীৎকারে শয্যা ত্যাগ করিলাম। আমাদের আদেশ মত ছয়টি পাহাড়ী ঘোড়া বাসার দ্বারদেশে উপস্থিত। তাহাদের তিনটি রাজা দেবীপ্রসাদ, রামটহল ও আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট। অপর তিনটি আমাদের দ্রব্য সামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া অপেক্ষা করিতে ছিল। কোন জীবের পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যোগজীবনের বিশেষ আপত্তি। গত তিন দিবস ধরিয়া আমরা তাহাকে অশ্বে যাইতে প্রবর্ত্তিত করিতেছিলাম; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। আমাদের সকলের অগ্রে অগ্রে বাল সন্ন্যাসী যোগজীবন পদব্রজে চলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা সহরের বাহির হইলাম। দূরে মেঘ মালার ন্যায় হিমালয় দিকৃচক্র ব্যাপিয়া, দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া রহিয়াছে। উপরে তুষারধবল, নীচে তমালশ্যামল পর্ব্বতশ্রেণী নবীন সুবর্ণালোকে মোহনমূর্ত্তি ধরিয়াছে। আমি মোহিত হইলাম। জগৎপতির অতুল মহিমা, অতুল প্রভাবপরিচায়ক অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, আর্য্যদিগের স্বর্গ, গঙ্গার উৎপত্তিস্থান, ভূতনাথের আবাসভূমি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্বদিগের আরামনিকেতন, অপ্সরা ও কিন্নরদিগের কেলিগৃহ, পর্ব্বতরাজ হিমালয় সম্মুখে অত্যুন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান।—মন উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। গঙ্গার স্রোতের ন্যায় জ্ঞানের স্রোতঃ ঐ স্থান হইতে প্রথম বাহির হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে চলিয়া গিয়াছে, উহারই হিমমণ্ডিত শিলাতলে বৃক্ষ মূলে বসিয়া যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য, মহর্ষি পরাশর নূতন ধর্ম্মসংহিতা পৃথিবীকে প্রথম উপহার দেন। মহাকবি কালিদাস মোহিতচিত্তে হিমালয়ে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহাকে বিশ্বনাথের শ্বশুরপদে বরণ করিয়াছেন।

নানাপ্রকার সুখের চিন্তায় মগ্ন হইয়া নূতন দেশে চলিলাম। চারিদিকে নয়নরঞ্জন হরিৎ ক্ষেত্র। কৃষকেরা হৃষ্টচিত্তে সংসারের আহারীয় প্রস্তুত করিতেছে। পাখীরা উদরপূর্ণ করিয়া মনের সাধে গাইতেছে। দূরে দুই একটা গরু মনের সাধে লাফাইতেছে—যে দিকে দেখি, কেবল আনন্দ, কেবল উৎসব।—আমি আত্মবিস্মৃত হইলাম।

বেলা দুই প্রহরের সময় একটি ক্ষুদ্র নদী আমাদের পথ রোধ করিল। আমাদের ভারবাহক অশ্বেরা আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিতে ছিল,—নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক এই সময়ে অন্য পথ দিয়া এক দীর্ঘকায়, সন্ন্যাসী অৰ্দ্ধ শুভ্র জটাভার মস্তকে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি একবারে নদীতীরে গিয়া পদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। যোগজীবনও তাঁহার অনুগামী হইয়া নদীতীরে এক শিলাখণ্ডের উপর বসিলেন।

দেবীপ্রসাদ অশ্বপৃষ্ঠে নদী পার হইবেন বলিয়া ঘোড়াকে সঙ্কেত করিলেন, ঘোড়া নড়িল না। অবশেষে প্রহার। ঘোড়া পা ছুড়িতে লাগিল। দেবীপ্রসাদ কিছুতেই ছাড়িবেন না; ঘোড়াও তাঁহার ন্যায় দৃঢ়সংকল্প। প্রহার চলিল। নবাগত সন্ন্যাসী বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া হস্তসঞ্চালনে রাজাকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। আমি বলিলাম, বোধ হয় নদীর জল অত্যন্ত গভীর; সেই জন্য ঘোড়া অগ্রসর হইতেছে না। রাজা নদীর দিকে চাহিলেন। নদী পার হইবার অন্য উপায় দেখা গেল না। স্বর্গযাত্রার পথে বিঘ্ন তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

ঈশ্বর ঘোড়াদিগকে সকল ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, অনেক মনুষ্য অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিও দিয়াছেন; কিন্তু কথা কহিবার শক্তি দেন নাই। এই অপরাধে অসহায় পশু অনেক প্রহার সহিল; শেষে উত্যক্ত হইয়া নদী তীরে গেল। নদী তীরে একস্থানে দুই প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে এক অতি অল্পপরিসর স্থান ছিল। ঘোড়া রাজাকে সেইখানে লইয়া গেল। তাঁহার পদদ্বয় উভয় পার্শ্বস্থিত প্রস্তর স্পর্শ করিল। তৎপরে এক রহস্যকর ব্যাপার। ঘোড়া রাজাকে সেই প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ে দণ্ডায়মান রাখিয়া আপনি গলিয়া পলাইল; একটু দূরে গিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, রোড্‌স দ্বীপে এক বৃহৎ পাষাণমূর্ত্তি দুই শিলাময় দ্বীপে পাদন্যাস করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সকল যাইতে পারে। রাজার বর্ত্তমান অবস্থায় পুস্তকের কথা মনে পড়িল। একটু হাসি আসিল। রাজাও হাসিয়া বলিলেন, পাহাড়ী ঘোড়ার এই ক্ষুদ্র শরীরে এত অধিক দুষ্ট বুদ্ধি!

আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নবাগত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নদী পার হইবার কোন উপায় আছে কি না? তিনি বলিলেন "নৌকা আছে।"

রাজা। নৌকা কোথায়?

সন্ন্যাসী। আসিবে।

রাজা। নৌকা এখন কোথায় আছে? কখন আসিবে বলিতে পারেন?

সন্ন্যাসী শিরশ্চালনে জানাইলেন "আসিবে।"

রাজা। আপনি নিশ্চয় জানেন, এখানে নৌকা আছে? পাটুনির নাম জানেন? আমরা এখানে বিলম্ব করিতে পারি না।

সন্ন্যাসী। ব্যস্ত হওয়া বৃথা।

রাজা। পথে অনর্থক বিলম্ব আমার অসহ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে নানা কারণে আমার এইরূপে বিলম্ব ঘটিতেছে।

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন না।

রাজা। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?

সন্ন্যাসী। পুরুষোত্তম।

রাজা। কোথায় যাইবেন?

সন্ন্যাসী। হরিদ্বার।

রাজা। আমরাও আপাততঃ হরিদ্বারে যাইব। চলুন, একত্র যাওয়া যাউক।

সন্ন্যাসী শিরশ্চালনে সম্মতি জানাইলেন।

রাজা। আর কখনও হরিদ্বারে গিয়াছেন?

সন্ন্যাসী। গিয়াছি?

রাজা। ভালই হইল—আপনি বলিতে পারেন, মহাপ্রস্থান হরিদ্বার হইতে কতদূর?

সন্ন্যাসী। অনেক।

রাজা। আমরা মহাপ্রস্থান যাইতেছি। হরিদ্বার দিয়াই মহাপ্রস্থানের পথ?

সন্ন্যাসী অসম্মতিসূচক শিরশ্চালন করিয়া বলিলেন, "যমুনোত্রি দিয়া।"

রাজা। তবে আর আমরা হরিদ্বার যাইব না। আপনি কখন মহাপ্রস্থান গিয়াছেন।

সন্ন্যাসী। না; শুনিয়াছি।

রাজা। তবে চলুন না, মহাপ্রস্থান দর্শন করিবেন।

সন্ন্যাসী। আপত্তি নাই।

রাজা। আমি সংকল্প করিয়াছি, পাণ্ডবেরা যে পথে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—আমরাও সেই পথে যাইব—

যোগজীবন বলিলেন, "নৌকা আসিতেছে।" আমাদের কিয়দ্দূরে যেখানে নদী বাঁকিয়া গিয়াছে—সেই দিকে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দেখা দিল। দেবীপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

চক্রি-চক্রে।

নৌকা আসিল। আমাদের ঘোড়াগুলি ও রামটহল সর্ব্বাগ্রে পার হইল। তাহার পর আমরা অপর পারে উপস্থিত হইলাম। মাঝি বলিল, নদীর জল স্থানে স্থানে অত্যন্ত গভীর। দেখিলাম, অনেক স্থানে প্রস্তর খণ্ড সকল জলের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে।

আমরা যমুনোত্রির অভিমুখে চলিলাম। নবাগত সন্ন্যাসী ধ্বজাধারী আমাদের পথ প্রদর্শক হইলেন। সন্ধ্যার পর আমরা গ্রামের মধ্যে এক বৈশ্যের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গৃহস্বামী সাদরে সমাগত উদাসীনদিগের অভ্যর্থনা করিল; গৃহ মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া দিল। আমরা তাহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলাম।

গৃহস্থ পশুপালন ও সামান্য কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। তাহার অনেক গুলি পুত্রকন্যা। আমরা অগ্নি সেবন করিতেছি, সহসা তাহারা দলে বলে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। নিমেষ মধ্যে কেহ কোলে, কেহ স্কন্ধে, কেহ পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। গৃহস্থ কাষ্ঠ আনিতে গিয়াছিল। সে গৃহে আসিয়া বালকদিগকে তিরস্কার আরম্ভ করিল। বালকদিগকে স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ ত্যাগ করিতে দেখিয়া যোগজীবন চারি পাঁচটি লইয়া কোলে বসাইলেন এবং তাহাদের সহিত বাল্যখেলায় মন নিবেশ করিলেন। আমি ও রামটহল প্রত্যেকে দুই একটি লইয়া অগ্নি-সেবনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আহারাদির পর কৃষক রাশীকৃত শুষ্ক তৃণ আনিয়া তাহার উপর কম্বল বিছাইয়া শয্যা প্রস্তুত করিল। প্রগাঢ় নিদ্রায় রাত্রি অতিপাতিত করিয়া প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম। বিদায়ের পূর্ব্বে গৃহস্বামীকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে চাহিলাম, সে কিছুতেই লইতে সম্মত হইল না।

আজি আমি ঘোটক পৃষ্ঠে সকলের অগ্রসর হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই রামটহল আমার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। দুই চারি কথার পর বলিল, "গুরুজি, রাজা আমার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; বুঝি মহাপ্রস্থান আমার ভাগ্যে ঘটিল না। এখন আপনারও সঙ্গ ছাড়িতে হইবে কিনা বলিতে পারি না।"

আমি। কেন?—রাজা কিছু বলিয়াছেন?

রাম। কিছু বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতেছি।

আমি। কিরূপ অসন্তোষের চিহ্ন?

রাম। আপনাকে বলিয়া মনঃপীড়া দিতে আমার ইচ্ছা নাই।

আমি। বল—আমার শুভাশুভ নিজের আয়ত্ত।

রাম। কাল যোগজীবনের সহিত রাজার কথা হইতেছিল;—রাজা বলিলেন,—"রামটহল ও হরিচরণকে সঙ্গে আনিয়া ভাল করি নাই। ইহারা স্বর্গ বাসের যোগ্য নহে। উহারা যদি এতই অর্থের দাস, তবে উহারা কাশীতে ফিরিয়া যাউক"।

আমি। তুমি কিরূপে শুনিলে?

রাম। প্রত্যূষে আপনারা সকলে প্রগাঢ় নিদ্রিত ছিলেন। আমারও অল্প নিদ্রা আছে, এমন সময়ে রাজার কথায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। চাহিয়া দেখি, রাজা ও যোগজীবন গৃহকোণে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। রাজার বিশ্বাস—আপনি তাহার টাকাগুলি লইয়া এটোয়া হইতে পলাইতে ছিলেন।

আমি। আজি কিরূপে কথার সূত্রপাত হ'ল?

রাম। আদি অবধি সব শুনি নাই; তন্দ্রাবস্থায় কি শুনিয়াছিলাম—স্মরণ হইতেছে না। সম্পূর্ণ জাগ্রদবস্থায় শুনিলাম—যোগজীবন বলিল, 'আমি কৃত্রিম স্নেহ দেখাইয়া হরিচরণকে ভুলাইয়া এনেছি। আপনি যে আমাকে তাহার অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। আর আপনি যে গাজিয়াবাদে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহারও কারণ

সে বুঝে নাই।' রাজা বলিলেন,—'গাজিয়াবাদে ভাঙ্গিয়া বলিলেই ভাল হইত। তাহা হইলে অন্ততঃ একের হস্তে নিস্তার পাইতাম।'

আমি। তার পর।

রাম। যোগজীবন বলিল, দুইজনকে এখন স্পষ্ট বলিয়া বিদায় করিলেই ত হয়।

আমি বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত বলিলাম, দেখ রামটহল, তোমার কথায় আমার শ্রদ্ধা নাই। ওরূপ কথা আর আমাকে বলিও না। তুমি যোগজীবনের উপর আমার শ্রদ্ধার অপনয় করিতে পারিবে না।

রামটহল আরক্তনয়নে বলিল "প্রকৃতই কি আমার উপর আপনার ঘৃণা আছে? যোগজীবন আমাকে সহস্রবার বলেছিল—আপনি আমার শত্রু। আমি নিতান্ত মূর্খ, তাই আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম; আমার সংস্কার ছিল, আপনি পণ্ডিত, মনুষ্যের স্বভাব বুঝিতে পারেন।"

রামটহল ও যোগজীবনে সে দিন যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, পথ ভ্রমণের উৎসাহে সে কথা একরূপ ভুলিয়াছিলাম। এখন রামটহলের নিকটেই তাহার অর্থ- সংগ্রহের ইচ্ছা হইল। আমি আত্মসংযম করিয়া বলিলাম,—রামটহল, যে ব্যক্তি রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে, এই সে দিন তোমার চক্ষুর উপর যে ব্যক্তি বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি অকাতরে দান করিয়া আসিল, তাহার মনে সামান্য অর্থ-চিন্তা, আর তন্নিবন্ধন বিরক্তি ও অবিশ্বাস স্থান পাইবে, বাতুল না হইলে, কেহ এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারে না।

রাম। গুরুজি, আপনি আমাকে বিশ্বাস না করুন, আর বাতুল বলুন, তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতি নাই। রাজা আমাকে বিদায় দিলেই বা ক্ষতি কি? তবে অপমান; সে অপমান আপনার ও আমার সমান হইবে। আমি সে অপমান সহ্য করিতে এখন অবধি প্রস্তুত হইতেছি। কিন্তু আপনার স্কন্ধে তাহা নূতন আসিবে। আরও আমি বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র; আমার অপেক্ষা আপনার পক্ষে ঐরূপ অপমান অধিক দুঃসহ হইবে; সেই জন্যই আপনাকে পূর্ব্বে একথা বলা। আপনি বুঝিতেছেন না—রাজার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, যথেষ্ট অর্থ না থাকিলে তাঁহার অভীষ্ট স্বর্গযাত্রা সুসাধ্য হইবে না। যোগজীবনও তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিতেছে,—আমরা পরামর্শ করিয়া তাঁহার

সকল অর্থ লইয়া পলাইবার চেষ্টায় আছি।

আমি। যোগজীবনের এরূপ বলায় লাভ কি ?

রাম। আপনি এত দিনেও যোগজীবনকে চিনিলেন না—ইহাই বিচিত্র। যোগজীবনের উদ্দেশ্য অনেক। আমরা থাকিতে তাহার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না বলিয়াই, আমাদিগকে বিদায় দিবার চেষ্টা। যোগজীবন ছদ্মবেশী। সে কি পদার্থ, তাহা এখনই আপনাকে দেখাইতে পারি। কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দূর করিবার জন্য যোগজীবন কতবার কত কথাই বলিয়াছে। কিছুতেই আমি কর্ণপাত করি নাই। আপনি অনায়াসে তাহার মোহন মন্ত্রে বশ হইলেন !—তবে যোগজীবন চতুর লোক; সে অনায়াসে লোক ভুলাইতে পারে।

আমি। কিরূপে তোমার কথায় বিশ্বাস করিব ?

রাম। আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হয় না? বিশ্বাসে প্রয়োজনও নাই। তবে আমি আপনাকে ভক্তি করিতাম; হিতৈষী বলিয়া মনে করিতাম। আজি অবধি সে ভাব গেল। যখন পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, তখনই সংসারে অসহায় হইয়াছি। আমার পক্ষে ইহা নূতন নয়। যে ব্যক্তি বজ্রবেদনা সহিয়াছে, বাণপ্রহার তাহার পক্ষে কিছুমাত্র ক্লেশকর নয়। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজি অবধি আপনাকে আর কোন কথা বলিব না।

রামটহলের নিকট রহস্যভেদের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আমি আর কথা কহিলাম না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম বিঘ্ন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা বনমধ্যস্থ তপস্বীদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। সেখানে নিশাযাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম।

দেবদারু এবং আম্র ও অন্যান্য সুরস ফল-বৃক্ষের মধ্য দিয়া আমাদের পথ। মধ্যে মধ্যে রৌপ্যদ্রবময়ী ক্ষুদ্র নদী সুবর্ণময় বালুকার উপর দিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী অভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় প্রচণ্ড শীত বায়ুর

গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ সময়েও এখানে বসন্ত বিরাজমান। ফলভরনত বৃক্ষশাখায় পাতার ভিতর লুকাইয়া কোকিল নানা স্বরে শব্দ করিতেছে। কখন এক একটি বিভিন্ন উচ্চ-আলাপ; কখন ধারাবাহী কোমল শব্দস্রোতঃ; কখন, মনের উন্মাদক গভীর উচ্চরবের প্রবাহ; যেন এক এক পক্ষীর কণ্ঠের ভিতর অনেক গুলি কোকিল প্রবিষ্ট হইয়া পরে পরে, একে একে, ডাকিতেছে। আমরা স্বচক্ষে ভারতবর্ষীয় কবিদিগের স্বর্গকল্পনার আদর্শ প্রত্যক্ষ করিলাম।

পর দিবস আমাদের পথ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর হইয়া আসিল। পথের মধ্যে স্থানে স্থানে নবোদয় শিলাসকল মাটির উপর প্রস্তরময় তালির ন্যায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে নিকটেই, পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দূরে, নিবিড় জঙ্গল. আর মধ্যে মধ্যে হরিদ্রাবর্ণ শস্য ক্ষেত্র। বঙ্গদেশের ন্যায় এখানে প্রকৃতির সদানন্দময়ী মূর্ত্তি নয়; কোমল প্রবৃত্তি সমূহের উদ্দীপন, নয়নরঞ্জন মূর্ত্তি নয়। তরুণের নববিভাসমান, যুবার পূর্ণ, চঞ্চল, তেজস্বিনী প্রবৃত্তি সমূহের পোষণ সামগ্রী এখানে অধিক নাই। এ স্থান প্রবীণের শান্তি ও ভক্তির উদ্দীপন, কবির কল্পনা, তত্ত্বদর্শীর চিন্তা, ধার্ম্মিকের আধ্যাত্মিক ভাবনার উপযোগী দ্রব্যে পরিপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের উজ্জ্বল রত্ন মহর্ষিগণ ইহা দেখিয়া ছিলেন; তাহাতেই উন্মত্তচিত্তে সর্ব্বত্যাগী হইয়া, গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরী ও কৃষ্ণার তীর-বর্ত্তী স্বর্ণক্ষেত্রসমূহের মায়া ছাড়িয়া এই হিমমণ্ডিত শিখরীর আশ্রয় লইয়া জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। অমরতার্থী নরপতিদিগের ন্যায় হিমালয় সাদরে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া ত্রিভুবনে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

যোগজীবন আজি সকলের পশ্চাতে পড়িলেন। কয়েক দিন ক্রমাগত চলিতেছেন। আবার এরূপ পথে চলা তাঁহার নিতান্ত অনভ্যাস। তাহার পর গত রাত্রিতে তুষারপাত হইয়াছিল। যোগজীবন প্রাতঃকালে তাহার উপর চলিয়াছেন। দক্ষ পর্য্যটক মনুষ্যপুত্তলী ধ্বজাধারী সমপাদবিক্ষেপে চলিতে-ছেন। কোন দিকে দৃষ্টি নাই, পাদবিক্ষেপের লঘুতা ও দীর্ঘতা নাই, পর্য্যটনে ক্লান্তি বোধ নাই; সুতরাং যোগজীবন তাঁহার অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছেন। আমাদিগকে পথেব মধ্যে অনেক বার অপেক্ষা করিতে হইল। অপরাহ্লে আমি পথের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে রাত্রি যাপনের প্রস্তাব করিলাম। ধ্বজাধারী বলিলেন,—"প্রাতঃকালে নন্দিয়া গ্রামে বিশ্রামের কথা হয়।"

আমি বলিলাম—আজি আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়াছি; বিশেষতঃ যোগজীবন বোধ হয় আজি আর চলিতে পারিবেন না।

ধ্বজা। সংকল্প-ব্যাঘাত।

আমি। তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি? এ গ্রামে থাকিবার যোগ্য স্থান পাওয়া যাইবে না?

ধ্বজাধারী মস্তক এক পার্শ্বে একটু হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

আমি। তবে আজি এই গ্রামেই থাকা যাউক।

ধ্বজাধারী ধীরে ধীরে উভয় পার্শ্বে একটু মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, "তাহা হইবে না।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, স্বর্গযাত্রার পথে বিলম্ব অনাবশ্যক। বরং আরও মন্দগতিতে যোগজীবনকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যাউক।

ধ্বজাধারীর গতিনিবৃত্তি নাই। তিনি সমবেগে চলিতেছিলেন। আমরা মৃদুপদে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম।

সন্ধ্যার পর ধ্বজাধারী নন্দিয়াগ্রামের প্রান্তস্থিত, গৌরীনদীর তীরবর্ত্তী, অরণ্যে তাপসদিগের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি আশ্রমে বিলক্ষণ পরিচিত। প্রতিবৎসর যমুনোত্রি যাইবার সময় এখানে দুই এক দিন অবস্থান করেন। আশ্রমবাসী তপস্বিগণ সোল্লাসে আমাদিগের আতিথ্য করিলেন। পরদিন উঠিতে বেলা হইল। বাহিরে আসিয়া রাজা ও রামটহলকে বৃক্ষমূলে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত দেখিলাম।

আমি নিকটে গেলে রাজা বিষণ্ন হইয়া বলিলেন,—স্বর্গযাত্রার প্রথমেই এই ব্যাঘাত; শেষে কি হয়, বলা যায় না।

আমি ব্যাঘাতের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। রাজা বলিলেন, যোগজীবন পরিশ্রম-জনিত বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে; চলিবার সামর্থ্য নাই। এখন অবধিই পথে এইরূপ বিলম্ব হইতে লাগিল।

রামটহল বলিল—যোগজীবনের পাপ সকলের অপেক্ষা অধিক; সেই জন্য স্বর্গ-গমন-পথে সর্ব্বপ্রথম তাহার পতন হইল। তবে বলিতে পারি না, এই প্রমাণসত্বেও আপনি আমার কথায় কাজ করিবেন কি না। রাজা যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত স্বর্গযাত্রা করেন; তাঁহারা সকলেই একে একে

ভূতলশায়ী হন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখ না চাহিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই শেষে সশরীরে স্বর্গারোহণে কৃতকার্য্য হন। যোগজীবনের ভাগ্যে স্বর্গ নাই। দেবতারা সকলে মহারাজের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিতেছেন; তাঁহারা মনুষ্যের পাপ পুণ্য সমস্তই দেখিতে পান।

রাজা। যোগজীবনের শরীরে অধিক পাপ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

রাম। আমাকে ও গুরুজিকে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী বলিয়া আপনার বিশ্বাস আছে; সুতরাং এই পরিচয়েও আপনার মনের যে পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যাহাই হউক, আমরা আপনার অন্নে পালিত; ভৃত্যের কার্য্য আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার পরামর্শ এই, যোগজীবনকে কিছু অর্থ দিয়া এবং তাহাকে কাশীতে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া আপনার স্বর্গের পথে অগ্রসর হওয়াই উচিত; পথে এরূপে বিলম্ব করা শুভকর নহে। এ বিষয়ে গুরুজির মত কি?

আমি রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"আপনি বোধহয় যোগজীবনকে ত্যাগ করিবেন না; যদিই তাহাতে কৃতসংকল্প হন, আমাকেও ত্যাগ করিবেন। আপনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গে যাত্রা করুন।" রাজা বলিলেন,—"হরিচরণ, তুমিত জান, যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের জন্য নরক ভোগেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ভীমাদি ভ্রাতৃগণ যুধিষ্ঠিরের যাদৃশ প্রিয় ছিলেন, তাহা অপেক্ষাও তোমরা আমার প্রিয়। তোমাদিগকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গেও সুখী হইতে পারিব না।"

যোগজীবন যথার্থই নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। আমি তাহার আবশ্যক শুশ্রূষা করিতে চাহিলাম। যোগজীবন বলিলেন,—"শুশ্রূষার প্রয়োজন নাই। একটু বিশ্রাম পাইলেই আমি সুস্থ হইব।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পদতলে।

অপরাহ্নে রামটহল বলিল, "গুরুজি, যোগজীবনের মন্ত্রণার কিছু আভাস পেলেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—কি মন্ত্রণা?

রাম। রাজা যে আমাদিগকে নিতান্ত অধার্ম্মিক ও স্বার্থপর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কথার প্রণালীতে তাহ বুঝিলেন না? তাঁহার শেষ কথাগুলি যে স্তোভ বাক্য, তাহাও আপনার মনে হল না?

আমি। না।

রাম। তবে নিতান্তই আমার অদৃষ্টের দোষ।

রামটহল ক্ষুব্ধ হইয়া চলিয়া গেল। আমি রামটহলের এরূপ চাতুরীর কোন অভিপ্রায় আছে কিনা ভাবিতে লাগিলাম, কিছুই উপলব্ধি হইল না।

ইহার পর আর তিন দিন যোগজীবন অসুস্থ ছিলেন। চতুর্থ দিবস সায়ংকালে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, গুরুজি, তোমার নিকট রাজার যে নোট ও মোহর আছে, আমাকে দাও।

আমি একটু বিরক্ত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। যোগজীবন বলিলেন—রাজার নিকটে যে টাকা ছিল, তাহাও আমাকে দিয়াছেন। টাকা একের হস্তেই থাকা ভাল। রাজারও এখন সেইরূপ অভিপ্রায়।

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া নোট ও মোহর গুলি বাহির করিয়া দিলাম। এক সন্ন্যাসী অগ্নি সেবনার্থ আমাকে ডাকিতে ছিলেন, ত্বরিতপদে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলাম।

রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। নানা চিন্তায় মন নিপীড়িত হইতে লাগিল। যোগজীবনের কার্য্য কলাপ যেন প্রহেলিকাময় মনে হইল। বিশ্বাস, অবিশ্বাস, স্নেহ, বিরক্তি, ভক্তি, ঘৃণা, ক্রমে ক্রমে যুগপৎ কত চিত্র আনিয়া দেখাইল। শেষে সন্দেহ, তাহার পর ক্রোধ, অপমান-বুদ্ধি। তখন আর শয্যায় বিনিদ্র অবস্থায় শয়ান থাকা বড় ক্লেশকর বোধ হইল। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় শয্যাগৃহ ত্যাগ করিয়া, শীতবাত তুচ্ছ করিয়া বাহিরে বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণের পর হৃদয়াবেগ কিঞ্চিৎ কমিল। পুনর্ব্বার শয়ন করিতে যাইতেছি, যোগজীবনের গৃহে রামটহলের কথার শব্দ পাইয়া দাঁড়াইলাম। রামটহল বলিল,—"তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনিয়াছি; তোমার কথায় প্রত্যয় হয় না।"

যোগজীবন বলিলেন, এই দেখ—রাজা ও হরিচরণের নিকট কৌশলে সকল টাকা বাহির করিয়া লইয়াছি। কিন্তু যতদিন ইঁহাদের হস্তে আমাকে

নিরাপদ করিতে না পারিবে, ততদিন তোমার কামনা সিদ্ধ হইবে না। ইহা আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

রাম। চল, এই রাত্রিতে, এখনই পলায়ন করি।

যোগ। ক্ষতি কি।

রামটহল উঠিল; দ্বারের নিকট আসিতেছে, যোগজীবন ডাকিয়া বলিলেন, দেখ, আমি বলি, এখান হইতে পলাইয়া কাজ নাই। তাহা হইলে ধরা পড়িব। বরং আরও দুই চারি দিন ইহাদের সঙ্গে যাই; রাজারও বিশ্বাস হউক। তাহার পর একদিন পথ হইতে পলাইব। ইহারা মনে করিবে—আমরা পশ্চাতে পড়িয়াছি; তাহার পর রাত্রিতে যখন জানিতে পারিবে, তখন আর আমাদের অনুসরণ চলিবে না। প্রাতঃকালের পূর্ব্বে আমরা অনেক দূর যাইব।

রামটহল বলিল, সে পরামর্শ মন্দ নয়। আরও কিয়দ্দূর গেলে লোকজন ও থানাদারের হাতও অতিক্রম করিতে পারিব।

আমি আর দাঁড়াইলাম না। এতদিনের পর বুঝিলাম, রামটহলের ন্যায় যোগজীবনেরও অনন্ত লীলা।

প্রাতঃকালে যোগজীবনের "গুরুজী" শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি কর্কশ-স্বরে বলিলাম,—"কি?"

"তোমার সহিত একটা কথা আছে।"

আমি উত্তর করিলাম না। শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। যোগজীবন আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। আমি পাদচারে আশ্রমসীমা ত্যাগ করিলাম; সেখানে ফিরিয়া দেখি—পশ্চাতে যোগজীবন; দ্রুতপদে অনতিদূরবর্ত্তী শৈলের নিকট গেলাম, বহুদূর ঊর্দ্ধধাবনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আবার পশ্চাতে দেখি, যোগজীবন; একটু দূরে জঙ্গল ছিল; ভিতরে প্রবিষ্ট হইলাম, বৃক্ষাবলির ভিতর দিয়া, লতাবিতান ভেদ করিয়া বেগে ধাবিত হইলাম—তথাপি পশ্চাতে যোগজীবন। বলিলাম, "কি চাও? হিংস্রশ্বাপদ অপেক্ষা তোমাকে আমি অধিক ভয় করি।"

যোগ। আমি কি অপরাধ করিলাম।

আমি। অপরাধ কিছুই নয়; আমাকে একটি ভিক্ষা দাও—আমার সম্মুখ

হইতে চলিয়া যাও।

যোগ। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাতে অন্তরায় হইতে চাহি না। কেবল জানিতে চাই, আজ তোমার এভাব কেন?

আমি। বিলক্ষণ জানিয়াছি, তুমি কি উপাদানে নির্ম্মিত।

যোগ। তাহা যদি জানিতে তাহা হইলে আজি এরূপে বনে বনে ভিখারীর ন্যায় বেড়াইতে না।

আমি। আমি জানিয়াছি, বিচিত্র সুন্দরমূর্ত্তি সর্প সংহারক বিষে পূর্ণ।

যোগ। কোথায় কিরূপে জানিলে?

আমি। কালি রাত্রিতে,—তোমার গৃহদ্বারে।

যোগ। আমার কৌশলে তোমার ও রাজার জীবন রক্ষা হইয়াছে।

আমি। তোমার প্রদত্ত জীবন কুক্কুরের জীবন অপেক্ষাও অপবিত্র। তোমার অনুগ্রহে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণ সহস্রগুণে ভাল। দুই যাতুকে মিলিয়া দেবপ্রকৃতি রাজার অনিষ্টসাধনে সংকল্প করিয়াছ। মোহন মন্ত্রে ভুলাইয়া, মায়া বিস্তার করিয়া রাক্ষস-লীলা দেখাইতেছ। তোমার মুখ দেখিলে পাপ হয়।

জঙ্গলের বাহির হইবার জন্য দ্রুতবেগে চলিলাম। অমনি যোগজীবন আমার বস্ত্রাঞ্চল ধরিল; বলিল,—"আগে আমার কথা শুন, তাহার পর—"

আমি ক্রোধভরে বলিলাম,—"পাষণ্ড নরশার্দ্দূল, পরামর্শ করিয়া বনমধ্যে আমার জীবনগ্রহণের সংকল্প করিয়াছ;—দুষ্কর্ম্মসহায়দিগের অপেক্ষায় আমার পথরোধ করিয়াছ।"

যোগজীবন আমার পদতলে পড়িয়া বলিল—যত ইচ্ছা তিরস্কার কর, ও কথা বলিও না;—তুমি জান না, আমার জীবন অপেক্ষা তোমার জীবন আমার কত প্রিয়।

আমি সবলে পা ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শে।

আমাদের আশ্রমবাসের দ্বিতীয় দিবসে শম্ভুজি নামে এক মহান্ত হরিদ্বার হইতে এখানে আসিয়াছিল। তাহার সহিত রামটহলের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দেখিলাম। উভয়ে সর্ব্বদাই গোপনে পরামর্শ করিত। আজি পর্ব্বতের উপর হইতে নামিতেছি, দেখি—রামটহল ও শম্ভুজি অন্য পার্শ্ব দিয়া পর্ব্বতে উঠিতেছে। দেখিয়াই মনে হইল—ইহাদের অপেক্ষায় যোগজীবন আমার পথরোধের প্রয়াস পাইয়াছিল।

পশ্চাতে চাহিয়া যোগজীবনকে দেখিতে পাইলাম না। অলক্ষ্যভাবে রাম-টহল ও শম্ভুজির গন্তব্য পথের পার্শ্বে গিয়া বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইলাম; তাহার পর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া নিবিড় লতাবিতান মধ্যে যেখানে তাহারা বসিল, তাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম। রামটহল বলিল,— "সুতরাং তোমাকে আর একাজ করিতে হইল না। দেখ, তোমার একরূপ উপকার করিলাম—"

শম্ভু। কি উপকার করিলে?

রাম। নরহত্যা পাপে লিপ্ত হতে হল না।

শম্ভু। আমি তাতে ভয় করি না। আমি টাকা চাই। সাহারাণপুর থেকে তুমি আমাকে সংবাদ দেও। সেই অবধি সকল কাজ ছাড়িয়া এই পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমিতেছি। তোমরা আর দুদিন অপেক্ষা করে এলে ত আমার এত কষ্ট হত না। অনায়াসে তোমাদের সঙ্গে আসিতে পারিতাম; এত দিনে কবে কার্য্যসিদ্ধি হয়ে যেত।

রাম। কি করিব ভাই, রাজা যে কোন মতেই শুনিল না। আর ঐ হরি-চরণ ক্ষুদ্র শত্রু আছে।

শম্ভু। তুমি যাই বল, হরিচরণ যে তোমার কি অনিষ্ট করেছে তাহা আজিও বুঝিলাম না।

রাম। তা বুঝ্‌বে কেন? আমারও ভয় হয়েছিল, হরিচরণের উপর তোমার হাত উঠবে না, সেই জন্যই ত রফা করে ফেলিলাম।

শম্ভু। হরিচরণ ত আর আমার আত্মীয় কুটুম্ব নয়;—আমার হাত সকলের উপরেই উঠে। তবে ও লোকটা ভাল মানুষ বলেই ও কথা বলিতে ছিলাম।

রাম। ভাল মানুষ! ঐ ত এই সর্ব্বনাশ বাধিয়েছে। যখন কাশীতে ছিলাম, তখন জানিতাম, রাজার সকল সম্পত্তি আমারই। মধ্যে ঐ ভণ্ড কোথা থেকে এই স্বর্গ যাত্রার কথা তুলে আমাকে একরূপ সকল আশায় বঞ্চিত করে ছিল। শেষে অনুপায় দেখেই ত তোমাকে স্মরণ করে ছিলাম।

শম্ভু। তুমি কাশীতে থাকিলে রাজা কি তোমায় কিছু দিত না?

রাম। কিছুতে ত আমার মন উঠে না। যাহাই হউক উপরি অঙ্কে আমার যে লাভটা হয়ে গেল, কাশীতে থাকিলে তা হত না।

শম্ভু। কি উপরি লাভ?

রাম। স্ত্রীরত্নং মহাধনম্।

শম্ভু। কোথায় মিলিল?

রাম। এই হিমালয়ের উপর; বনের মধ্যে।

শম্ভু। কোথায় রাখিলে?

রাম। মুষ্টির ভিতর। ভাইরে, কেবল টাকার জন্য এত দূর আসা রামটহল শর্ম্মার আবশ্যক হয় না। কেবল সেই লোভেই এই পরিশ্রম। সেই জন্য এই পথের মধ্যে কত খেলাই খেলিয়াছি, কিছুই সফল হয় নাই; শেষে পাখী আপনা হতে ধরা দিল।

শম্ভু। কি রকম খেলা খেলে ছিলে?

রাম। পাখীটি আর একজনের পোষ মানা। একবার পাখীকে তাহার পোষকের হাত থেকে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলাম; চেষ্টা বিফল হইল।—

শম্ভু। আমি ভাই তোমার ও সব সঙ্কেত কথা বুঝি না; স্পষ্ট কথা বল।

রাম। স্পষ্ট বলিব না। আমি কেবল আপনার বুদ্ধিবল ও পরিশ্রমের পরিচয় দিলাম।

শম্ভু। ও পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নাই; আমার টাকা দাও।

রাম। কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া গেলেই দিব। তুমি তাহাতে নিশ্চিন্ত থাক।

রামটহল উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি মৃদুপদে অন্য পথ দিয়া আশ্রমে আসিলাম। রাজাকে এ সকল কথা বলা আপাততঃ আবশ্যক মনে হইল না।

পর দিবস প্রত্যূষে আমরা পুনর্ব্বার যাত্রা করিলাম। ধ্বজাধারী বলিলেন, "হরিচরণ, কিয়ৎক্ষণ পাদচারে আমার সঙ্গে এস।"

আমি অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাঁহার অনুগামী হইলাম।—অনেকদূর আসিয়া বলিলেন—"যোগজীবনের অপরাধ নাই।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"কি অপরাধ?"

ধ্বজা। আমি সব শুনিয়াছি।

আমি। আপনি কিরূপে জানিলেন—অপরাধ নাই।

ধ্বজা। বলিতে বাধা আছে।

আমি। আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব।

ধ্বজা। আমার কথা।

আমি। আপনার ভ্রম হইবারই সম্ভাবনা অধিক।

ধ্বজা। না; বিশ্বাস কর।

আমি। আপনি বুঝি রামটহলের কুহকে ভুলিয়াছেন।

ধ্বজা। রামটহল তোমার শত্রু।

আমি। আর যোগজীবন?

ধ্বজা। পরম মিত্র।

আমি। কিরূপে বুঝিব।

ধ্বজা। কথায় বিশ্বাস কর; নতুবা পাতকী হইবে, দুঃখ পাইবে।

আমি উত্তর করিলাম না। নূতন চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পথে চলিলাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে যোগজীবনের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলাম—"যোগজীবন, তোমার প্রতি আমার আচরণ কি অন্যায় হইয়াছে?"

যোগ। আমি কি বলিব; তোমার ন্যায়ান্যায় মনুষ্য-সমাজ-প্রচলিত ন্যায়ান্যায় হইতে পৃথক্।

আমি। কিসে?

যোগ। অদ্যাবধি যে সকল কাজ করিয়াছ, মনুষ্য সমাজের ধর্ম্মবিধি অনুসারে বিচার কর, বুঝিবে।

আমি। সে রাত্রির কথাগুলির মর্ম্ম বুঝাইয়া দাও, আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

যোগ। সে প্রত্যাশা রাখি না। আর কথাগুলির মর্ম্ম বুঝাইবার উপযুক্ত সময় এখন নয়। তদ্ভিন্ন সকল কথা না বলিলে যদি আমাকে ক্ষমা করিতে না পার, ক্ষমা করিয়াও কাজ নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ফলাহারে।

সে দিবস আমরা পথিমধ্যে পর্ব্বত গহ্বরে রাত্রিযাপন করিলাম। ধ্বজা-ধারী নিশাচর শ্বাপদদিগের আক্রমণ নিবারণমানসে গুহার সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। আমরা স্থির করিলাম, সকলেই বসিয়া রাত্রি কাটাইব। কিন্তু একটু অধিক রাত্রি হইলে আমিই সর্ব্বাগ্রে শয়ন করিলাম। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি, সকলেই ঘুমাইতেছে, কেবল ধ্বজাধারী একাকী বিনিদ্র বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, রাত্রিতে অনেকবার সিংহ ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনা গিয়াছিল।

প্রভাত হইবামাত্র আমরা এই ভয়ানক স্থান ত্যাগ করিলাম। আমাদের বাহন অশ্বেরা পর্ব্বতারোহণের কৌশল ও চতুরতায় সকলকে চমৎকৃত করিল। আমরা পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতেছি; স্থানে স্থানে পথ এক হাত অপেক্ষাও অল্পপরিসর। তাহার দুই পার্শ্বে ভয়ানক গভীর গহ্বর—তখনও অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। স্থানে স্থানে পর্ব্বত-শিখরে প্রতিফলিত আলোকে গহ্বরের ভিতর দেখা গেল। আমার হৃৎকম্প হইল;—এই ক্ষুদ্র পথের প্রান্তে, ঠিক নীচে, প্রায় একশত হাত গভীর গহ্বর। আমি ঘূর্ণিত-মস্তকে দুই তিন বার পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম।

অশ্বেরা এই সংকীর্ণ বন্ধুর পথ দিয়া অনায়াসে চলিতে লাগিল। একবারও তাহাদের পদস্খলন হইল না। পদব্রজে যাইতে হইলে আমি তখনি গহ্বরের ভিতর পড়িয়া শরীর চূর্ণ করিতাম, পর্ব্বতের ধূলার সহিত মিশাইয়া যাইতাম।

ধ্বজাধারী যোগজীবনের অবলম্বন-যষ্টি-স্বরূপ হইয়া এই পথ দিয়া অনায়াসে যাইতেছেন। তখন রৌদ্রে পার্ব্বতীয় তুষার গলিতে ছিল; তাহার

উপর দিয়া চলিতেছেন। কিন্তু অন্যদিনের ন্যায় আজি আর তাঁহার সমপাদ-ক্ষেপ নাই। প্রতি পদে যোগজীবন তাঁহার গতিরোধ করিতেছে। তাঁহারা উভয়ে আজি সকলের পশ্চাতে অনেক দূরে পড়িয়াছেন।

অনেকক্ষণের পর দাঁড়াইবার একটু স্থান পাইয়া আমরা পশ্চাতে চাহিলাম। ধ্বজাধারী ও যোগজীবন অদৃশ্য। পরক্ষণেই দেখি, তাঁহারা আমাদের ঠিক নীচে আসিতেছেন। আমরা তাঁহাদের প্রায় বিশ হস্ত উপরে আছি। সেই খানে দাঁড়াইয়া দুই একটি কথা কহিয়া তাঁহারা আবার অদৃশ্য হইলেন।

প্রায় তিন ঘণ্টার পর তাঁহারা আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রাতঃকালের ন্যায় এখন আর শীত নাই। এখানে শীতোষ্ণের এরূপ বিশৃঙ্খলা যে অষ্ট প্রহরের মধ্যে উত্তর দেশের ভয়ানক শীত ও মধ্যদেশের বিষম গ্রীষ্ম—উভয়ই অনুভূত হয়।

রামটহল আমার নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিল,—দেখ গুরুজি, স্বর্গে সকল ঋতু সর্ব্বদা বর্ত্তমান বলিয়া যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া তাহার অর্থবোধ হইল; অর্থাৎ রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে শীত, মধ্য দিবসে বসন্ত, অপরাহ্নে গ্রীষ্ম, সন্ধ্যার সময় হেমন্ত, তাহার পর আবার শীত—এইরূপে সকল ঋতু প্রতিদিন আবির্ভূত হয়। বলুন দেখি—ইহা কি সুখকর? আমার ত ইহাতে ক্লেশ বোধ হয়।

আমি উত্তর করিলাম না। দেবীপ্রসাদ নিকটেই ছিলেন। তিনি বলি-লেন স্বর্গে এখানকার মত নয়। সেখানে সকল ঋতু একবারে, এক সময়ে, একত্র প্রকাশমান। সেখানে বসন্তের পুষ্প, গ্রীষ্মের ফল ও শীতের পানীয় সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে।

রাম। এখানেও তাহার অভাব নাই—দেখিতেছেন; সকল সময়ের ফল ও সকল সময়ের ফুল সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দেবী। থাকাও আবশ্যক। হিমালয় পৃথিবীতে দেবতাদিগের বিহার-ভূমি, বিশেষতঃ স্বর্গের পথ।

নানাবিধ সুস্বাদ ফলে সেইখানে আমাদের দিবা ভোজন সম্পন্ন হইল। ভোজন করিতে করিতে রামটহল মৃদুস্বরে বলিল—এই সকল অমৃত-রস ফল ঈশ্বরের অবিচারে এই নির্জ্জন স্থানে জন্মিয়া নষ্ট হইতেছে। মহান্ত, 'পণ্ডিত

প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ফলাহার-প্রিয়েরা যাহা চক্ষে দেখিতেও পান না, বনের পশু পক্ষীরা তাহা মনের সাধে অজস্র ভোজন করিতেছে; ইহা বড় পরিতাপের বিষয়।

যোগজীবন হাসিয়া বলিল—ঈশ্বরের অবিচার নয়। ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধির অগৌরব করিয়া পুরী মিঠাই ভোজনেও ফলাহার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বশিল্পীর স্বহস্তনির্ম্মিত ফল সকলের অপমান করা হইয়াছে; ইহাও মার্জ্জনীয়; বাঙ্গালি ও উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা মুড়ি ও চিড়াতেও ঐ মনোমোহন শব্দ আরোপ করিয়া তাহার পবিত্রতা একবারে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই পাপে বিশ্বমাতার শাপে তাঁহারা এই সকল ফল ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন।

রাজার ন্যায় ধ্বজাধারীও দিবা ভোজন করিতেন না। তিনি নীরবে বসিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিলেন। আমাদের ভোজনাবশেষে বলিলেন,—"যোগজীবন, আজি অধিক দূর যাইতে পারিবে?"

যোগ। নিকটে কি থাকিবার উপযুক্ত স্থান আছে?

ধ্বজা। অনতিদূরে দেবগঞ্জে মহাদেব স্বামীর আশ্রম।

দেবীপ্রসাদ সে দিন আশ্রমবাসে সম্মতি দিলেন। আমরা সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে ক্ষীণ-বাহিনী যমুনাতীরে মহাদেব স্বামীর আশ্রমপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। প্রস্তর বেদিকার উপর বিপুল বৃক্ষ সকল মস্তকে পুষ্পভার লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুস্নিগ্ধ সমীরণ, সৌরভ মাখিয়া, পুষ্পরেণু বহিয়া মন্দগমনে আসিয়া আমাদের আতিথ্য সৎকার করিল। আমরা অগ্রসর হইলাম। আবার বায়ু মনোরম ঘৃতগন্ধী হোমধূম আনিয়া উপহার দিল; যেন একটু পবিত্রতা অনুভব করিলাম। যমুনা কূলে পাষাণ বেদিকায় বসিয়া, শুভ্র জটাভার মস্তকে লইয়া এক সন্ন্যাসী বেদপাঠ করিতে ছিলেন;—সেই মধুর গম্ভীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল,—মন উদাসভাবে এ জগৎ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বজগতে চলিল;—ইন্দ্রের বৃত্র-সমর, ভাস্করের দেহসংস্কার;—যোগীশ্বরের আশ্রম, শঙ্করের তপশ্চর্য্যা, পার্ব্বতীর সাহচর্য্য;—সেই শৈলশিখরে অসুরদলনী জগন্মাতার ভুবন-মোহন বেশে আবির্ভাব—সেই উপত্যকায় কিরাতরূপে ত্রিলোচনের পাণ্ডবছলনা—কল্পনায় কতই দেখিলাম।—চতুর্দ্দিক যেন অলৌকিক আলোকে উদ্ভাসিত

দেখিলাম; মুগ্ধচিত্তে কলবাহিনী কালিন্দী কূলে পাষাণখণ্ডে বসিলাম। আমার সঙ্গিগণ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিলাম না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। মস্তকের উপর অর্দ্ধপূর্ণ চন্দ্র এক একটি করিয়া কিরণ বাহির করিল। বায়ু আরও শীতল হইয়া মুখে লাগিল; তখন মনোবেগ কমিয়াছে, চতুর্দ্দিকে চাহিলাম; বৃক্ষতলে আলোকে অন্ধকারে মিশিতেছে, দেখিলাম; একটু দূরে আশ্রমবাসীদের স্তোত্রগান শব্দ শুনিলাম—সঙ্গিগণের নিকট যাইবার জন্য উঠিতেছি, যোগজীবন আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিল; বলিল,—"গুরুজি, এতক্ষণ কাহার ধ্যান করিতেছিলে?"

আমি। যাহার ধ্যান সকলে করে।

যোগ। মনুষ্যের না ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন ছিলে?

আমি। মনুষ্যের আবার ধ্যান কে করে?

যোগজীবন হাসিয়া বলিল,—দুই চারি জন ছাড়া সকলেই বোধ হয় মনুষ্যের ধ্যানে মগ্ন।

আমি। তবে তুমিও মনুষ্যের ধ্যান কর?

যোগ। করি।

আমি। তুমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া মনুষ্যের ধ্যান কর কেন?

যোগ। ঈশ্বরের ধ্যান শিখিব বলিয়া।

আমি। ব্যক্তি বিশেষের, না নরসমষ্টির ধ্যান কর?

যোগ। প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের ধ্যান, তার পর ক্রমে নরসমষ্টির ধ্যান শিখিতে হয়।

আমি। তুমি কাহার ধ্যান কর?

যোগজীবন বলিল,—"গুরুজি, আমি যাহা বলিলাম তাহা কি সত্য, ধ্যান এইরূপেই কি শিখিতে হয়?

আমি একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম—লেখা পড়াই শিখিয়াছি, ধ্যান ধারণাত আজিও শিখি নাই। শিখিতে ইচ্ছা হইতেছে; তুমি যদি শিখাইতে পার তা হলে তুমিই আমার গুরু হবে।

যোগজীবন সম্মুখে নদীর জলে চাহিয়া বলিল—"গুরুজি, চাঁদের রঙ্গ দেখ—দেখ, ঐ একটা তারা ধরিতে কত শত চাঁদ ছুটিতেছে—"

জলের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম, চঞ্চল জলে চাঁদ ভাসিয়া যাইতেছে; গাছগুলি শাখা দোলাইয়া, হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছে; চাঁদ ভাসিয়া গেল; শাখাগুলি ফিরিল। আবার নূতন চাঁদ ভাসিয়া যায়, আবার ধরিতে চলিল, আবার ফিরিল;—এইরূপে কত শত চাঁদ ভাসিয়া গেল।— অনেকক্ষণ বসিয়া দেখিলাম, যোগজীবন উঠিল, আমিও উঠিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। যাইতে যাইতে বলিলাম,—"যোগজীবন, আমি না বুঝিয়া তোমার প্রতি কৃতঘ্নের মত ব্যবহার করেছি,—ক্ষমা করিবে?"

যোগ। আমি তোমাকে অনেক দিন অবধি জানি।

আমি। আমি অপরাধী, কিন্তু আর কখন তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছি বলে ত মনে হয় না।

যোগ। এ বিষয়ে তোমার দোষ নাই। ওরূপ অবস্থায়, ওরূপ কথায় সকলেরই মন বিকৃত হয়। যাহাই হউক, এখন আমার এক অনুরোধ,— রামটহলের উপর জাতক্রোধ থাকিও না। ক্ষমা ঐশ্বরিক; বরং তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা কর।

যোগজীবন ক্ষমার প্রশংসা আরম্ভ করিল। আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিলাম;— শেষে ক্রোধ বিসর্জ্জন দিব বলিয়া স্বীকার করিলাম।

তখন রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড অতীত হইয়াছে। আশ্রমে স্থানে স্থানে বৃক্ষবেদিকায় সন্ন্যাসীরা বসিয়া আছেন; কেহ অগ্নি সেবন, কেহ মন্ত্র পাঠ, কেহ ধূমপানে নিযুক্ত। দুই চারি জন ভোজনের উদ্যোগে ইতস্ততঃ বসিয়া আছেন। কুটীর মধ্যে ক্ষীণ দীপালোকে রাজা দেবীপ্রসাদ একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখে একটু অপ্রসন্নতা লক্ষিত হইল। আমাকে দেখিয়া কথা কহিলেন না;—আমি ধ্বজাধারীর অনুসন্ধানে চলিয়া গেলাম।

আহারাদির পর আমাদের শয়ন গৃহের ভিতর অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। আমরা তাহার চারি পার্শ্বে সুখাসীন হইলাম। দেবীপ্রসাদ বলিলেন,— "রামটহল, এই মাত্র যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমি বড় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। তুমি অতি পাষণ্ড, অতি নীচপ্রকৃতি। তুমি আমার অন্নে পালিত হয়ে সামান্য টাকার লোভে আমারই প্রাণসংহারে সংকল্প করেছিলে; কেবল যোগজীবনের বুদ্ধিবলে নিস্তার পাইয়াছি। আমি স্বর্গ-যাত্রায় বাহির হয়েছি, এ সময়ে

তোমাকে দণ্ডিত করে আত্মাকে কলুষিত করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তুমি টাকার দাস। টাকা দিতেছি, লইয়া পলায়ন কর; কাশীতে গিয়া বাস কর। আর তোমার মুখ দর্শন করিতে চাহি না।

রামটহল কাঁদিয়া ভাসাইল; বলিল,—"মহারাজ, আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না। সকলে চক্রান্ত করে আমাকে রাজসেবা-সুখে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহারাজ ত কাশীতে আমাকে এত অবিশ্বাস করিতেন না; আমিও জ্ঞানপূর্ব্বক কখন অবিশ্বাসের কাজ করি নাই। আমি অর্থের দাস হইলে কখনই কাশী ছাড়িয়া আসিতাম না। আপনি কত লোককে কত টাকা দান করিয়া আসিলেন, আমাকে কি বঞ্চিত করিয়া আসিতেন?"

রাজা। কাশীতে তুমি কখন কোন অবিশ্বাসের কাজ কর নাই, তাহা আমি জানি; পথে আসিয়া সহসা তোমার এরূপ বিকৃতি হইল কেন?

রাম। মহারাজ, কাশীতে আমি যে রামটহল ছিলাম, এখানেও সেই রামটহল আছি; শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে লোকের কথা শুনিয়া যদি নিতান্তই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে জানিলাম, স্বর্গসুখ-লাভ আমার অদৃষ্টে নাই। স্বর্গ লাভের অনেক বিঘ্ন; ইহা তাহার অন্যতর। আমি কাশীতেও যাইব না। দেখিতেছি, হিমালয়ের শীতল গুহায় প্রাণ-বিয়োগ আমার অদৃষ্ট-লিপি।

রাজা। যোগজীবন কি বল?

যোগ। আপনি বোধ হয় ধ্বজাধারীর নিকট সকল কথা শুনিয়াছেন। এখন আপনার নিকট প্রার্থনা—এবার রামটহলকে ক্ষমা করুন।

যোগজীবন আমার মুখের দিকে চাহিল। ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাহার প্রার্থনা সমর্থন করিলাম। ধ্বজাধারী উপস্থিত ছিলেন না। রাজা আমাদের কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন,—"দেখ রামটহল, পার্থিব কল্যাণের আশা আমার নাই। আমি যে সুখের প্রয়াসী, তাহাতে বাধা দেওয়া তোমার আয়ত্ত নয়। তথাপি তোমাকে বলিতেছি, এ সকল কুবুদ্ধি ত্যাগ কর। নিষ্পাপ দেহ না হইলে স্বর্গে স্থান পাওয়া যায় না। তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

আমরা সকলেই শয়ন করিলাম; পরিশ্রান্তদিগের তাপনাশিনী নিদ্রা আসিয়া একে একে সকলেরই চৈতন্য হরণ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রলাপে।

অতঃপর দুই দিন পথে আমাদের আর কোন বিশেষ ঘটনা হইল না। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্নে দেখি, ধ্বজাধারী আমাদের অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছেন। তাঁহার যেন চলিবার শক্তি আদৌ নাই। যোগজীবন অতি মৃদুপদে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। আমরা দুই তিনবার দাঁড়াইয়া শেষে তাঁহাদের অপেক্ষায় যমুনাতীরে বসিলাম। অনেকক্ষণের পর তাঁহারা নিকটে আসিলেন। ধ্বজাধারী বলিলেন,—"অদ্য জ্যোতির্ম্মঠে আমরা নিশাযাপন করিব।"

অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা আবার চলিলাম। মৃদু গমনে ধ্বজাধারীকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার সময় আমরা মঠে উপনীত হইলাম। মঠাধিকারী সরযুনাথ সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন।

ধ্বজাধারী মঠে আসিয়াই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাহার শরীরে জ্বরের উত্তাপ দেখা দিল। আমরা অনেকক্ষণ তাহার নিকট বসিয়া শেষে সায়ংকৃত্য ও আহারাদির উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলাম।

পর দিন প্রাতঃকালে সরযুনাথের কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ধ্বজাধারী তখনও বিচেতন ভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া আছেন। স্বর্গ যাত্রার পথে আবার বিলম্বের সম্ভাবনা দেখিয়া দেবীপ্রসাদ বিমর্ষ হইলেন; তিনি আমাদের সকলকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। রামটহল বলিল, আমাদের স্বর্গযাত্রার সঙ্গী হইতে ধ্বজাধারীর বিশেষ ইচ্ছা নাই। তিনি একবার বলিয়াছেন, যে মহাপ্রস্থানে উপস্থিত হইলেও আমরা মানবদেহ লইয়া স্বর্গে যাইতে পারিব না। ধ্বজাধারী পর্য্যটক সন্ন্যাসী মাত্র। চিরজীবন এই ব্রতে কাটাইতেছেন; এখনও জীবনের অবশিষ্ট কাল সেইরূপেই কাটাইবেন। তাহার জন্য আমাদের এখানে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

রাজা। স্বর্গলাভে ধ্বজাধারীর চির-তপস্যার ফললাভ হয়, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, তাঁহার বিশেষ সুকৃতি বশতই আমাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এখন দেখিতেছি, আমারই ভ্রম জন্মিয়াছিল। দেবতাদের হয়ত সেরূপ ইচ্ছা নয়।

যোগজীবন বলিল—"ধ্বজাধারী স্বর্গলাভে প্রকৃত অধিকারী। বিশেষতঃ তিনি মহাপ্রস্থানের পথ ভাল জানেন। তিনি সঙ্গে থাকিলে আমরা অনেক বিঘ্ন সহজে অতিক্রম করিতে পারিব।"

রাজা। আমারও একবার মনে হইয়াছিল যে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া ধ্বজাধারীকে আমাদের পথ-প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে ছদ্ম-বেশী স্বর্গবাসী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার এই অনুমান ভ্রম মাত্র। দেবতারা জরা-মরণ-বিহীন। তাঁহাদের দেহে রোগ পীড়া স্থান পায় না।

আমি ধ্বজাধারীকে ফেলিয়া যাইতে অস্বীকার করিলাম। রাজা গতিক বুঝিয়া অগত্যা বিলম্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সমস্ত দিন ধ্বজাধারীর পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রিশেষে আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছি, ধ্বজাধারীর আরক্ত চক্ষু উন্মীলিত হইয়া আবার নিমীলিত হইল। অল্পক্ষণ পরেই প্রলাপ দেখা দিল;—একবার শুনি-লাম,—"শিবানি, আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর;—ওঃ এ কি ভয়ানক মূর্ত্তি!—তোমার সমস্ত শরীর যে জলিতেছে—কে তোমার বস্ত্রে অগ্নি লাগাইয়া দিল? তোমার কেশ যে জ্বলিতেছে, কাল কুঞ্চিত কেশ লোহিত বর্ণ হইয়া গেল;—ঐ শিখা যে আকাশ ভেদিয়া উঠিতেছে;—তোমার মুখের ভিতর অগ্নি কেন?—অগ্নিশিখা গ্রাস করিয়াছ?—এ কি ভয়ঙ্করী-বেশে নৃত্য করিতেছ—এ কি প্রলয়ঙ্কর হাস্য;—তোমার জিহ্বা যে অগ্নিশিখাময়!—তোমার মুক্তাশুভ্র দন্ত-পংক্তি অগ্নিময় হইল কেন?—আমাকে ভয় দেখাইতেছ?—মুখব্যাদান করিতেছ কেন?—আমাকে গ্রাস করিবে?—আমাকে রক্ষা কর।—মনিয়া, আমাকে ধর;—ঐ দেখ রাক্ষসী-বেশে শিবানী আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে;—উহাকে ধর—ধর;—এই দেখ, আমার বস্ত্রে অগ্নি ধরাইয়া দিল;—উঃ কি জ্বালা—আমার গায়ে আগুন ধরিল;—জল দাও, জল দাও—পুড়িয়া মরি;—কি তৃষ্ণা;—

শিবানি, শিবানি, সরিয়া যাও;—আমি ঘোর পাতকী—আমাকে রক্ষা কর—তোমার পায়ে ধরিতেছি।”—সন্ন্যাসী যুক্তকরে উঠিয়া বসিলেন; অমনি নিদ্রা ভঙ্গ হইল।—আমি ব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাসীকে আবার শয্যালীন করিলাম। আমার দিকে কিয়ৎক্ষণ খর-তীব্র-দৃষ্টিতে দেখিয়া আবার চক্ষু নিমীলিত করিলেন।

যোগজীবন পার্শ্বে শয়ান ছিল। ধ্বজাধারীর প্রলাপ-চীৎকারে উঠিয়া নিদ্রালুভাবে, অর্দ্ধমুদ্রিত-নেত্রে রোগীর শিরোদেশে আসিয়া বসিল। আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহার দিকে চাহিলাম।—যোগজীবন চাহিল না,—অবনত-মুখে তন্দ্রার সেবায় নিযুক্ত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ধ্বজাধারীর মুখ বিকৃত হইল; ভ্রূ কুঞ্চিত, হস্তে মুষ্টিবদ্ধ হইল।—আবার প্রলাপ।—উচ্চস্বরে বলিলেন,—“আর আমাকে প্রহার করিও না—আর সহ্য হয় না। প্রাণ গেল, রক্ষা কর—পিতা, আর ভয় দেখাইও না, আমি ঘোর অপরাধ করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা কর।—শিবানি, তুমিও আমাকে মারিতে আসিতেছ?—ও কি অগ্নিকুণ্ড!—ওরূপ অগ্নি জ্বালিয়াছ কেন? আমাকে ঐ আগুনে ফেলিবে?—কখনই না—আমি অগ্নি-কুণ্ডে পড়িব না;—শিবানি, সরিয়া যাও—সরিয়া যাও—আমার হাত ধরিও না;—মনিয়া কেন কাঁদিতেছ?—ঐ দেখ, আমাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিতে আসিতেছে,—তুমি আমাকে ধর;—শিবানি, সাবধান,—এখনই তোমাকে বধ করিব।”—সন্ন্যাসী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; কপালে ঘর্ম্মবিন্দু রেখা বাঁধিয়া দাঁড়াইল। আমি ব্যজন করিতে লাগিলাম। ধ্বজাধারী একবার আরক্তচক্ষু উন্মীলন করিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আবার চক্ষু নিমীলিত হইল। সন্ন্যাসী নীরব হইলেন।

সমস্ত রাত্রি বসিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিলাম। ধ্বজাধারীর প্রলাপ শুনিয়া মন গভীর চিন্তায় নিপীড়িত হইল। সংসারে কেবল আমি বলিয়া নয়,—আমার মত কত সহস্র লোক অসহ্য মানসিক পীড়ায় ব্যথিত হইতেছে;—শেষে যখন আর সহিতে না পারে, তখন ধ্বজাধারীর ন্যায় সংসার ছাড়িয়া এইরূপে অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, মনুষ্য-বর্জ্জিত দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়ায়। নির্জ্জনে, শ্বাপদ-সঙ্কুল কাননে, তুহিনাবৃত শৈল-শিখরে, লক্ষ লক্ষ জীবের সমাধিক্ষেত্রে,

উত্তপ্ত বালুকাবৃত মরুভূমে, জীবন বিসর্জ্জন দিবার আশায় সঞ্চরণ করে। তাহাতে কি শান্তি মিলে?—তাহা হইলে জন-সমাজ আজি নির্জ্জন হইত,—ঘোর অরণ্য জন[illegible]হইত,—তরু-কোটর, গিরিগহ্বর অট্টালিকার স্থান অধিকার করিত;—অন্ধকার আলোকের নিকট পরাজয় মানিত;—কর্ম্মক্ষেত্র আলস্যের বিলাসভূমি হইত। অরণ্যে প্রান্তরে যদি শান্তি মিলিত, বৈরাগ্যে যদি স্মৃতির লোপ হইত, তাহা হইলে আজি সর্ব্বত্যাগী পর্য্যটক ধ্বজাধারীর মস্তিষ্ক এরূপে প্রপীড়িত হইতেছে কেন?

ধ্বজাধারীর প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডল, কারুণ্য-ব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টি, অচঞ্চল ব্যবহার এবং ধীর উজ্জ্বল সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া একদিনের জন্যও মনে হয় নাই যে, তাহার অন্তর বিষাদ-কালিমায় পূর্ণ। একবারও মনে করি নাই যে অগ্নি-গর্ভ শমীর ন্যায় তিনি হৃদয়ের অন্তস্তলে সর্ব্বদাহী ভীষণ শোকাগ্নি ধারণ করিতেছেন;—অস্থি, মজ্জা, শোণিত, শরীরের সার দিয়া সর্ব্বক্ষণ সেই অগ্নির পোষণ করিতেছেন।

ধ্বজাধারীর ন্যায় আমিও সংসার-ত্যাগী, বিরাগী। তবে তাহার ন্যায় অনুক্ষণ শোকাগ্নি হৃদয়ে ধরি না। সময়ে সময়ে হৃদয়ের জ্বালা ধরে, মন ব্যথিত হয়; কিন্তু তাহার কারণ কি, জানি না। সংসারে থাকিলে সুখ শান্তি পাইতাম না; সেই জন্য তাহার অন্বেষণে এই অরণ্যে প্রান্তরে পর্ব্বতে ভ্রমিতেছি; কত ক্লেশ সহিতেছি।—কেনই বা আজি আমার এ দশা?—সকলই নিজের দোষ। ধ্বজাধারীরও সেইরূপ নিজের দোষ কিনা কে বলিতে পারে। লোকে আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করে। কিন্তু সকলে তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। আত্মগৌরব ও অভিমান আমাদিগকে নিজের দোষ দেখিতে দেয় না। দেখিলেও ঐ কারণ বশতঃ আমরা তাহা স্বীকার করিতে চাই না। এই সকল কারণে, সকল দিক বজায় রাখিয়া, লোকতুষ্টি দ্বারা আত্ম-বল পুষ্টি-কামনায় শাস্ত্রকারেরা কর্ম্ম পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

যোগজীবন বিষণ্ণভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"কি ভাবিতেছ?"

আমি। জগতের বিচিত্র গতি। অস্থিমজ্জা-নির্ম্মিত মানবদেহেই মায়ার প্রাধান্য। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পাষাণময় দেহেও রসসঞ্চার সম্ভব।

ধ্বজাধারীর অন্তরে এই বিষাদ-বহ্নির অস্তিত্ব এক দিনের জন্যও আমরা অনুমান করি নাই। এখন মনে হইতেছে, কেবলমাত্র পারলৌকিক শ্রেয়ঃ-কামনায় বৈরাগ্যের উদয় অল্পই হয়। বৈরাগ্যের মূলে প্রায়ই বিষভাণ্ড নিহিত থাকে।

যোগজীবন অন্যমনস্ক ভাবে বলিল,—"নিজের পরিচয় না কি?"

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম,—"সত্যের সন্ধান রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে সকলেরই হয়ত এইরূপ পরিচয় হয়। সকলেই হয়ত সাংসারিক বিষের জ্বালা এড়াইবার জন্য বৈরাগ্য-পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বৈরাগ্যে জ্বালা নিবারণ হয় না;—ধ্বজাধারীর ন্যায় তাহাদেরও জীবনের সার বিষে সর্ব্বক্ষণ জর্জ্জরিত হইতেছে। নিজের কথা বলিবার সাহস থাকিলে হয়ত ইহা এখনই স্বীকার করিবে।"

যোগ। সাংসারিক জ্বালা এড়াইবার জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিব,—এমন কাপুরুষ আমি নই।—ভাল বল দেখি, তুমি বৈরাগ্য লইয়াছ কেন?

আমি। দুঃখনাশের জন্য কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। আমারও সেইজন্য বৈরাগ্য।

যোগ। সংসারে থাকিলে দুঃখনাশ হয় না?—যদি না হইত, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ হিমালয়ের অরণ্যে পরিণত হইত, আর এই হিমমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে লোক ধরিত না।

আবার ধ্বজাধারীর মুখে অল্প চীৎকার শুনা গেল। প্রলাপের লক্ষণ আরম্ভ হইল। আবার আমরা ব্যজন, জলসিঞ্চনাদি সেবায় নিযুক্ত হইলাম।

ক্রমে প্রভাত-আলোক পূর্ব্বাশার মুখরঞ্জন করিল। ক্ষীণস্বরে দুই একটি পাখী ডাকিল। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীর বেদধ্বনি গগন-মার্গে উঠিল। ধ্বজাধারী নীরবে ঘুমাইতেছেন, দেখিয়া আমিও শয়ন করিলাম। নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিল। যখন চাহিলাম—দেখি, চতুর্দ্দিক রৌদ্রালোকে বিভাসিত। আশ্রম-বৃক্ষগুলি সন্ন্যাসীদের আর্দ্রবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া ধ্যানমগ্ন ব্রতধারীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। হোমধূম গৃহে প্রবেশ করিতেছে। ধ্বজাধারী স্থিরভাবে নিদ্রার সেবা গ্রহণ করিতেছেন। যোগজীবন আরক্ত নেত্রে তাঁহার শিরোদেশে বসিয়া আছে।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের পর ধ্বজাধারীর সংজ্ঞা লাভ হইল। আমি যোগজীবনের সহিত তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছি। তিনি অনেক ক্ষণ আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"যোগজীবন, হরিচরণ, সংসারের মায়া এ শুষ্ক দেহে আর স্থান পায় না। তথাপি তোমাদের উপর আমার স্নেহ জন্মিয়াছে। তোমাদেরও আমার উপর মায়া আছে, তাহা বুঝিতে পারি। এখন এই শেষ সময়ে তোমাদের নিকট একটি প্রার্থনা করিব।—রক্ষা করিবে ?"

যোগজীবনের চক্ষে জল আসিল। আমরা উত্তর করিলাম না। ধ্বজাধারী আবার বলিলেন,—"হরিচরণ, মনুষ্যজীবনের স্থায়িতা নাই। যেরূপ বুঝিতেছি, আমার শেষ দিন বোধ হয় উপস্থিতপ্রায়। এই রোগেই, এই আশ্রমেই হয়ত আমার দেহপতন হইবে; ইহার পর আমার সংজ্ঞা থাকিবে কিনা জানি না। সংজ্ঞা থাকিলেও বাক্‌শক্তি না থাকিতে পারে—সেই জন্য এই সময়ে তোমাদিগকে একটি অনুরোধ করিয়া রাখি।"—

যোগজীবন সজল নেত্রে বলিল,—"আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আপনি শীঘ্র রোগমুক্ত হইবেন।"

ধ্বজাধারী যোগজীবনের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"যোগজীবন, আমি কি মৃত্যুর ভয় করিতেছি। যখন সন্ন্যাসী হইয়াছি, তখনই ত মরণব্রত লইয়াছি। সন্ন্যাসীরা ত জীবিত থাকিয়াও মৃত। মায়া ও উন্নতি-কামনাই জীবনের মূল-ভিত্তি; সেই দুই অবলম্বনেই মনুষ্য বাঁচিয়া থাকে, কাজ করে;—বাঁচিতে, কাজ করিতে ভাল বাসে। যখন দৈব-দুর্ঘটনায় সেই মূল-ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যায়, তখন মনুষ্য মৃতপ্রায় হইয়া, সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করে। তখন সমাজে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয়। নিজের নিকটেও অস্তিত্ব যায়; আর আমার বোধ হয়, ঈশ্বরের নিকটেও তাহার অস্তিত্ব থাকে না। সে তখন মনুষ্য-ধর্ম্ম হারাইয়া আত্মসেবাপরায়ণ ইতর জীবের বৃত্তি গ্রহণ করে। তোমরা কেহই প্রকৃত সন্ন্যাসী নও। সুতরাং এ নিন্দাবাদ তোমাদের প্রতি বর্ত্তে না। কিন্তু আমি প্রকৃতই বিরাগী;—আমি স্বার্থপর, পাতকী, অপরাধী। আমি অনেক দিন মরিয়াছি।—আত্মহত্যার পরিণাম ঘোর নরক ভোগ; নতুবা এই দেহ ভার কবে ত্যাগ করিতাম। যাহাই হউক, বোধ হয় আমার অন্তিম সময় নিকট হইয়াছে। তোমরা আমাকে স্নেহ কর; সেই অনুরোধে আমার একটি কাজ

করিবে,—স্বীকার কর।

আমি সন্ন্যাসীর হাত নিজহস্তে লইয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিলাম;—তাঁহার আদেশ পালনে স্বীকৃত হইলাম। সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ পরে চিত্ত-সংযম করিয়া বলিলেন,—"আমার ঝুলির মধ্যে একটি কাঠাধার আছে, বাহির কর।"

আমি তাঁহার ঝুলি লইয়া কাঠাধার বাহির করিলাম। তিনি সেইটি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"হরিচরণ, যোগজীবন, তোমরা হিমালয়ের প্রান্তে ভ্রমণ করিবে। যদি কখন কোন স্থানে মনিয়া নামে কোন বালিকা তোমাদের দৃষ্টিতে পড়ে,—তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখিতে পাও, তখন এই কাঠাধার খুলিয়া ইহার ভিতর যাহা লেখা আছে, তদনুরূপ কাজ করিবে।—তাহাতে এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ পাইবে।"—সন্ন্যাসীর নীরস কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—"আর যদি মনিয়ার সাক্ষাৎ না পাও, কিছু দিন পরে এই রুদ্ধ কাঠাধার অগ্নিসাৎ করিও।"

সন্ন্যাসী আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। আমরা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

ষোড়শ পরি ্ছদ।

ছয় দিন অতীত হইল। ধ্বজাধারী আরোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার জ্বরত্যাগ হইয়াছে। আর দুই চারি দিন পরে একটু সবল হইলেই আবার আমরা মহাপ্রস্থান-পথে যাত্রা করিব।

দশম দিবস রাত্রিতে আমি ও যোগজীবন তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছি। পীড়ার সময় অবধি আমাদের নিকট তাঁহার কঠোর মৌন ভাব একটু কমিয়াছিল। আজি কথা প্রসঙ্গে যোগজীবনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস সাজে না; সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসিনী সাজিলে বরং তোমাকে ভাল দেখায়।"

যোগজীবন বড় অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত হইল দেখিয়া আমি কথাপ্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিলাম। হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"ঠাকুর, শিবানী কে?"

সহসা বৃদ্ধসন্ন্যাসীর প্রসন্নমুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। ভ্রূ কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। অনেকক্ষণ আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম,—"আপনার মনে ক্লেশ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। আমি না বুঝিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ক্ষমা করিবেন।"

অনেকক্ষণের পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"হরিচরণ, শিবানীর নাম কোথায় শুনিলে?"

আমি প্রথমে কথা কহিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণের পর বলিলাম,—"আপনার পীড়ার সময়ে প্রলাপ বাক্যের মধ্যে শিবানী ও মনিয়ার নাম করিয়াছিলেন।"—সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। আমি বলিলাম,—"প্রভু, আপনার মনে এরূপ কষ্ট হইবে তাহা বুঝি নাই; ভাবিয়াছিলাম, এই কাষ্ঠাধারে আপনার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক আছে। সেই আশা অবলম্বনে আপনি সকল দুঃখ, সকল শোক বহন করেন। আত্মীয়বর্গের নিকট বর্ণনায় দুঃখের ভার লঘু হয়; সেই কারণে, আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত আপনার নিকট ঐ নাম করিতে সাহস করিয়াছিলাম।"

জটাধারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"হরিচরণ, স্মৃতি আমার আর নাই। আমার মন দুঃখ শোকের অধিকারের অতীত। আমি এরূপ ভীরু-স্বভাব, এমন কাপুরুষ নই যে ক্লেশভয়ে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনে কাতর হইব। আমার মন নৈরাশ্যের পাষাণলেপে আবৃত; ক্লেশ তাহাতে স্থান পায় না। হৃদয়ে বজ্র-প্রহার ধারণ করিয়াছি, এখন কি আর সূচীবেধে আশঙ্কা আছে।—আর আশা—আশা মরীচিকামাত্র, বালকের মনোমোহকর। শৈশবে আশার অলীক মোহন চিত্রে মন মুগ্ধ হইত। তাহার অমিয়-মধুর মিথ্যা কথায় কর্ণ শীতল হইত। সে দিন অতীত হইয়াছে।—দীপবর্ত্তিকার ন্যায় একটু ক্ষীণালোক সময়ে সময়ে চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া মন ভুলাইবার চেষ্টা করিত; অদ্য সেই অলীক আলোক-বর্ত্তিকা তোমাদের হস্তে দিয়া স্থির হইলাম।"

"তোমরা মনে করিও না, আমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনে ভীত হইতেছি; ভয় আমার নিকটে আসিতে সাহসী হয় না। তবে আমার কথা শুনিলে তোমাদের তৃপ্তিলাভ হইবে না, বরং মনঃপীড়া জন্মিবে,—এই আশঙ্কায় সঙ্কুচিত

হইতেছি মাত্র।”

পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলে সন্ন্যাসীর দুঃখভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে, ভাবিয়া আমি শুনিবার জন্য একটু আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। ধ্বজাধারী বলিলেন,—“ দুঃখভোগে সাধ থাকে,—শুন, আমার বলিতে কোন ক্লেশই নাই ;”—

“ময়ূরভঞ্জ আমার জন্মভূমি। আমার পিতামহ আদৌ বঙ্গদেশ হইতে ময়ূরভঞ্জে আসিয়া বাস করেন। তিনি রাজসংসারে কাজ করিয়া এবং ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট অর্থ ও ভূসম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। তাঁহার দেহান্তে পিতাও অনেকদিন ময়ূরভঞ্জরাজের অনুগ্রহে ধন মান সম্ভ্রম অর্জ্জন করেন।

আমি পিতার একমাত্র সন্তান। অতি শৈশবে আমার মাতৃবিয়োগ হয়; সেই অবধি পিতা আমাকে অতুল স্নেহে প্রতিপালন করিতেন। ক্ষণকালমাত্রও আমার অদর্শন সহিতে পারিতেন না। শেষে আমার জন্য রাজসংসার একরূপ ছাড়িয়া সর্ব্বদা আমাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। আমার বাল্যক্রীড়া, আমোদ আহ্লাদ, শিক্ষা, ব্যায়াম সমস্তই পিতার সহিত হইত। আমিও তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম। কোন দিন রাজভবনে গিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে, তাঁহার অপেক্ষায় অনাহারে বসিয়া থাকিতাম। তিনি না আসিলে আমার আহার নিদ্রা কিছুই হইত না।

আমাদের বাটীর অপর প্রান্তে সাধুচরণ শাস্ত্রীর বাটী। তাঁহার কন্যা শিবানী আমার বাল্যলীলা-সঙ্গিনী ছিলেন। আমি তাহাকে কখন ভাল বাসিতাম; কখন বিবাদ করিতাম; কখন বা প্রহারও করিতাম;—আবার যখন বিবাদ ঘুচিত, তখন সকল প্রাণে ভাল বাসিতাম। শিবানী আমাকে ভাল বাসিত। তাহার পিতা ও আমার পিতা উভয়েই আমাদের বাল্যলীলায় এই ভাব দেখিয়া বড় প্রীত হইতেন। পিতা আদর করিয়া কখন কখন তাহাকে বধূ বলিয়া ডাকিতেন; আর শিবানী কিছু বুঝিতে পারুক, বা না পারুক, লজ্জায় মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া পলাইত।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত মনের অবস্থা ফিরিল। শিবানী বড় সুন্দরী নহে। যখন বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হইলাম, তখন তাহার অপেক্ষা অনেক সুন্দরী বালিকা দৃষ্টিপথে পড়িল। ক্রমে সেই দিকে মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আমার বাল্য-কোমল হৃদয়ে তাহার যে স্থান ছিল, শিবানী ক্রমে তাহা হারাইল।

কিন্তু তথাপি সর্ব্বদা আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত।

শিবানীর দশমবর্ষ বয়সে তাহার মাতৃবিয়োগ হইল। সে সর্ব্বদা কাঁদিত,—দেখিয়া আমি কখন কখন তাহাকে বুঝাইতাম। শিবানী আরও কাঁদিত, আমি বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতাম। একদিন এইরূপে বিরক্তির সহিত চলিয়া আসিতেছি, শিবানী দৌড়িয়া আসিয়া মুখ মুছিয়া বলিল,—'বিন্দু, দাঁড়াও, আমি আর কাঁদিব না।'

আর একদিন সায়ংকালে আমরা উভয়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। পিতা শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত নিকটে দাঁড়াইয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। একটি নক্ষত্র আকাশে মিট মিট করিতেছে। শিবানী সেই দিকে চাহিয়া বলিল,—'ঐ আমার মার চক্ষু, মা আমাকে দেখিতেছেন।'

আমার বয়স তখন প্রায় ষোল বৎসর। কলিকাতা হইতে একজন শিক্ষক আসিয়া আমাদের বাটীতে থাকিতেন; আমি তাহার নিকট লেখা পড়া শিখিতাম। নক্ষত্র মানুষের চক্ষু নহে—তখন তাহা জানিতাম। আমি শিবানীর কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম,—'নক্ষত্র জড় পদার্থ, এক একটা পৃথিবীর মত,—তুমি মূর্খ, তাই বলিতেছ, মানুষের চক্ষু।'

শিবানী বলিল—'তুমি কিরূপে জানিলে নক্ষত্র মানুষের চক্ষু নয়?' আমি বলিলাম,—'পড়িলেই জানিতে পারে। তুমি ত পড়া শুনা কর নাই, তাই মূর্খের মত কথা বলিতেছ?'

শিবানী বলিল,—'তুমি আমাকে পড়িতে শিখাইবে?'

আমি একটু ঘৃণার সহিত বলিলাম,—'তুমি আগে ক, খ, শেখ, তার পর আমার কাছে এসে বড় বই পড়িও।'

শিবানী নীরব হইল। পিতা আমার কথা শুনিয়া হাসিলেন। সেই দিন অবধি শিবানী লেখা পড়ায় মন দিল। কিন্তু আমাকে দেখিলেই বইগুলি লুকাইত।

আর একদিন বলিলাম,—'শিবানি, দেখ দেখি সুভদ্রা কেমন সুন্দর, আর তুমি কেমন কুৎসিত।' শিবানী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বড় বিমর্ষ হইল। তাহার পর একদিনও আমি তাহাকে অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্ন দেখি নাই।

ইহার কিছুদিন পরে পিতা আমাকে লেখা পড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইলেন। সহরে আসিয়া কত নূতন চিত্র দেখিলাম। আমার চক্ষু মন ফিরিয়া গেল। আমার সমবয়স্ক বালকেরা প্রায়ই আমার অপেক্ষা অনেক অধিক পড়িয়া ছিল। আমার অহঙ্কৃত উদ্ধত স্বভাব ন্যূনতা স্বীকার করিয়া আমাকে তাহাদের সহিত মিশিতে দিল না। ক্রমে সুখানুসারী বালকদিগের সঙ্গে মিশিলাম। বাটী হইতে আমার সেই পূর্ব্বশিক্ষক আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি চাকরির অনুরোধে আমাকে শেষে আর কোন কথা বলিতেন না। পিতাকেও আমার স্বভাব সম্বন্ধে কোন কথা লিখিলেন না। আমি স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়া আমোদের অনুসরণে ভ্রমণ করিতাম। আমার শরীরে অসীম বল ছিল,—দিবা রাত্রি উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারেও কাতর হইতাম না। সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখের শেষসীমা দর্শন হইল।

পিতা সময়ে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া থাকিতেন। কিন্তু আমি অল্পসময়ের মধ্যেই এরূপ আত্মগোপন করিতে শিখিয়াছিলাম, যে তিনি একদিনের জন্যও আমার অপব্যবহার জানিতে পারেন নাই। আমার শিক্ষকের চতুরতাও এ সম্বন্ধে আমার সহায়তা করিত।

চারি বৎসরের পর পিতা আমার অবস্থান্তর জানিতে পারিলেন। অমনি আমাকে বাটীতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু আমাকে কোন প্রকার তিরস্কার সহ্য করিতে হইল না। যদিও পিতার ব্যবহারে বিরক্ত হইলাম, উগ্রভাবে দুই চারি কথাও বলিলাম, তথাপি আমোদে সাময়িক একরূপ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, এবং শরীর ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল বলিয়া শেষে আর আপত্তি করিলাম না।

বাটীতে পৌঁছিবার কিয়ৎক্ষণ পরে শিবানী আসিয়া উপস্থিত হইল; বলিল,—'বিন্দু, আমি আজ তিনবার তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। এই মাত্র শুনিলাম, তুমি আসিয়াছ। পিতাকে আহার করাইতেছিলাম, নতুবা কখন তোমাকে দেখিতে আসিতাম।'

শিবানীর বয়স এখন প্রায় ষোড়শ বর্ষ। যৌবনোদয়ে শরীরের অপূর্ণতা ঘুচিয়াছে; দেহে সৌন্দর্য্য-লাবণ্য দেখা দিয়াছে। কুলীনের কন্যা; পাত্র যুটে নাই, বলিয়া আজিও বিবাহ হয় নাই। তাহার কথায় মন আকৃষ্ট হইল।

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলাম। শিবানী সঙ্কুচিত হইল।

চারি বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া মন বিকৃত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকের সম্মান শিখি নাই। কলিকাতার সমাজ দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে বাহ্যিক সম্ভ্রম ও শিষ্টাচার এবং চাকৃচিক্যই স্ত্রীলোকের সার,—এবং বল ও সাহসই পুরুষের সার পদার্থ। পবিত্রতার আদর্শ বড় দেখি নাই, সে বিষয়ে চিন্তাও ছিল না। মনে করিতাম,—সমাজ-সম্ভ্রম থাকিলেই যথেষ্ট; আর সম্ভ্রমের সহিত পবিত্রতার নিত্যসম্বন্ধ মানিতাম না। সুতরাং আজিও শিবানীর উপর সেইরূপ চক্ষে দেখিলাম। পিতা তাহা লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

শিবানী সর্ব্বদা আমার কাছে থাকিতে ভাল বাসিত। আমার কাছে কলিকাতার গল্প শুনিত। আমি যাহা বলিতাম, তাহাতেই তাহার বিশ্বাস। কখন কোন অপবিত্র গল্প শুনিলে সঙ্কুচিত, বিমর্ষ হইত; কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া যাইত না। তাহার ভাব দেখিয়া আমারও মনের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাহার প্রতি স্নেহ জন্মিল; ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। আমি মোহাবদ্ধ হইলাম। অপবিত্র আমোদ অসুখকর বলিয়া বুঝিলাম; মনে হইল,—হয়ত কেবল পবিত্রপ্রেমেই প্রকৃত সুখ আছে। ক্রমে ইন্দ্রজালে জড়ীভূত হইলাম; মৃগতৃষ্ণিকায় ভুলিলাম। তখন জানিতাম না—যে প্রণয় মরীচিকা মাত্র, জলরাশির উপর বুদ্বুদের ন্যায়—ক্ষণকাল মাত্র রৌদ্রালোকে মোহন মূর্ত্তি দেখাইয়া মনোহরণ করে—আবার তখনই জলে মিলাইয়া যায়; তাহার অস্তিত্বও দেখা যায় না।

চুম্বকে যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, সেই রূপ শিবানীর মন আমার মনকে আকৃষ্ট করিল। তাহার সরল, উদার, প্রেমময় ভাবে মুগ্ধ হইলাম। মনে যেন নূতন আলোক দেখা দিল; যেন সেই আলোকে পাপের অন্ধকার সরিয়া গেল। আমি শিবানীকে ভাল বাসিলাম। অন্য লোকের মত অর্দ্ধ ভালবাসা আমার স্বভাব নয়; যখন যাহাকে ভাল বাসিতাম,—সকল প্রাণে ভাল বাসিতাম। শিবানীর প্রেম আমাকে উন্মত্তপ্রায় করিল।

শিবানীর পিতার অন্য সন্ততি ছিলনা। সেই জন্য আমার সহিত কন্যার বিবাহ দিলে তাহার কৌলিন্য-হানি ঘটিলেও তাহাতে তাহার অসম্মতি ছিল

না। পিতার ধন ও সম্ভ্রম, উভয় পরিবারের পূর্ব্বসদ্ভাব, নিকটে বাস, এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রণয়—এই সমস্ত তাঁহার সম্মতির কারণ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ বিবাহে পিতার সম্মতি ছিল না। কলিকাতায় আমার কার্য্যকলাপের বর্ণনা শুনিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে এরূপ কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, যাহার রূপমোহে ও ঐশ্বর্য্যে আমি কলিকাতার কথা ভুলিয়া যাই। সেই জন্য যাহাতে আমরা উভয়ে সর্ব্বদা একত্র হইতে না পারি তদ্বিষয়ে তিনি অনেক রূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল; প্রত্যেক বাধায় আমার মনের বেগ বাড়িতে লাগিল। শেষে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলাম।

এক দিন সায়ংকালে শিবানীর সহিত আমাদের বাগানে বসিয়া আছি। গ্রীষ্ম কাল; মৃদু মধুর বায়ু শরীর শীতল করিতেছে। দুই চারিটি ফুল ফুটিয়াছে; আকাশেও দুই চারিটি ফুল দেখা দিয়াছে, অনুজ্জ্বল গগনে মিট মিট করিতেছে। আমি শিবানীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম,—'আজ যেন রাসরাত্রি,—চারিদিকেই ফুল ফুটিয়াছে;—নীচে গাছের উপর মল্লিকা গোলাপ,—আকাশে ঐ আলোকময় তারা ফুল,—আর আমার পার্শ্বে সকল ফুলের শ্রেষ্ঠ শিবানীর মধুময় মুখ খানি—'

শিবানী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—'তোমার মুখে ত এরূপ কথা পূর্ব্বে শুনি নাই। কলিকাতায় গিয়া কি এই রূপ কথা শিখিয়া আসিয়াছ?'

আমি মর্ম্মাহত হইলাম। হৃদয়ের শোণিতস্রোত প্রবলবেগে মাথায় উঠিতে লাগিল। আমার জীবনের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম আত্মলাঘব-গ্লানি অনুভব করিলাম। শিবানী বলিল,—'বিন্দু, তুমি নাকি কলিকাতায় গিয়া সুরাপান করিতে, বেশ্যার সেবা করিতে, রাস্তায় দাঙ্গা করিতে?—তুমি যখন এখানে ছিলে, তখনত তোমার কোন দোষ ছিল না।—ইহাতে তোমার পিতার মনে, আর আমার মনে কত কষ্ট হইয়াছে জান?

আমার মস্তক ঘুরিয়া গেল। মুখে কথা আসিল না। চতুর্দ্দিক বাষ্পরুদ্ধ দেখিলাম। শিবানী ক্ষীণালোকে আমার অবস্থা দেখিল। বলিল,—'আমার কিন্তু এসকল জনরবে বিশ্বাস হইত না। আমার এখনও বিশ্বাস হয় না। তুমি এখানে আসা অবধি দেখিতেছি—তোমার স্বভাবে ত দোষ দেখিতে পাই না।'

অনেকক্ষণের পর বলিলাম,—'শিবানি, আমি সত্য সত্যই পাতকী। তুমি পবিত্রতার প্রতিমা—তোমার নিকট গোপন করিয়া, মিথ্যা বলিয়া আর অধিক পাতকী হইব না। সত্যই আমার স্বভাবে ঘোর কলঙ্ক স্পর্শিয়াছিল। আর কিছুকাল কলিকাতায় থাকিলে আমি হয়ত চিরদিনের মত অধঃপাতে যাইতাম। তবে এখানে আসিয়া আমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া এখন পবিত্রে অপবিত্রে, বিষ্ঠা চন্দনে, আলোকে তিমিরে, স্বর্গে নরকে কত প্রভেদ জানিয়াছি। আমি তোমার পার্শ্বে বসিবার পাত্র নই।'

শিবানী আমাকে বাধা দিয়া বলিল,—'ওরূপ কথা বলিও না। তুমিই ত আমাকে লেখা পড়া করিতে, ভাল কথা কহিতে, ভাল ব্যবহার করিতে শিখাইয়াছ। সকল বিষয়েই তুমি আমার আদর্শ; তুমি যে আমার সঙ্গে কথা কও, ইহা অপেক্ষা আমার কি সুখ?—তবে তোমার কলঙ্কের কথা শুনে মনে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল; আমি নিশ্চয় জানিতাম,—সে সকল কথাই মিথ্যা।'

আমি কাতর ভাবে বলিলাম,—'না, শিবানি. কিছুই মিথ্যা নয়। আর তুমি যাহা বলিলে, সবই সত্য। বাল্যকালে তুমি আমাকে ভাল বাসিতে,—আমিও তোমাকে ভাল বাসিতাম। তার পর যখন বড় হইলাম, তখন তোমার রূপ গুণের অভাব চক্ষে পড়িল। কিন্তু তোমার ভালবাসা, আমার প্রতি তোমার প্রীতিভাবে—'

শিবানী আবার বাধা দিয়া বলিল—'আমি তোমাকে ভক্তি করিতাম, এখনও ভক্তি করি।'

'আমি তাহা জানি। আমি যাহা বলিতাম, তাহাই তুমি ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া লইতে।—তোমার ভাবে আমি মুগ্ধ হইতাম—কি একটা মায়া, তোমার আত্ম-বিসর্জ্জনের প্রতিদান স্বরূপ কি এক রূপ ভাব—আমার মন অধিকার করিয়া-ছিল। যখন কলিকাতায় গেলাম, রূপের মোহ আমার মন বিমোহিত করিল—তোমাকে ভুলিলাম—'

শিবানী। আমিও মনে করিতাম, তুমি আমাকে ভুলিয়াছ।—আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনাই।

আমি বলিলাম,—'শিবানি, আমি তোমার ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র নই। আমার মন অপবিত্র, আমার মন কলঙ্কিত ; আমি ঘোর পাতকী,—তোমার মনে স্থান পাইবার যোগ্য নই। তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও। তবে ইহা আমার দৃঢ় সঙ্কল্প,—যে তোমার এই স্বর্গীয় প্রেম হৃদয়ে ভাবিয়া, আমার হৃদয়াঙ্কিত তোমার ঐ মুখচ্ছবি দেখিয়া যাবজ্জীবন কাটাইব।—তাহাতেই আমি সুখী হইব ;—সেই প্রেমব্রতে পবিত্র হইব এবং সেই পবিত্রতার বলে পরজন্মে তোমাকে লাভ করিব। তুমি সৎপাত্রে ন্যস্ত হও ;—পবিত্রে পবিত্রে, উজ্জ্বলে উজ্জ্বলে, আলোকে আলোকে, মধুরে মধুরে মিলন হউক। সেই পবিত্রতা, সেই উজ্জ্বলতা, সেই আলোক, সেই মধুরিমার খেলা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব,—প্রাণ শীতল করিব। সেই খেলা দেখিয়া আমার মনও ক্রমে পবিত্র, উজ্জ্বল হইয়া আলোকময়, মধুরতাময় হইবে ;—আমি ধন্য হইব।'

শিবানী বিমর্ষ হইল ; তাহার চক্ষু দিয়া জলধারা বহিল। কতবার ইচ্ছা হইল,—সেই জলসিক্ত প্রফুল্ল কমলবৎ মুখখানি হৃদয়ে লইয়া রাখি ;—কতবার ইচ্ছা হইল,—সেই অশ্রুজল পান করিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করি ; কিন্তু তখনই নিবৃত্ত হইলাম ;—তাহাকে তেজোময়ী দেখিলাম ;—তাহার দেহ স্পর্শ করিতে সাহস হইল না।

ইহার পর দিবস মধ্যাহ্নে আপনার গৃহে বসিয়া আছি। আমার অবস্থার বিপর্য্যয় ভাবিতেছি। কলিকাতায় থাকিয়া আমার মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল,—স্ত্রীজাতি পুরুষের ক্রীড়া-পুত্তলী, বিলাস-সামগ্রী মাত্র। পুরুষের সুখসাধন নিমিত্তই স্ত্রীজাতির সৃষ্টি বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাহাতে ধর্ম্ম, মধুরতা ও পবিত্রতার সম্বন্ধ মানিতাম না। আমার সাহস এত দূর বাড়িয়া ছিল যে—কোন স্ত্রীলোকই আমার অধিকারের বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতাম না। আজি কিন্তু আমাকে সামান্য রমণী শিবানীর নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইল। তাহার অঙ্গস্পর্শে সাহসী হইলাম না। নিজের রূপ-গর্ব্ব, যৌবন ও ধন-গর্ব্ব, সেই সাহস,—সমস্ত লোপ হইল। আমি রমণীজগতে আপনাকে বিশ্ববিজয়ী মনে করিতাম,—আজি এই সামান্য রমণী বিনা আয়াসে আমাকে পরাজিত করিল!

শিবানীর মুখখানি মনে পড়িল। এমন মধুর পদার্থ জগতে কি আর

কোথাও দেখিয়াছি।—তাহার সেই মধুর কাতর দৃষ্টি আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিঁধিয়া আছে;—তাহার প্রেমময়, হৃদয়-দাহী অথচ শান্তিময় কথাগুলি—সেই অগ্নিময় অশ্রুজল!—আমি মুগ্ধ হইলাম,—আত্ম-বিস্মৃত হইলাম,—দেশ কাল ভুলিয়া গেলাম।—পিতা যে তাঁহার রোগশয্যা ছাড়িয়া আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন,—আমার পার্শ্বে বসিয়া আমার কপালবিলম্বী কেশগুচ্ছ হাত দিয়া সরাইয়া দিতেছেন—কিছুই জানিতে পারি নাই।

পিতা আমার মস্তক ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া একটু উচ্চস্বরে বলিলেন,—'বিন্দু'—

আমার মোহ ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিলাম। একটু বিরক্তি জন্মিল। কোন উত্তর করিলাম না।

পিতা একটু উপহাস করিয়া বলিলেন,—'কলিকাতায় থাকিয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছিলে—সেই শোক বড়ই লাগিয়াছে!'—আমি উত্তর দিলাম না। পিতা একটু পরে বলিলেন,—'তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ইচ্ছা হয়, স্বয়ং পাত্রী দেখিয়া আসিতে পার।'—আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—'আমি বিবাহ করিব না; যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিব।'

পিতা আমার দক্ষিণ হস্ত তাঁহার হস্তে লইয়া বলিলেন,—'বাবা বিন্দু, আমি কেবল তোমার মুখ দেখিয়া সংসারে আছি। তোমাকে দেখিলে আমার এই রুগ্ন ক্ষীণ দেহে বলসঞ্চার হয়। তোমাকে সুখী দেখিয়া মরিতে পারিলেই আমার এখন পরিতৃপ্তি হয়;—তুমি আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিবে?'

আমি। কাল সন্ধ্যার সময় প্রতিশ্রুত হইয়াছি,—বিবাহ করিব না।—তবে শিবানী—

পিতা। শিবানীকে ভুলিয়া যাও—

আমি। ভুলিব না। সম্ভব হয় ত তাহাকে বিবাহ করিব।

পিতা ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার রোগ-পাণ্ডর মুখ আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন,—'শিবানীকে ভুলিয়া যাও, আমার কথা শুন। বার বার আমার অবাধ্য হইও না। আমার কথা না শুনিলে আমি তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিব।'

'আমি আপনার সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা করি না; দারিদ্র্য দুঃখের ভয়ও রাখি না। 'আপনার যাহাকে ইচ্ছা, আপনার সম্পত্তি দান করিয়া যাইতে পারেন।'

পিতা। নরাধম কুসন্তান,—আমি যে তোকে এত ভালবাসি, তোর মাতৃস্থানীয় হয়ে যে প্রতিপালন করিলাম—এই কি তার প্রতিদান?—আমার সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছ;—এই পীড়িত দেহ, এই ভাঙ্গা মনের উপর আবার বজ্রাঘাত করিতে চাও। নিষ্ঠুর কুসন্তান, দয়া মায়া, স্নেহ মমতা সব ভুলিয়াছ—পুরুষত্ব হারাইয়াছ?—এখনও আমার কথা শোন; শিবানীর নাম আর করিও না।

আমি সক্রোধে বলিলাম,—'কেন, সামান্য জীবের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাও কি আমার নাই? বিবাহ ত প্রণয়ের বন্ধন; প্রণয় কি অনুরোধে হয়?—যে যাহাকে চায়, সে তাহাকে পাইবে না কেন? সংসারের কি এই নিয়ম—যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহাকে পাইবে না? চিরজন্মের মত অসুখী হইবে! আমি শিবানীকে ভাল বাসি; সেও আমাকে ভাল বাসে'—

'তোর আবার ভাল বাসা'—পিতা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—'তোর আবার ভাল বাসা—তোর আবার প্রণয়;—নরাধম, কুসন্তান,—তুই জানিস্, কেন আমি বারণ করি?—তুই কি শিবানীর যোগ্য স্বামী?—তুই পাতকী, ঘোর পাতকী; শিবানীর মাহাত্ম্য, তার প্রেমের মাহাত্ম্য তুই কি বুঝিবি?—তাকে চিরদুঃখিনী করিবি—আপনিও অধঃপাতে যাবি। তুই যেমন এই শেষ দশায় আমার মনঃকষ্ট দিলি,—আমি অভিশম্পাত করিতেছি, সকল মনে অভিশম্পাত করিতেছি—যেন ইহার ফলভোগ হয়'—পিতা আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেলেন। আমি প্রথমে লক্ষ্য করিলাম না। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার ক্লেশকর নিশ্বাস, ও বিকৃত কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গিল। দৌড়িয়া গিয়া তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলাম। পিতা আমার দিকে চাহিলেন। আমার হাতখানি লইয়া আপনার বক্ষঃস্থলে দিবার চেষ্টা করিলেন। আমি তাহার বক্ষঃস্থলে হাত দিলাম;—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম,—'বাবা, বাবা'—

পিতা আবার চক্ষু চাহিলেন; মুখে প্রসন্নতা দেখিলাম। সেই সময়ের

সেই দৃষ্টি আমার হৃদয়ে আজিও বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আবার ডাকিলাম—'বাবা'—

পিতা প্রসন্নচক্ষে একটু চাহিয়া আবার চক্ষু বুজাইলেন—আমি আবার ডাকিলাম,—'বাবা';—আর তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল না। অকৃতজ্ঞ কুসন্তানের ক্রোড়ে পার্থিব দেহভার ফেলিয়া পিতা স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আমার জীবন সমুদ্রে আশাময় প্রথম বুদ্বুদ জলে মিশাইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাজ দ্রোহে।

পিতার শোকে প্রথমে অধীর হইলাম। তবে কালে সকলই পরিবর্ত্তন হয়। আমার শোকবেগ ক্রমে কমিল। আবার চতুর্দ্দিকে চাহিলাম; আবার শিবানী ক্রমে চক্ষু মন সমস্ত অধিকার করিয়া লইল। পিতার শেষ কথাগুলি ভুলি নাই। সর্ব্বদাই সেই কথা ভাবিতাম। সর্ব্বদাই মনে হইত,—আমি শিবানীর যোগ্য পাত্র নাই। অমনি ম্রিয়মাণ হইতাম; জগৎ শূন্য দেখিতাম; তখনই মনে হইত,—সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাই। আবার ভাবিতাম, সংসার ছাড়িয়া গেলে শিবানীকে না দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব।

সংসার ছাড়িয়া বনবাস আমার অদৃষ্ট-লিপি। যদি সেই সময়ে সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস লইতাম, তাহা হইলে কত সুখের হইত,—তাহা হইলে কত ক্লেশ এড়াইতাম, কতগুলি জীবের কল্যাণ হইত!—কত পাতকে অব্যাহতি পাইতাম। কিছু দিন অতীত হইলেই মনের চঞ্চলতা যাইত; শান্তিলাভে শেষ জীবন সুখে কাটাইতাম। কিন্তু আজীবন ঘোর ক্লেশ, ঘোর যাতনা সহ্য করাও আমার অদৃষ্ট লিপি। সেই জন্য সে সময়ে মায়ার মোহে সংসার ছাড়িতে পারিলাম না।

শিবানী আমাদের বাটীতে আর বড় আসিত না। এক দিন তাহাদের বাটীতে তাহাকে নির্জ্জনে দেখিয়া পিতার শেষ কথাগুলি সমস্ত বলিলাম। শিবানী প্রথমে কাঁদিল। তাহার পর নিজের অসারতা প্রমাণ করিল; আমার মহত্ত্ব খ্যাপন করিল। পিতার আজ্ঞা-পালনে অনুরোধ করিল। তাহার পর কতরূপ বুঝাইল। আমি বলিলাম,—'শিবানি, দেখ, সংসারে কেবল পিতা আপনার ছিলেন,—এখন আর আমার কেহই নাই। এই বিশাল জগতে

আমি একাকী। এই বিস্তৃত বাটীতে আমি একাকী। এত বাটী, ভূমি, ধন সম্পত্তি কাহার জন্য!'

শিবানী বিষণ্ণ মুখে বলিল,—'তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া গিয়াছেন; তুমি বিবাহ কর। তখন আর একাকী হইবে না।'

আমি। কাহাকে বিবাহ করিব?—তুমি কি আমার মন জান না।

শিবানী। তোমার পিতার আদেশ।

আমি। তোমার সহিত বিবাহে পিতার অসম্মতির কারণ ত বলিয়াছি। তাঁহার নিষেধ ছিল না। তবে প্রকৃতই আমি তোমার প্রণয়-লাভে অধিকারী নই। কিন্তু শিবানি, মনকে বুঝাইতে পারি না। এখন তুমি ভিন্ন এ জগতে আমার আর কিছুই নাই—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, শরীর, মন, প্রাণ সমস্তই তোমার রূপ-গুণে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। তোমাকে না দেখিলে প্রাণ অস্থির হয়। কত সময় সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইতে, কতবার আত্মহত্যা করিতেও উদ্যত হইয়াছি;—কিন্তু প্রতিবারই ঐ মুখখানি মনে পড়িবামাত্র আমাকে বিকলাঙ্গ হইতে হইয়াছে।

শিবানী আমার মুখের দিকে চাহিল;—তাহার চক্ষুপ্রান্ত দিয়া এক বিন্দু অশ্রুজল পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। তাহার হস্ত ধারণ করিলাম।—শিবানী বাধা দিল না। কতবার হাতখানি হৃদয়ে ধরিলাম, কতবার ওষ্ঠপ্রান্তে লইয়া পেষণ করিলাম;—তথাপি মনের তৃপ্তি হইল না।

ইহার অল্পদিন পরেই শিবানীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু আশা মিটিল না। বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ হৃদয়ের জ্বালা ধরিয়াছিল—এখনও সেই জ্বালা; তখন যেরূপ প্রেমোন্মাদ জন্মিয়াছিল, এখনও তাহাই;—বরং ক্রমেই তাহার পরিমাণ, বেগ, আতিশয্য বাড়িতে লাগিল। হৃদয় সুখময় ক্লেশের গুরুভারে নিপীড়িত হইতে লাগিল। আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া স্রোতে আত্ম-বিসর্জ্জন দিলাম। কিন্তু তথাপি আশা মিটিল না।

শিবানীও আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। তথাপি তাহার প্রণয়ের প্রতিদানে, তাহার পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জনে, তাহার প্রাণ-দানেও আমার তৃপ্তি জন্মিল না;—আমার আশা মিটিল না।

জমিদারের সংসার। অনেক লোক জন; অনেক কাজ; শিবানীকে

সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত। গ্রামস্থ কত স্ত্রীলোক আসিত,—তাহাঁদের অভ্যর্থনা করিতে হইত; তাহাদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতে হইত। ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে সম্মানার্থ প্রতিবেশীদিগের বাটীতে যাইতে হইত। এই সকল কারণ বশতঃ তাহার যে সাময়িক অদর্শন ঘটিত, তাহা সহ্য করিতে পারিতাম না। পিতার মৃত্যুর পর অবধি শিবানীর পিতা আমার হইয়া—আমার বৈষয়িক ও সাংসারিক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শিবানী অনেক সময় তাহার সহিত কথা বার্ত্তায় থাকিত।—ইহাও আমার সহ্য হইত না। ঐরূপ কারণ বশতঃ যদি শিবানী কখন পিতৃগৃহে বা কোন প্রতিবেশি-ভবনে যাইতে চাহিত, অনুমতি দিতে পারিতাম না;—নিষেধ করিতেও পারিতাম না। নীরবে থাকিতাম,—কিন্তু ক্রোধোদয় হইত। শিবানী কাহারও সহিত কখন কথা বার্ত্তা কহিলে তাহার উপর ক্রোধ জন্মিত,—আমার নিজের উপরও ক্রোধ জন্মিত। এরূপ অবস্থায় সময়ে সময়ে তাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতাম না। সে সময়ে শিবানীও ভয়ে কথা কহিত না,—নীরবে, বিষণ্ণ ভাবে থাকিত। তাহাতে আরও ক্রোধের বৃদ্ধি হইত। একদিন শিবানী প্রতিবাসিনীগণের সহিত বসিয়া কথা বার্ত্তা, হাস্য পরিহাস করিতেছিল। আমি অনেকক্ষণ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। শেষে দারুণ ক্রোধোদয় হইল।—শিবানী নিকটে আসিয়া মুখ দেখিয়া আমার মনের ভাব বুঝিল। অনেক ক্ষণ নিকটে বসিয়া রহিল। শেষে আমার হাত ধরিয়া মুখের দিকে চাহিল। আমি বলপূর্ব্বক তাহার হাত ছাড়াইয়া বাহিরে গেলাম। অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম,—দেখি, শিবানী শয়ন করিয়া কাঁদিতেছে।—আমার ক্রোধ বাড়িল, তাহাকে তিরস্কার করিলাম;—শিবানী সাশ্রু নয়নে একবার আমার দিকে চাহিল,—আবার শয্যাতলে মুখ লুকাইল।—আমি আরও বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া আবার বাহিরে গেলাম।

এইরূপে দুই তিন বৎসর কাটিল। আমি যে সময়ে সময়ে শিবানীকে তিরস্কার করিতাম, নির্দ্দয় ব্যবহার করিতাম—সেও কেবল প্রণয়ের আতিশয্য নিবন্ধন। তাহার মুখ বিষণ্ণ দেখিলে বুক ফাটিয়া যাইত। রাগ করিয়া অধিকক্ষণ দূরে থাকিতে পারিতাম না;—আবার নিকটে আসিয়া ক্রোধভরে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। সময়ে সময়ে কলিকাতায় চলিয়া যাইতাম; কিন্তু

সেখানে থাকিতে পারিতাম না। কলিকাতায় যে সকল প্রলোভনে মন আকৃষ্ট হইয়াছিল, এখন আর তাহাতে প্রয়াস ছিল না। সে সকল প্রলোভন সামগ্রীর দিকে চাহিতেও প্রবৃত্তি হইত না। যে স্থান এক সময়ে সকল সুখের আলয় বলিয়া মনে করিতাম,—যেখানে আমার পূর্ব্ব সঙ্গিগণ এখনও নানা প্রকার আমোদে কাটাইতেছেন, সেখানে আমি হৃদয়ের গুরুভারে পীড়িত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতাম। আহারে প্রবৃত্তি হইত না; রাত্রিতে নিদ্রা আসিত না। শেষে অসহ্য যন্ত্রণা সহিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতাম।

দিবারাত্রি শিবানী আমার দৃষ্টিপথে; তাহার কথা যেন সর্ব্বক্ষণ আমার কর্ণে বাজিত। সর্ব্বদাই যেন তাহার মুখের ঘ্রাণ পাইতাম। সেই মূর্ত্তি সর্ব্বদাই মনে জাগরূক। সর্ব্বদাই সেই কথা ভাবিতেছি। এমন সময় অনেক ঘটিয়াছে, যে সময়ে ক্রোধভরে শিবানীর সহিত কথা কহিতেছি না,—হয় ত তখনই তিরস্কার করিয়াছি,—সে সময়েও তাহার কথাই ভাবিতেছি। শিবানী যদি আমার হৃদয়ের ভিতর দেখিতে পাইত, তাহা হইলে আর আমার কাজে দোষ দেখিত না;—দুঃখ করিত না;—সর্ব্বদাই বিষণ্ণ ভাবে, বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিত না;—দিন দিন শুখাইয়া যাইত না। সে আমার গতি বিচিত্র, কার্য্য অস্বাভাবিক মনে করিত। হয় ত ভাবিত,—আমার স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে;—পূর্ব্ব দোষ গুলি আবার দেখা দিয়াছে। শিবানী সময়ে সময়ে নির্জ্জনে কাঁদিত; আর সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিত। ক্রমে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। সময়ে সময়ে তাহাকে কত বুঝাইতাম। আমার অস্বাভাবিক বিচিত্র ব্যবহারের কারণ ভাঙ্গিয়া বলিতাম; ক্ষমা চাহিতাম, মিনতি করিতাম। শিবানী হয় ত সমস্ত বিশ্বাস করিত না। হয়ত আমার কথা প্রবোধবাক্য মনে করিত। নতুবা তাহার সোণার অঙ্গে কালিমা রেখা দেখা দিবে কেন?

সুবর্ণ-পুত্তলীবৎ একটি পুত্র প্রসব করিয়া শিবানী হাসিতে হাসিতে আমাকে আনিয়া উপহার দিল। ক্রমে ক্রীড়মান বালকের হাস্যে স্বর্গসুখ দেখিলাম। শিবানীর স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে দেখিয়া কিছুদিন পশ্চিমে গিয়া বাস করিব—স্থির করিলাম। তাহার পিতা সম্মতি দিলেন। কিন্তু বিষয় কার্য্যের অনুরোধে সঙ্গী হইতে পারিলেন না।

আমরা তীর্থ যাত্রায় বাহির হইলাম। প্রথম দিন অধিক দূর যাওয়া হইল

না। দ্বিতীয় দিন রাত্রি শেষে আবার যাত্রা আরম্ভ হইল। আমার লোক জন অগ্রসর হইয়াছে। শিবানীর শিবিকা অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। তাহার পশ্চাতে আমি অশ্বারোহণে। আর কয়েকজন ভৃত্য অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে। অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছি—সহসা বালকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাঁড়াইলাম। আবার সেই রোদনধ্বনি।—ভয় কাহাকে বলে তাহা আমি জানিতাম না। বিশেষ তখন আমি অশ্বপৃষ্ঠে সশস্ত্র। শব্দ শুনিয়া সেই দিকে চলিলাম। অল্পদূরে জ্যোৎস্নালোকে দেখি,—দুই জন লোক পলাইতেছে। অবিলম্বে একজনকে ধরিলাম। তাহারা শিশুটিকে ফেলিয়া পলাইতে ছিল। যাহাকে ধরিলাম সে প্রথমে তরবারি বাহির করিল। আমি স্বীয় তরবারি সঞ্চালনে তাহাকে নিমেষ মধ্যে নিরস্ত্র করিলাম। তাহাকে দস্যু বলিয়া স্থির হইল।—শিশুটির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দস্যু প্রাণভয়ে সমস্ত বলিয়া ফেলিল। শিশুসন্তানটি কোকিল ভঞ্জের রাজা শিবসিংহের দুহিতা। শিব সিংহের মহিষী কন্যাটি লইয়া পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন। রাজ-সহোদর লক্ষ্মণ সিংহের চক্রে দস্যুদল পথে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। তাঁহার আদেশ মত তাহারা কন্যাটিকে সুবর্ণরেখার জলে বিসর্জ্জন দিতে যাইতে ছিল। অপর কয়েকজন মহিষীকে লইয়া কোন্ দিকে গিয়াছে—দস্যু তাহা বলিতে পারিল না।

দস্যু অনেক বিনয় করিয়া ক্ষমা চাহিল এবং আমার আদেশ পাইয়া চলিয়া গেল। আমি বস্ত্রাবৃত শিশুটি লইয়া ত্বরিত পদে শিবিকার অনুসরণে চলিলাম। প্রভাতালোকে দেখিলাম, বালিকার বামস্কন্ধে অস্ত্রাঘাত লাগিয়াছিল;—তাহা হইতে তখনও রক্ত নির্গত হইতেছে। ক্ষতস্থান একরূপ বাঁধিয়া দিলাম। অনেক দিনের পর সেই ক্ষত আরোগ্য হয়। কিন্তু তাহার চিহ্ন রহিয়া গেল। মনিয়া যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অদ্যাপিও সেই চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী লোক জন আসিয়া যুটিল। আমি চারিজন অশ্বারোহী অনুচরকে কোকিলভঞ্জ-মহিষীর অনুসন্ধানে পাঠাইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম।

বেলা এক প্রহরের সময় শিবিকার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বলিলাম,—'শিবানি, দেখ, আমিও তোমাকে একটি গোলাপ ফুল উপহার দিতেছি।'

শিবানী শিশুটির শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। রাজা শিবসিংহের মহিষীর দুর্দ্দশা শুনিয়া শিবানী কাঁদিল।

নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, অরণ্য পর্ব্বত, নদী পার হইয়া আমরা চলিলাম। পথে বরাবর আমি শিবিকার পার্শ্বে থাকিতাম। নানাবিধ কথা বার্ত্তায়, প্রণয়-প্রসঙ্গে বনবিহার-সুখে সময় কাটিত। একদিনের জন্যও আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। শিবানীর মুখে সর্ব্বদাই স্থির বিদ্যুল্লতার ন্যায় হাস্য-রেখা বিরাজ করিত। পথের ক্লেশেও তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

দুই মাস পরে কাশীক্ষেত্রে আসিয়া আমরা বাসস্থান গ্রহণ করিলাম। শিবানী সর্ব্বদাই নানা দেব দেবী দর্শনে যাইত। আমি নিষেধ করিতাম না; কিছু বলিতাম না;—কিন্তু বিরক্ত হইতাম। আমার ইচ্ছা,—সর্ব্বদা একত্র বসিয়া থাকি, সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে পাই;—তাহার কথা শুনিয়া প্রেমোন্মাদে সময় কাটাই। কিন্তু দেবসেবার অনুরোধে সর্ব্বদা তাহা ঘটিত না। সেই কারণে ক্রমে মনে আবার অন্ধকার-সঞ্চয়,—ক্রমে তাহার ভারে হৃদয় পীড়িত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে আমার স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল;—আবার কথায় রুক্ষভাব;—আবার শিবানীর সুন্দর মুখে মলিনতা দেখা দিল। তাহার মুখের হাসি মুখে মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমারও বিরক্তি বাড়িতে লাগিল।

চারি মাস কাটিয়া গেল। শিবানী তাহার দুটি শিশু লইয়া ব্যস্ত থাকিত;—মনের ভাব গোপন করিয়া বালকদিগের সহিত হাসিত,—আমার ক্রোড়ে আনিয়া দিত। গোপন করিলেও আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতাম। মনের কষ্ট গোপন করিত বলিয়া আরও বিরক্ত হইতাম। শেষে পূর্ব্ববৎ তিরস্কার করিতেও সঙ্কুচিত হইতাম না।

প্রায় পাঁচ মাস পরে আমার এক অনুচর রাজা শিবসিংহের মহিষীকে লইয়া কাশীতে আসিল। অনেক অনুসন্ধানের পর শুশুনা-পর্ব্বত-মূলে এক গোপাল গৃহে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। বহু কষ্টে তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিতে ছিল। সহসা শোণভদ্র তীরে মহিষীর শত্রুগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটনা হয়। সেই সময় আমার এক প্রাচীন অনুচর

মহিষীকে লইয়া পলায়ন করে। অবশিষ্ট কয় জনের কি হইল, তাহা সে বলিতে পারিল না। পরেও তাহাদের কোন সংবাদ পাই নাই।

মহিষীকে পাইয়া শিবানী সুখী হইল। মনের কষ্টে তাহার দিন কাটিতেছিল। এখন তাহার মুখে সময়ে সময়ে—ঘোর বর্ষার দিনে সাময়িক সূর্য্যালোকের ন্যায় মলিন হাসি দেখিতাম। কিন্তু তাহাতে আমার মনের পরিবর্ত্তন হইল না। শিবানীর সতত-মলিন মুখ দেখিলেই আমার ক্রোধোদয় হইত; দুই একবার ক্রোধ বশে মহিষীর সম্মুখেও তাহাকে তিরস্কার করিয়াছি।

আবার শিবানীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিল। তাহার তারুণ্য-মার্জ্জিত অঙ্গের লাবণ্য অন্তর্হিত হইল; শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এক দিন আমার কাছে আসিয়া যুক্ত-করে বলিল,—'আমার বড় ইচ্ছা, দেশে ফিরিয়া যাই। এক বার বাবাকে দেখি।'—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুজলের ধারা বহিল।

শিবানী যদি আমাকে দেশে ফিরিতে আদেশ মাত্র করিত,—আমি কখনই তাহাতে বাধা দিতে পারিতাম না। কিন্তু আজি তাহার কাতর-ভাবে আমার মনে ঘোর বিরক্তি জন্মিল। আমি অসম্মত হইলাম। উপহাসচ্ছলে তিরস্কার করিলাম। শিবানী আবার কাঁদিল।

শিবানীর সহবাস আমার পক্ষে ক্লেশকর হইতে লাগিল; অথচ তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে পারিতাম না। মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ইতস্ততঃ কাজের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলাম। সহচর অনেক জুটিল; কাজও যথেষ্ট পাইলাম।

এই সময়ে কানপুর অঞ্চলে সিপাহীবিদ্রোহের ঘোর অগ্নি জ্বলিতে ছিল। ক্রমে কাশীতে সেই অগ্নির উত্তাপ অনুভূত হইল। চারিদিকে দলে দলে লোক রাজার অনুকূলে বা প্রতিকূলে নানাবিধ মন্ত্রণা ও চিন্তায় নিযুক্ত হইল। আমিও একদলে মিশিলাম। সেই আন্দোলনে, সেই উন্মাদক উৎসাহে মন প্রমত্ত হইল। শিবানীর চিন্তা কিছুকালের জন্য আমাকে ছাড়িল। বিমর্ষ ভাব ঘুচিল। আমি এক দলের মুখপাত্র হইলাম। কখন কখন সমস্ত রাত্রি পরামর্শে অতিপাতিত হইত;—কখন ভয়, কখন আশ্বাস, কখন উৎসাহে মন পূর্ণ থাকিত। প্রায়ই গৃহে যাইতাম না। কিন্তু গৃহে যাইলেই আবার মনঃ-

পীড়া আসিয়া উপস্থিত হইত। শেষে শিবানীকে দেশে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলাম। আর সে সময়ে কাশীর অবস্থানুসারে স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়া ছিল। কিন্তু সে কথা শিবানীকে বলিলাম না।

এক দিন বলিলাম,—'শিবানি, তুমি আমার সহবাসে সুখী নও। আমিও তোমার সহবাসে নিতান্ত অসুখী। অতএব এস, সময়ে পৃথক হই। তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। ঈশ্বরের মনে থাকেত আমাদের আবার দেখা হইবে।'

শিবানী কাঁদিল। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিল; কিন্তু শেষে তিরস্কার সহিয়া নিরস্ত হইল। রাজা শিবসিংহের মহিষী স্বদেশ-প্রতিগমনে একান্ত উৎসুক হইয়া ছিলেন। তিনি শিবানীকে অনেক বুঝাইলেন। শেষে শিবানী একটু আশ্বস্ত হইল। লোক জন সঙ্গে দিয়া তাহাকে দেশে পাঠাইলাম।

সংক্ষেপে বলিয়া যাই;—বিদ্রোহের স্রোত কাশীতে আসিয়া লাগিল। কয়েক দিন মহা গোল। শেষে বিদ্রোহিদল হত, আহত ও বন্দীকৃত হইল। আমি রাজদ্রোহে লিপ্ত না থাকিয়াও চক্রান্তে পড়িয়া বন্দীকৃত হইলাম। এক বৎসরের পর, বোধ হয় আমার দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় রাজপুরুষেরা আমাকে মুক্তি দিলেন।

মনঃপীড়ায়, ক্লেশে, দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়া জেলখানার বাহির হইলাম। কাশী শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে—দেখিলাম। বিশ্বেশ্বর-পুরীর দুর্দ্দশা দেখিয়া মন ব্যথিত হইল। ক্ষণকালের জন্য আপনার ক্লেশ ভুলিলাম;—অন্য মনে আমার বাসাবাটীর দিকে চলিলাম। সে খানে অন্য লোক বাস করিতেছে। তাহারা আমাকে চিনিল না।

বন্ধুবর্গ ও পরিচিত লোকদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকেই কেহ রাজদণ্ডে, কেহ যমদণ্ডে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন। কেহ নির্য্যাতন ভয়ে দেশত্যাগী হইয়াছেন। যাহারা আছেন তাহারাও কেহ আমার অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করিলেন না;—আশ্রয় দিলেন না। কেহ ভয়ে, কেহ ঘৃণা বশতঃ, কেহ বা নিষ্কারণে আমাকে ত্যাগ করিলেন। অনেকে কথাও কহিলেন না। কিন্তু সে লাঞ্ছনা, সে অপমান, সে ক্লেশেও জীবন বাহির হইল না। অকুল সাগরে ভাসমান নাবিক যেমন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটি মাত্র তারা দেখিয়া আশা-

পূর্ণ হয়, শিবানীর প্রেমপূর্ণ পবিত্র মুখ খানিও সেইরূপ আমার এই দারুণ দুঃখ-সময়ে জীবন রক্ষার সহায় হইল।

চারি পাঁচ দিন পথে পথে ভ্রমণ করিলাম। বাটীতে পত্র লিখিয়াছিলাম—কিন্তু উত্তর-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এক দিন গঙ্গাতীরে দেশের এক জন পরিচিত লোক দেখিলাম। আগ্রহের সহিত তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসিলাম। শেষে তাহার নিকট শুনিলাম,—রাজদ্রোহী বলিয়া রাজদণ্ডে আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; আমার শ্বশুর ও পরিবারবর্গ প্রায় ছয় মাস হইল, দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছেন।

শুনিবামাত্র মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। সমস্ত শরীর যেন সেই আঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। সকল দিক শূন্য, অন্ধকার, অস্থির, দোলায়মান দেখিলাম। আমার প্রতিবেশী আমাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মুখে শেষে শুনিলাম, তিনি গণেশ মহল্লায় একটি বাটীতে আমার শ্বশুরকে সম্প্রতি দেখিয়াছেন।

আমি বাটীর নির্দ্দেশ জানিয়া সেই দিকে দ্রুতপদে চলিলাম। বাটীর বহির্দ্বারে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া শেষে বসিলাম। শীর্ণ দেহে, জীর্ণ বস্ত্রে ভিক্ষুকের ন্যায় বসিয়া ভাবিতেছি,—সহসা শিবানী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি উঠিলাম না, কথা কহিলাম না। শিবানী কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে চাহিয়াই আমার কণ্ঠলগ্ন হইল। অশ্রুজলে আমার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। আর সহ্য হইল না—বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলাম। এই অবস্থায় তাহার পিতা আসিয়া আমাদিগকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন।

যথাসময়ে তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিলাম। রাজা শিবসিংহের মহিষী কাশীতে আনীত হইলে আমি সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া রাজাকে পত্র লিখি। ঘটনাবশে পত্রখানি তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সিংহের হস্তে পড়ে। পত্র পড়িয়া তিনি আমার উপর জাতক্রোধ হন। তাহার পর বিদ্রোহস্রোতে পড়িয়া আমি বন্দী হইলাম। এদিকে লক্ষ্মণ সিংহের চক্রান্তে রাজা শিবসিংহও বিদ্রোহলিপ্ত বলিয়া ইংরাজরাজের সন্দেহভাজন হন। রাজ্যও শত্রু-সঙ্কুল হইয়া উঠে। শেষে রাজা গোপনে রাজ্যত্যাগ করিয়া সকল বিপদ ও অপমানের হস্তে রক্ষা পান। তিনি কোথায় গিয়াছেন,—জীবিত আছেন কিনা, কিছুই নিশ্চয় নাই।

রাজা দেশ ত্যাগ করিয়া গেলে তাহার উপর প্রজাবর্গের ঘোর মায়া দেখা গেল। তাঁহার চারি পাঁচটি পুত্র ও কন্যা ইতিপূর্ব্বে চৌরহৃত হয়। সন্তান-গুলি লক্ষ্মণ সিংহের চক্রান্তে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করিল। মহিষী ও তাঁহার শিশু কন্যার অন্তর্দ্ধানও লক্ষ্মণ সিংহের কার্য্য বলিয়া ভাবিল। শিবানীর পিতা এই সংবাদ পাইয়া কোকিলভঞ্জে মহিষীর সংবাদ পাঠাইবেন—স্থির করিলেন। সহসা একদিন একজন সিপাহী আসিয়া তাহাকে রাজ-দরবারে আহ্বান করিল। রাজধানীতে গিয়া সে দিন রাজদর্শন ঘটিল না। কিন্তু শুনিলেন,—যে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে তিনি নিজে সংলিপ্ত বলিয়া সন্দেহ জন্মিয়াছে। আর রাজদ্রোহিতা অপ-রাধে কাশীতে আমি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি ইংরাজরাজ-কোষ-জাত হইবার সম্ভাবনা। তিনি ভয়ে স্তম্ভিত হইলেন। শিবানী সমস্ত শুনিয়া সেই রাত্রিতেই কাশীযাত্রার জন্য ব্যগ্র হইল। মহিষীও আত্মরক্ষার জন্য তাহার প্রস্তাবে মত দিলেন। রাত্রিতে তাহারা দেশত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য আশ্রয় করিলেন। তাহার পর কাশীতে আসিয়া ভয়ে অতি গোপনে বাস করিতেছেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমার কোন সংবাদ পান নাই। আমাদের এক প্রতিবাসীর নিকট তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি শুনিয়া শিবানী বড় চিন্তিত হইল। বলিল,—'হয়ত এ কথা আমাদের দেশে জানিলে আবার কি বিপদ ঘটিবে।'

সকল সম্পত্তি ঘুচাইয়া, দারিদ্র্যের মুখ দেখিয়া এখন আমাকে শাস্ত্রী মহাশয়ের আশ্রয় লইতে হইল। এক দিন আপনার ভাগ্যবিপর্য্যয় ভাবিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া আছি,—শিবানী দেখিল এবং আমার হাত দুটি ধরিয়া মুখের দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া বলিল,—'তোমার কি অসুখ হইয়াছে?'

অশ্রুজলে শিবানীর মুখখানি সিক্ত করিয়া বলিলাম—'না; তবে দেখ,—আমার এখন আর কিছুই নাই। কিরূপে চলিবে বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার শিশুসন্তানটির কষ্ট আমি দেখিতে পারিব না। তাই মনে করিতেছি,—কলিকাতায় গিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করি।'

'আর আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না;'—শিবানী আমার হাত ধরিয়া কাতর ভাবে বলিল,—'আর তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। যখন তোমার যথেষ্ট

ধন সম্পত্তি ছিল, তখন আমি নিকটে না থাকিলেও তোমার কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সেই জন্য তখন কাশী ছাড়িয়া গিয়াছিলাম। এখন কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারিব না। এখন আমি কাছে না থাকিলে তোমার কষ্ট হইবে। আমার কথা যদি না শুন, তাহা হইলে তোমার পদতলে পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহাই যথেষ্ট। তোমার মন একটু স্থির হইলে এখানে থাকিয়াও উপার্জ্জন হইবে। আমাদের কখনই অভাব হইবে না।

আমার চক্ষে জল আসিল; বলিলাম, 'না,—শিবানি, আর তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তবে—কলিকাতায় গেলে আমার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের কোন উপায় হয় কিনা, দেখিতে পারি।'

'এখন দেশে গেলে কেবল বিপদ। লক্ষ্মণসিংহ এখন কোকিল ভঞ্জের রাজা। আমাদের রাজদরবারে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে; অনায়াসে অনর্থ ঘটাইতে পারিবেন। ইহার পর যদি সময় হয়, তখন সকলেই দেশে যাব।'

আমিও সেই আশা হৃদয়ে ধরিলাম। সেই আশার আলোকে ভবিষ্যৎ কাল আলোকিত দেখিলাম। তখন ভাবিলাম না,—যে কেবল অন্ধকার, ঘোর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ভোগ আমার অদৃষ্ট লিপি। এই তামসী রাত্রির অবসান নাই,—আর এই তমসাচ্ছন্ন জীবনেরও অবসান নাই।"

ধ্বজাধারী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। আমরা বুঝিলাম, আজিও তাহার মন মায়ার বন্ধন কাটাইতে পারে নাই; দুঃখ, শোক, ক্লেশের শাসন অতিক্রম করিতে পারে নাই;—তুষারমণ্ডিত আগ্নেয় পর্ব্বতের ন্যায় শান্তি-বেশাবৃত ধ্বজাধারী অন্তরে কালাগ্নির জ্বালায় চিরদগ্ধ হইতেছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণে।

অনেকক্ষণ পরে ধ্বজাধারী আবার বলিলেন,—"দুই বৎসর কাটিয়া গেল। শিবসিংহের মহিষীও ক্রমে একটু আশ্বস্ত হইলেন। আমরা সকলে বসিয়া

শিশুদিগের ক্রীড়া দেখিতাম। আমি আদর করিয়া রাজকন্যার নাম মনিয়া রাখিলাম। আমি তাহাকে বড় ভাল বাসিতাম। সেও সকলের অপেক্ষা আমার নিকট থাকিতে অধিক ভাল বাসিত। তাহার মধুর হাস্যে, অর্দ্ধোচ্চারিত কথায় স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতাম।

আমার পুত্রের নাম রঘুনন্দন। কিন্তু মহিষী তাহার কৃষ্ণ-দমন নাম করেন। নামটি আমার নিকট বিচিত্র বলিয়া বোধ হইত। মহিষীর এই আচার-বিরুদ্ধ নাম-করণের কারণ এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—কোকিল ভঞ্জের রাজ সংসারে কৃষ্ণ শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। রাজা শিবসিংহ তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তথাপি কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণসিংহের প্রবর্ত্তনায় তাঁহার ঘোর অনিষ্ট সাধিল। তাহারই সাহায্যে রাজার পূর্ব্ব সন্তানগুলি ক্রমে ক্রমে অপহৃত ও বিনষ্ট হয়। তাহার পর সকল কথা জানিতে পারিয়া রাজা কৃষ্ণশর্ম্মাকে সবংশে বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন। রাজ পুরুষেরা তাহার বাটী ঘেরিল। কৃষ্ণ অপথে পলাইয়া জীবন রক্ষা করিল। তাহার স্ত্রী ধরা পড়িবার ভয়ে অপথে পলাইয়া শেষে বর্ষাপ্রখরা সুবর্ণরেখার জলে ঝাঁপ দিল;—সকলের সমক্ষে তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। ব্রাহ্মণের কুলমণি নামে দ্বাদশ বর্ষীয় এক পুত্র ছিল। তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। লোকে বলিল,—সে সৈনিকদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে।

ইহার একবৎসর পরে মহিষী যখন পুরুষোত্তম তীর্থ দর্শন করিয়া রাজধানীতে আসিতে ছিলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণশর্ম্মা লক্ষ্মণসিংহের সেনাগণের নেতা হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার শিশু কন্যাটি লইয়া যখন নদীতে বিসর্জ্জন দিতে যায় সেই সময়ে আমার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। মহিষী সংকল্প করিয়াছেন,—কৃষ্ণদমনের সহিত মনিয়ার বিবাহ দিবেন। জামাতা কৃষ্ণশর্ম্মার সংহার সাধন করিয়া তাঁহার বৈর নির্য্যাতন করিবে।

কোকিলভঞ্জের রাজরাণীর আশার কথা শুনিয়া মনে বড়ই ক্ষোভ জন্মিল। তাহার প্রতি সম্মান-বুদ্ধিতে আমরা সকলেই রঘুনন্দনকে কৃষ্ণদমন বলিয়া ডাকিতাম।

কৃষ্ণদমন বড় শান্ত স্বভাব। সে আমার কাছে আসিতে বা থাকিতে ভাল বাসিত না। সর্ব্বদা নিস্তব্ধ ভাবে মহিষী ও তাহার মাতার নিকট বসিয়া

থাকিত। তাহার সুবৃহৎ চক্ষু সর্ব্বদাই তাহাদের উপর বিন্যস্ত থাকিত। মহিষী আপনার কন্যা অপেক্ষাও তাহাকে অধিক ভাল বাসিতেন।

মহিষী নিজের চিন্তা, নিজের গৌরব এবং কৃষ্ণদমনকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। শিবানীর পিতাও এখন বিষয় কার্য্য সমস্ত হারাইয়া একাকী ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শিবানীও আত্মপ্রকাশ ভয়ে সর্ব্বদা বাটীতে থাকিত। এমন কি, দেবদর্শনেও যাইত না। আমি সর্ব্বদাই শিবানীর সহিত একত্র থাকিতাম। পূর্ব্ব কথা সমস্ত ভুলিলাম। এখন কেবল শিবানীই আমার সমস্ত জীবন মন অধিকার করিয়া লইল। আমার প্রেমের আতিশয্য দর্শনে সময়ে সময়ে শিবানী বিমনা হইত; আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত;—কোন কথা কহিত না।

কুক্ষণে কল্যাণী নামে এক অপূর্ণবয়স্কা ব্রাহ্মণী আসিয়া জুঠিল। বাক্‌চাতুর্য্যে সে আমাদের বাটীর রমণীমহলে বড় পসার করিয়া বসিল। সে যখন আসিত, তখনই শিবানীকে লইয়া কথা বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইত।

কল্যাণীর ভাব ভঙ্গীতে প্রথমাবধি তাহার উপর আমার একরূপ অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাহার দৃষ্টির প্রখরতা আমার ভাল লাগিত না। তাহার মুখ, তাহার দৃষ্টি, তাহার কথায় যেন একরূপ বিষ মিশ্রিত বলিয়া বোধ হইত। সে সর্ব্বদা আমাদের বাটীতে আসে—ইহা আমার অনিচ্ছা। কিন্তু মহিষী ও আমার শ্বশুর উভয়েই তাহার সাধুতার ব্যাখ্যা করিলেন। শিবানী নিজে কোন কথা বলিল না। তাহাতে আমার আরও সন্দেহ হইল। মনে করিলাম,—তাহারই অনুরোধে শাস্ত্রী মহাশয় ও মহিষী কল্যাণীর পক্ষ সমর্থন করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর বাটীতে আসিতেছি,—দেখি, কল্যাণী আমাদের বহির্দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দুই জন পুরুষের সহিত কি পরামর্শ করিতেছে, আর হাত নাড়িতেছে।—আমি নিকটে না আসিতে আসিতেই কল্যাণী আমাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল; তাহার সহচরেরাও অন্তর্দ্ধান করিল।

আমি বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া সকল কথা শিবানীকে বলিলাম। তাহার প্রসন্ন মুখে যেন বিকৃতির চিহ্ন অনুভব করিলাম। শিবানী বলিল,—'তুমি বোধ হয় কল্যাণীকে দেখিতে পার না; সেই কারণে তাহার সকল কাজেই

দোষ দেখ। হয়ত সমস্তই তোমার কল্পনা;—মনে সর্ব্বদা যেরূপ ভাব, সেইরূপ দেখিতে পাও।'

শিবানীর কথায় ক্রোধ ও সন্দেহের উদয় হইল। সে দিন কাহারও সহিত কথা কহিলাম না। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। কত প্রকার ভাবিলাম;—শেষে শিবানীর উপরই সন্দেহ দৃঢ়মূল হইতে লাগিল।

পরদিন কল্যাণী আসিয়া সকল কথা শুনিল এবং কাঁদিয়া ভাসাইল। পিতা ও মহিষী তাহার পক্ষ হইলেন। আমার দারুণ বিরক্তি জন্মিল। ক্রমে সেই বিরক্তি মনোবিকারে পরিণত হইল। তাহার বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে শিবানীর উপর অকারণ ক্রুদ্ধ হইতাম; সময়ে সময়ে দুই চারি দিন কথা কহিতাম না; কখন বা তিরস্কার করিতেও ক্রটি হইত না। কিন্তু তাহাকে কল্যাণীর সঙ্গ ছাড়িতে বলিলাম না;—বলিলে তখন সকল বিপদ ঘুচিত। শিবানী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না।

বোধ হয় কল্যাণীর সাহায্যে সকল কথা শিবানীর পিতার কর্ণে উঠিল। তিনি দুই এক বার আভাসে আমাকে দুই এক কথা বলিলেন। আমার আরও ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। তিনি অত্যন্ত মনঃপীড়িত হইলেন। বৃদ্ধ বয়স ও পার্থিব দুর্ঘটনা সমূহে তাঁহার শরীর ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। তাহার উপর এই দারুণ মনঃপীড়ায় অবসন্ন হইয়া অল্পদিন মধ্যেই শয্যালীন হইলেন। সেই সময়ে তিনি আমাকে অনেক বুঝাইলেন;—শিবানীর আর কেহ নাই, আমিই তাহার অনন্যগতি বলিয়া অশ্রুজল মোচন করিলেন। তাহাতে আমার মনে বিপরীত ফল ফলিল—দেখিয়া শেষ সময়ে দারুণ মনোবেদনায় আমার দিকে কাতর-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। আমার মনে হইল,—তিনি আমাকে আরও কি বলিবেন। কিন্তু সময় ও সামর্থ্যে কুলাইল না। সর্ব্বভুক্ মৃত্যুর আলিঙ্গনে সকল যন্ত্রণায় মুক্তি লাভ করিলেন।

শিবানী বড় কাতর হইল। প্রথমে আমারও মনে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। দুই চারি দিনে ক্রমে মনের উদাসভাব একটু কমিল। কিন্তু শিবানী আমার প্রবোধ বাক্যে শীঘ্র শান্ত হইল না। সর্ব্বদা আমার দৃষ্টির বাহিরে বসিয়া নীরবে রোদন করিত। আমাকে দেখিলেই উঠিয়া যাইত; কিন্তু কল্যাণী আসিলে উঠিত না। সে নিকটে বসিয়া কত কি বলিত; শিবানী

শুনিত,—আর কাঁদিত।

আবার শিবানীর উপর আমার বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। অকারণে তাহাকে কতই তিরস্কার করিতাম। শিবানী আরও কাঁদিত। ক্রমে তাহার মনোহর সুন্দর মুখ খানি আবার বিষাদচ্ছায়ায় ম্লান হইল। শরীর কৃশ হইল। রোগের চিহ্ন দেখা দিল। তাহার অবস্থা দর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কিন্তু কথা কহিবার সময় সেই ক্ষোভ ক্রোধে ও অভিমানে পরিণত হইত। প্রবোধ বাক্য তিরস্কারে পরিণত হইত। শিবানী আমার মনের ভাব বুঝিয়াও কারণ জানিত না। অপমান ও লাঞ্ছনায় শয্যাতলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত।

তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। দেওয়ালি আসিল;—কল্যাণী নৌকারোহণে কাশীর দেওয়ালি দেখিবার প্রস্তাব করিল। হৃদয়ের যন্ত্রণায় আমি নিপীড়িত হইয়াছিলাম। ক্ষণিক শান্তি লাভের আশায় কল্যাণীর প্রস্তাবেও সম্মতি দিলাম।

প্রাতঃকালে কল্যাণী আমার নিকট আসিয়া বলিল,—'রাণী কি আপনার সহিত এক নৌকায় যাইবেন।'

কল্যাণীর হস্তে পরিত্রাণ পাইবার ও ক্ষণ কাল শিবানীকে একাকী গঙ্গা-বক্ষে পাইবার প্রত্যাশায় বলিলাম,—'দুই খানি নৌকা ভাড়া করিয়া এক খানিতে রাণী যাইবেন। তুমিও তাঁহার নৌকায় যাইবে। আমি বরং শিবানীর সহিত অন্য নৌকায় যাইব।'

কল্যাণী সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। অপরাহ্নে তাহার বন্দোবস্ত অনুসারে নৌকার দুই জন মাঝি আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাড়া স্থির হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর আমরা সকলে গঙ্গা তীরে আসিলাম। কল্যাণী সর্ব্বাগ্রে এক খানি নৌকায় উঠিয়া তীরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া' মাঝির সহিত কি কথা কহিতে লাগিল। মনিয়া আমার সঙ্গে আসিতে চাহিল। শিবানী কৃষ্ণদমনকে মহিষীর ক্রোড়ে দিয়া স্বয়ং মনিয়াকে লইয়া আমার নৌকায় উঠিল। মাঝিরা আমার উপদেশ মত দুই নৌকা এক সঙ্গে ছাড়িয়া দিল।

নৌকায় বসিয়া আলোক-মালা-বিভূষিতা কাশীর শোভা দর্শনে বিমোহিত হইলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই দুই খানি নৌকা পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। আমি মাঝিদিগকে বারবার দ্বিতীয় নৌকার নিকটে যাইতে বলিলাম। তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। নৌকা কাশী ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া

পড়িল। আমি মাঝিদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম;—সহসা কল্যাণীর উচ্চ চীৎকার শুনিলাম। কল্যাণী কাহাকে ডাকিতেছে,—বুঝিলাম। তাহার একটু পরেই আর্ত্তনাদ। আমি সন্দিহান মনে মাঝিকে সেই দিকে যাইতে বলিলাম —সে অন্য দিকে চলিল। মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল। সহসা উঠিয়াই হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা মাঝির মস্তকে প্রহার করিলাম। মাঝি জলে পড়িয়া গেল। আমি নৌকার কর্ণ ধরিয়া নৌকা ফিরাইলাম। মাল্লারা গোলযোগ তুলিল। আমার কথা মত শিবানী আসিয়া কর্ণ ধরিল। আমি যষ্টি লইয়া মাল্লাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলাম। তাহারা দুই জনেই নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং অন্ধকারে কোন দিকে ভাসিয়া গেল—দেখিতে পাইলাম না। সত্বর নৌকা ফিরাইলাম; অনুকূল স্রোতে বেগে অন্য নৌকার দিকে চলিলাম;— ক্রমে অপর পারে তীরের নিকট হইতে লাগিলাম; নৌকা দৃষ্টিপথে পড়িল; আরও নিকটস্থ হইলাম।—অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখিলাম,—১০। ১২ জন এক জন লোককে স্কন্ধে লইয়া পলাইতেছে। পশ্চাতে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি। আমি বলিলাম,—'কল্যাণী।'

কল্যাণী বিকট চীৎকার করিয়া বলিল,—'আপনার প্রাণ বাঁচা।'

আমরা নদীতীরে উপস্থিত হইতে না হইতে, তাহারা উপরে উঠিয়া আমাদের দৃষ্টির বাহির হইল। আমি অনেক চীৎকার করিলাম। সেই চীৎকার শব্দ তিমিরাবৃত প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া বায়ুহিল্লোলে দিগ্‌দিগন্তরে চলিয়া গেল; —ক্রমে দূরে মিলাইয়া গেল,—কেহ উত্তর দিল না।

আমি দ্বিতীয় নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। অন্ধকারে নক্ষত্রালোকে হস্তাবমর্ষে দেখি,—শিবানী মূর্চ্ছার সেবায় সকল দুঃখ ভুলিয়া আছে। মনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ছিল। আমাকে দেখিয়া বেগে ক্রোড়ে আসিল এবং তাহার ক্ষুদ্র হস্তে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বুকের উপর মুখ লুকাইল। কৃষ্ণদমনকে নৌকায় দেখিতে পাইলাম না।

অর্দ্ধরাত্রির পর শিবানী চক্ষু চাহিল। বলিল,—'আমার কৃষ্ণদমন'—

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম,—'কৃষ্ণদমন ভাল আছে।'

'কৃষ্ণদমন কই'—বলিয়া শিবানী চারিদিকে চাহিল।—বোধ হয় শিশুকে না দেখিয়া আবার চক্ষু বুঝাইল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর চৈতন্য হইল না।

ইহার পর তিন দিন ক্রমান্বয়ে মূর্চ্ছার সেবা করিয়া ও প্রলাপ বকিয়া সেই স্বর্গীয় আত্মা এই পাপময় সংসার,—এই অকৃতজ্ঞ নর-ঘাতকের সঙ্গ ছাড়িয়া গেল। ভাগীরথীকূলে মণিকর্ণিকায় আমার জীবন-প্রতিমা অগ্নিসাৎ করিলাম। তাহার দেহস্পর্শে পাবক পবিত্র হইল। বিশ্বনাথের সকল পাপনাশিনী কাশী পবিত্র হইল। সর্ব্ব-পাতক-সংহন্ত্রী গঙ্গা পবিত্র হইল। আমারও জীবন-সমূদ্রে দ্বিতীয় বিম্ব জলে মিশাইল।”

ধ্বজাধারী নীরব হইলেন। মুখের ভাবে বুঝিলাম, তাঁহার হৃদয়ে বিষাদ তরঙ্গের আঘাত লাগিতেছে। তাহার বেগ সংবরণে তাঁহার জীবনের মূলতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিচলিত হইতেছে। সর্ব্ব প্রযত্নে আমাদের নিকট সেই ভাব লুকা-ইতে প্রয়াস করিতেছেন। কোন কথা বলিতে সাহস হইল না; আমরা নীরবে বসিয়া তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় ভাবিতে লাগিলাম।

অনেক ক্ষণের পর মন সংযত করিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিলেন,—“শিবা-নীর অন্তর্দ্ধানে সংসারের মায়াবন্ধন কাটিয়া গেল। অনাথিনী বালিকা মনিয়া কিছু বুঝিল না। একবার কাঁদিল;—আমি অস্থির হইয়া, বিরক্ত হইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম; অমনি সে তাহার ক্ষুদ্র হস্তে আমার চিবুক ধরিয়া হাসিল; আমি হাসিলাম না—দেখিয়া আবার হাসিল; আবার আমার মুখ নাড়িয়া নাসিকা ধরিয়া হাসিল; তথাপি হাসিলাম না—দেখিয়া কাঁদিল। আবার আমার ম্লান মুখে মুখ দিয়া হাসিল; আমার দিকে চাহিয়া হাসিল।—আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিল;—ক্ষণকালের জন্য সকল দুঃখ দূর করিয়া দিল।

দুঃখের কাহিনী সংক্ষেপে বলিয়া যাই। আমি দেশের মায়া ভুলিলাম। কাশী ছাড়িলাম; সংসার ছাড়িলাম;—জগতের নিকট বিদায় লইলাম। লোকালয় ছাড়িয়া অরণ্য আশ্রয় করিলাম। সুবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ সুদীর্ঘ জটাভারে পরিণত হইল। বসন ভূষণ ছাড়িয়া বিভূতিভূষণ হইলাম। লজ্জাভয় তিরোহিত হইল। কৌপীনে লজ্জা রক্ষা, বনফলে, নির্ঝর-জলে দেহ রক্ষা, আত্মবিসর্জ্জনে আত্মরক্ষা অবলম্বন করিলাম।

ক্রমে মনের অবস্থা ফিরিল। এক অদ্ভুত বলে সকল দুঃখ ভুলিলাম। সেই বলে তখন আমি অস্ত্রমুখে মস্তক বাড়াইয়া দিতে, অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে, জলে মগ্ন হইতে পারিতাম;—দুরন্ত সিংহের কেশরাকর্ষণে, মরুভূমে বিচরণে, সমুদ্র-

সন্তরণে ভয় হইত না। অধিক কি, তখন মৃত্যুকেও মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিতাম।—সে বল কি?—সে বল মনিয়া।

দুই বৎসর কাল জোষীমঠ সমীপে অরণ্যবাসের পর মনিয়ার চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইল। অনেক ভাবিয়া শেষে বাহ্যিক সন্ন্যাস ত্যাগ করিলাম। আমি একদিনের জন্যও প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে পারি নাই। ঈশ্বর চিন্তা, আত্মচিন্তা, পরকাল চিন্তা একদিনের জন্যও আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। মনিয়া আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া ছিল। এখন তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কৌপীন ছাড়িলাম; জটা মুণ্ডন করিলাম। আবার অন্তরে বাহিরে গৃহস্থ হইলাম। নেপাল প্রান্তে, হিমালয়-প্রস্থে গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম। যৎকিঞ্চিৎ যাহা সম্বল ছিল, তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিয়া হল কিনিলাম, মহিষ কিনিলাম, কৃষিকার্য্যের উপযোগী অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী কিনিলাম। কখন শ্রমসাধ্য কোন কর্ম্ম করি নাই। কিন্তু এখন এই বয়সে স্বহস্তে হল-চালনা ও পশুপালনে প্রবৃত্ত হইলাম। যখন শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়িত, যখন রৌদ্রতাপে মস্তক উষ্ণ হইত,—বর্ষাজলে সিক্ত হইয়া শরীর অবশপ্রায় হইত;—যখন তুষারপাতে শীতে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিত, সেই সময়ে একবার মনিয়ার মুখখানি দেখিতাম,—তাহার মধুর কণ্ঠে পাহাড়ী গান শুনিতাম,—সে নিকটে না থাকিলে একবার 'মনিয়া' বলিয়া ডাকিতাম। অমনি আমার সকল ক্লেশ, সকল শ্রম অপনয় হইত। আমি মাঠে যাইতাম,—মনিয়া কৃষক-বালক-বেশে আমার অগ্রে নাচিতে নাচিতে, ছুটিতে ছুটিতে যাইত; যষ্টি হস্তে আমার পশু তাড়াইত; আমার মাটি ভাঙ্গিয়া দিত; বীজ ছড়াইত। আমি মস্তকে শস্যভার লইয়া আসিতাম,—সে তাহার অংশ লইত।—বাটী আসিলে আমার ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিত;—রন্ধনের সাহায্য করিত; শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিত,—আর এক এক বার আমার স্কন্ধে উঠিয়া বসিত। সহাস্য চীৎকারে, মধুর সঙ্গীতে আমাকে পুরাতন কথা ভুলাইয়া দিত। মনিয়া তাহার জননীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল;—আমিও কখন সে কথার উল্লেখ করিতাম না।

চারি বৎসর কাটিয়া গেল। কুক্ষণে একবার তীর্থ ভ্রমণের বাসনা জন্মিল। কিছু দিন ধরিয়া আবার সন্ন্যাসী সাজিলাম। মনিয়াও বালক সন্ন্যাসী সাজিল। আমাদের দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত এক প্রতিবাসীর গৃহে রাখিয়া আমরা

দেশপর্য্যটনে বাহির হইলাম।

বৎসরাধিক কাল ভারতক্ষেত্রের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া পঞ্চনদ অতিক্রম পূর্ব্বক গঙ্গোত্রির পথে চলিলাম। পথে বাধুয়া গ্রামে একদিন রাত্রি হইল। গ্রামের প্রান্তে পর্ব্বতের পাদমূলে এক গৃহস্থের বাস। আমরা তাহার আশ্রয় হইলাম। গৃহস্বামী প্রথমে অনিচ্ছা দেখাইলেও শেষে স্থান দিল।

গৃহস্থ বড় আমোদপ্রিয়। আমোদ আহ্লাদ, সঙ্গীত ও ভোজনাদিতে আমাদের পথশ্রম দূর হইল। কিয়ৎক্ষণের পর আমাদের জন্য তৃণ ও কম্বল-শয্যা বিস্তৃত করিয়া দিয়া গৃহস্বামী আপনার শয়ন গৃহে চলিয়া গেল। অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় সহসা যন্ত্রণার ক্ষীণ আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি উঠিয়া বসিলাম।—দেখি, মনিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে।

রোগীর অব্যক্ত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলাম। এক কুটীর মধ্যে শব্দ হইতেছে;—ঘরের ভিতর ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। দ্বার অর্দ্ধরুদ্ধ। বাহিরে দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরে দেখিলাম। দেখিয়াই মনে যুগপৎ হর্ষ, শোক ও বিস্ময়ের উদয় হইল। দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। রাজা শিবসিংহের মহিষী,—গৈরিক-বসনাবৃতা,—সন্ন্যাসিনী;—বামকরে গণ্ড স্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় বসিয়া আছেন। পার্শ্বে মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা কল্যাণী। আমি সম্বোধন করিবামাত্র মহিষী চকিত হইয়া চাহিলেন।—তাহার গণ্ডদ্বয় অশ্রুজলে প্লাবিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'আমার কৃষ্ণ-দমন নাই; আজি দুই মাস হইল, আমাকে ছাড়িয়া স্বর্গের সোণার পাখী স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। আমার মনিয়াও বুঝি নাই।'

আমার শুষ্ক পাষাণহৃদয়ও ব্যথিত হইল। হস্তে মুখাবৃত করিলাম। অনেক ক্ষণের পর মন একটু শান্ত হইলে শিবানীর কথা বলিলাম;—মনিয়ার কথা বলিলাম;—আপনার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা বলিলাম। মনিয়ার কাজের কথা বলিলাম। মহিষী শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'একবার মনিয়াকে আনিয়া আমাকে দেখাও—তাহাকে একবার দেখিয়া এই চির দুঃখের শরীর পতন হউক। আর বাঁচিয়া ক্লেশ সহিতে পারিনা।'

কল্যাণী আমাদের দিকে চাহিয়াছিল। শেষে অনেক কষ্টে বলিল,—'আমার কাজ আমি করিয়া গেলাম। ইহার প্রতিফল আমার অবশ্য ভোগ

হবে। সামান্য অর্থলোভে কত নরহত্যা করিলাম। রাজরাণী বনবাসিনী;—রাজকন্যা পশুপালিকা হইল। তোমাকেও সন্ন্যাসী করিলাম। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।'—

আমি বলিলাম,—'কল্যাণী, যাহা করিয়াছ, তাহার উপায় নাই। এখন কায়মনোবাক্যে বলিতেছি,—আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার সদ্‌গতি হউক। এই অন্তিম সময়ে তোমার যে চৈতন্য হইয়াছে, অনুতাপ জন্মিয়াছে,—তাহাতেই তোমার পরকালে মঙ্গল হইবে।'

কল্যাণীর চক্ষেও জল আসিল;—বলিল,—'তোমরা পালাও, মনিয়াকে সঙ্গে লইয়া পালাও। ঐ যে বড় কৌটাটি রহিয়াছে, উহার ভিতর কয়েকখানি পত্র আছে, লইয়া পাঠ কর।'

আমি কথা না কহিয়া এই কাঠাধারটি লইলাম। উপরেই একখানি পত্র; লইয়া পাঠ করিলাম;—তাহাতে লেখা আছে—শিবসিংহের পত্নীকে বাধুয়া গ্রামে পাঠাইলাম। ইহাকে সাবধানে রক্ষা করিবে। তাহার কন্যাও জীবিত আছে। সন্ন্যাসি-বেশে বিন্দু মিশ্রের সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। কখন যেন ইহাদের পুনর্ম্মিলন না হয়। যেরূপে হউক ঐ কন্যাকে ধৃত করিবে। যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে উহার যেন বিবাহ না হয়। যদি কখন বিবাহ অপ্রতীহার্য্য হইয়া উঠে,—তখন যেন স্ত্রীহত্যার ভয় করা না হয়। শিবসিংহের বংশে যেন কেহ না থাকে। আমার এই আদেশ পালনের বেতন স্বরূপ চারি সহস্র টাকা জীবস্বামীর নিকট পাঠাইলাম। তবে আবার বলিয়া দিতেছি,—অকারণ স্ত্রীহত্যার প্রয়োজন নাই—

কল্যাণী, যাতনায় বিকট চীৎকার করিল। আমি তাহার মুখে জল সিঞ্চন করিয়া ব্যজন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কল্যাণী আবার চাহিল;—বলিল,—'তোমরা পালাও;—অনেক লোক তোমাদের অনুসন্ধানে আছে। তাহারা সমস্তই জানিয়াছে। তোমরা পালাও;—আর একটি কথা,'—কল্যাণী নীরব হইল; কিয়ৎক্ষণের পর আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—'আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি;—তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে;—মৃত্যুকালে আর একটি ভিক্ষা দাও—শুনিয়াছি আমার পুত্র কুলমণি আজিও জীবিত আছে;—সম্প্রতি শুনিলাম—সে কাশীতে আছে। যদি কখন তাহার সহিত

দেখা হয়,—বলিও, যেন আর রাজা শিবসিংহের অনিষ্ট চেষ্টায় না থাকে। সামান্য অর্থ লোভে যেন আর কোন পাপ কাজ না করে। পাপের ফল তাহার পিতা মাতা যথেষ্ট ভোগ করিল।'—

কিয়ৎক্ষণের পর কল্যাণী আবার বলিল,—'রাজা লক্ষ্মণসিংহের লোকেরা আমার কুলমণির অনুসন্ধান করিবে; তাহাকে বলিও,—যেন তাহাদের কথায় সে না ভুলে;—ভাল পথে থাকিলে তাহার মঙ্গল হইবে।—আর যদি পারে রাজা শিবসিংহের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া যেন ক্ষমা চাহিয়া লয়। তাহার হতভাগ্য পিতা মাতার জন্য যেন ক্ষমা চাহিয়া লয়—নরকের আগুন থেকে যেন আমাদিগকে উদ্ধার করে।'—

কল্যাণীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। অনেক কষ্টে ভাঙ্গা কথায় বলিল, —'তোমরা এখনই পালাও; নতুবা মারা পড়িবে—পালাও।'

কল্যাণী আর কথা কহিতে পারিল না—ঘোর যন্ত্রণার চিহ্ন তাহার মুখে দেখা দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখের কঠোর ভাব ক্রমে অপনীত হইল। নিশ্বাস বন্ধ হইল। কল্যাণী পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কল্যাণীর জীবনাবসান দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। ক্রমে বিমূঢ় ভাব গেল। ক্রমে নানা চিন্তা আসিয়া যুগপৎ মন অভিভূত করিল।

অনেক ক্ষণের পর মহিষী বলিলেন,—'কই আমার মনিয়া।' তাঁহার কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল। কল্যাণীর উপদেশ স্মরণ হইল। বিপদ নিকটে উপস্থিত বুঝিলাম;—আশ্রম ছাড়িয়া পলাইবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। দ্রুতপদে উভয়ে আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাস কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম।

নবীন সন্ন্যাসী মনিয়া তৃণ শয্যায় ঘুমাইতেছে। মহিষী আর্ত্তনাদ করিয়া বেগে তাহার দিকে যাইতেছিলেন। আমি তাহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিলাম; বলিলাম,—'শব্দ করিলে গৃহস্থ জানিতে পারিবে;—আমাদের পলায়ন দুরূহ হইবে।' বলিবামাত্র মহিষী নিবৃত্ত হইলেন! ধীরে ধীরে বলিলেন,— 'গৃহস্থ লক্ষ্মণসিংহের বেতনভোগী; সে নিশ্চয়ই সমস্ত দেখিয়াছে, জানিয়াছে;—আমাদের উদ্ধারের উপায় নাই।'—শশব্যস্ত হইয়া আমরা তিনজনে কুটীরের বাহির হইলাম।

মহিষী অন্ধকারে আমাদের পথদর্শিনী হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। আমরা কুটীরের পশ্চাদ্ ভাগে ক্ষুদ্র লতা গুল্মের ভিতর দিয়া—ধীরে ধীরে চলিলাম। সম্মুখে একটি ছোট নগ-নদীর কোলাহল শুনিলাম। তীরে এক খানি ক্ষুদ্র কুটীর। তাহার ভিতর মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাঁড়াইলাম।—চারি পাঁচ জন একটি অনুজ্জ্বল আলোকের নিকট বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছে।

নিঃশব্দে কুটীরের ঠিক পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। ভিতরের কথা বার্ত্তা শুনা গেল। এক ব্যক্তি বলিল,—'রাণী ও রাজকন্যাকে এক বারে বধ করা আমার মত নয়। তা হলে আর সর্ব্বদা টাকা পাওয়া যাবে না।'

আর এক জন বলিল,—'তা পাওয়া যাবে। যখনই আমরা টাকা চাহিব, দিতে হইবে; নতুবা সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব।'

প্রথম ব্যক্তি বলিল,—'বড় ভাল কথা,—লক্ষ্মণসিংহকে জব্দ করিতে গিয়া আপনাদের ধরা দিতে হবে।—নরহত্যার দণ্ড ত আমাদের শিরে অর্শিবে।'

আর একজন বলিল,—'আর এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে মারিয়াই বা কি ফল?'

'উহাকে বরং মারিয়া ফেলা ভাল। ঐ বেটা সকল কথা জানে;—উহাকে পৃথিবী থেকে সরাইয়া দিলে আর কোন ভয়ই থাকে না। কল্যাণীও বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচিবে না।'

'তাতে আর আমাদের ক্ষতি কি;—যত কমে ততই ভাল।'

আবার কুটীরের ভিতর গাঁজার ধূমে পূর্ণ হইতে লাগিল।—আর এক জন বলিল,—'আর বিলম্ব নয়—যাহা করিতে হয়, এই বেলা;—আমার বিবেচনায়, সকলকে মারিয়া কাজ নাই।'

'চলনা, কল্যাণী কি বলে।'

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল—একে একে বাহির হইয়া গেল। আমরাও অমনি দ্রুত পদে নদীর ভিতর নামিলাম। এক খণ্ড বৃহৎ পাষাণ নীচে গড়াইয়া পড়িল;—শব্দ শুনিয়া দূর হইতে এক ব্যক্তি উচ্চ স্বরে বলিল,—'কে রে পালায়।'

আমরা অমনি স্থির ভাবে দাঁড়াইলাম।—আর কেহ কোন কথা বলিল না। সকলেই চলিয়া গেল।—আমরা মহিষীর প্রদর্শিত স্থান দিয়া নদী পার হইলাম। অন্ধকারে অনেক কষ্টে উপরে উঠিয়া দ্রুত পদে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগি-

লাম। কিয়দ্দূর উঠিয়াছি,—গৃহের দিকে ঘোর কোলাহল উঠিল। অল্পক্ষণ মধ্যে ৫।৬টি মশাল জ্বলিয়া উঠিল;—মশালগুলি এ দিক ও দিক সঞ্চালিত হইতে লাগিল;—আমরা যে দিকে আসিয়াছি,—সে দিকেও দুইটি মশাল আসিতে লাগিল। আমরা দ্রুতপদে পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম। আরও কিয়দ্দূর উঠিয়া আমরা একটি ভগ্ন সানুর অন্তরালে পড়িলাম। তাহার পর নিম্নদিকে আমাদের গতি। আর মশাল দেখা গেল না। কোলাহল শুনিতে শুনিতে চলিলাম।

চীৎকার ও কোলাহল ক্রমেই নিকট হইতে লাগিল। দ্রুতপদে ক্রমে আমরা পর্ব্বতের পাদমূলে নামিলাম;—আর একটি নদীর চরভূমি। বালুকারাশির উপর দিয়া তীব্রবেগে চলিলাম।—পর্ব্বতের উপর দুইটি মশাল দেখা গেল। চারি পাঁচ জন লোক আমাদের অনুসরণ করিতেছে—দেখিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া পর্ব্বতমূলে নদীর উপর একটি গুহা দৃষ্টিপথে পড়িল। আর অধিক দূর পলাইতে পারা যাইবে না—বুঝিয়া আমরা সেই গুহায় আশ্রয় লইলাম। মহিষী মনিয়াকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমি প্রচ্ছন্ন ভাবে গুহামুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ঘাতুকেরা আসিল। তাহাদের মশালের আলোক আমার উপর পড়িল। আর আত্মগোপন হইল না। দুই জন লোক লাফাইয়া আমার নিকট আসিল। একজন ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিবা মাত্র আমার বৃহৎ যষ্টি তাহার মস্তকে পড়িল।—ঠিক সেই সময়ে আর একজন ঘাতুকের ধনুর্ম্মুক্ত তীর আসিয়া আমার স্কন্ধে বিদ্ধ হইল। আমি মস্তক নত করিলাম;—সেই সুযোগে আর এক জন আসিয়া মস্তকে দারুণ যষ্টি প্রহার করিল। আমি পড়িয়া গেলাম। আবার প্রহার;—আমি সংজ্ঞা হারাইলাম।

সূর্য্যের কিরণমালা একটি গুহামুখ দিয়া আমার মুখে পড়িয়াছে। দূরে পাখী ডাকিতেছে;—বৃক্ষপত্রগুলি বাতাসে সঞ্চালিত হইয়া গুহা মুখে আসিয়া পড়িতেছে। আমার চৈতন্য হইল। মস্তকে, পৃষ্ঠে, বক্ষঃস্থলে, দারুণ বেদনা। দুই তিন বার এ দিক ও দিক চাহিলাম। স্কন্ধ-বিদ্ধ তীরে হাত পড়িল। তখন সকল কথা মনে আসিল;—বুঝিলাম,—ঘাতুকেরা আমাকে মৃত মনে করিয়া

এই গুহা মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। আপনার কথা তখনই ভুলিলাম।—মনিয়ার চিন্তা হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। চারিদিকে দেখিলাম;—মনিয়া নাই। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলাম,—'মনিয়া।'—গুহার ভিতর প্রতিধ্বনি বলিল,—'মনিয়া।' আমার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে সেই প্রতিধ্বনিতে বিদ্ধ হইল। বুঝিলাম,—মনিয়া নাই।—দারুণ মনোবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলাম;—আবার চারি দিকে চাহিলাম;—মনিয়ার কোন চিহ্ন নাই।—আবার শুষ্ককণ্ঠে কাতর ভাবে ডাকিলাম,—'মনিয়া।'—চারি দিক অন্ধকার দেখিলাম;—মোহ অজ্ঞাতসারে আমার চেতনা হরিয়া লইল।"

"চারি বৎসর হইল,—দেশে দেশে, নগরে নগরে, অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, মনিয়াকে অন্বেষিলাম;—তাহার কোন চিহ্নও পাইলাম না।—তোমরাও বোধ হয় পাইবে না। মনিয়া নিষ্কলঙ্ক দেবকন্যা,—এ পাপের পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছে।"

সন্ন্যাসী নীরবে শয়ান রহিলেন। তাহার চক্ষে জল দেখা গেল না—কোন দুঃখের কথাও কহিলেন না। কিন্তু মুখের কঠোর ভাবে স্পষ্ট বুঝিলাম,—তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ঝড় বহিতেছে; তাহার জীবন-পাদপ সেই বাত্যায় উন্মূলিত-প্রায় হইতেছে। অনেক ক্ষণের পর বলিলেন,—"শোক, দুঃখ, মায়া আমার হৃদয়ে আর স্থান পায় না। কেবলমাত্র কর্ত্তব্য বোধে মনিয়াকে অন্বেষণ করিয়াছি;—তাহার নিদর্শন-চিহ্ন সঙ্গে রাখিয়াছি। তাহাকে না পাইয়াও আমার ক্ষোভ নাই!—হতাশের আবার ক্ষোভ কি, দুঃখ কি? নৈরাশ্যের প্রবল অনলে আমার হৃদয় পুড়িয়া ভস্ম হইয়াগিয়াছে। এখন এই জীবন-বুদ্বুদ অনন্তে মিশিয়া গেলেই হয়।"

ধ্বজাধারী নীরব হইলেন। কোন কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিব,—সে সাহস হইল না। আমি ও যোগজীবন উভয়েই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া রহিলাম।

ধ্বজাধারীর জীবন কাহিনী; তাহার দুঃখ পরম্পরা, শোক, মনস্তাপ আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল। দৈহিক বল হরণ করিল;—উঠিতে, চলিতে সামর্থ্য রহিল না। সেই স্থানে দৃঢ়বদ্ধ পদার্থের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। আত্ম-

বিস্মৃত হইলাম। অনেকক্ষণ পরে পাখীগণ প্রভাতী গাইল।—যখন যোগজীবন উঠিয়া যায়, তখন একরূপ সংজ্ঞা হইল। তখন পীড়িত বিহ্বলহৃদয় ধ্বজাধারীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দস্যু হস্তে।

তিন চারি দিন অতীত হইল। এখন রাত্রিতে তুষার পাত আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিতাম,—ভূমিতল মনোহর শুভ্র বসনে আবৃত; বৃক্ষ পত্রে, কুটীরের তৃণাচ্ছাদনের উপর, নদীতীরে, মাঠে, পাষাণে সর্ব্বত্র নারিকেল চূর্ণের ন্যায় তুষারাবরণ। প্রভাত সূর্য্য কিরণে এই তুষার-বসন দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইত। কেবল নিকটবর্ত্তী গিরিশৃঙ্গগুলি মধ্যাহ্নেও উষ্ণীষধারী ব্যক্তিকের ন্যায় শুভ্রশিরে দাঁড়াইয়া থাকিত। আর সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে নানা বর্ণের শোভা ছড়াইয়া মনোহরণ করিত।

তুষাররাশির অন্তর্দ্ধানের সহিতই আমি নিত্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতাম। বনে শ্বাপদকুলের অভাব ছিল না বলিয়া প্রায়ই সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র থাকিত। বনের নানা স্থান ভ্রমিয়া—অন্ধকারময় গিরিগুহা, শ্যামল তরু লতা মণ্ডিত উপত্যকা, পাষাণভেদী নির্ঝর, রজতফেণমণ্ডিত গভীর-নাদী জলপ্রপাত দেখিয়া—নানা কুসুম ও ফলের রাশি সঞ্চয় করিয়া মধ্যাহ্নে আশ্রমে ফিরিতাম। কোন দিন আশ্রমবাসী কোন সন্ন্যাসী আমার সঙ্গী হইতেন। যোগজীবনকেও একদিন সঙ্গী হইতে বলিয়াছিলাম;—কিন্তু ধ্বজাধারীকে ছাড়িয়া অরণ্যে ভ্রমণে তাহার সাধ হইল না। রামটহল কিছু বিষণ্ণ হইয়াছিল;—সর্ব্বদা আমার সহিত মিশিত না।

এক দিন মধ্যাহ্নে নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া পর্ব্বত পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। সহসা শুষ্ক পত্রের উপর পদশব্দে বামদিকে চাহিয়া দেখি,—রামটহল ধীরে ধীরে এক প্রাচীন বৃক্ষান্তরালে চলিয়া গেল। অমনি শত্রুজির সহিত তাহার কথাবার্ত্তা,—তাহার পূর্ব্ব কার্য্য কলাপ মনে পড়িল। আমি ফল ফুলের ভার নামাইয়া সশস্ত্র সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। রামটহল আমার

সম্মুখীন হইবামাত্র আমার দিকে আসিতে লাগিল ;—বলিল,—"গুরুজি, ভয় পাইয়াছেন না কি—সিংহ না ব্যাঘ্র মনে করিয়াছেন ;—কোন দিন শ্বাপদের হাতে পড়িয়াছেন নাকি ?"

আমি বলিলাম,—"রামটহল, তোমার শম্ভুজি কোথায় ?"

"আমার শম্ভুজি কিরূপ ? শম্ভুজি আমারও যেরূপ, আপনারও সেই রূপ।"

"রামটহল, আমার নিকট গোপন করিও না। আমি তোমাকেও জানি, শম্ভুজিকেও জানি ; যে কারণে তাহাকে আনিয়াছ, তাহাও আমার অগোচর নাই।"

"এ সমস্তই যোগজীবনের চক্রান্ত।"

"সাবধান, যোগজীবনের নিষ্পাপ নামে কলঙ্কার্পণের চেষ্টা করিও না ;—করিলে সফল হইবে না ;—অথচ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

রামটহল হাসিয়া বলিল,—"কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত গুরুজি,—আমাকে ভয় দেখাইতেছেন নাকি ?"

"ভয়ের কার্য্য করিলেই ভয় পায় ; পাপ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত আছে।"

"সঙ্গে একখানি তরবারি আছে, তাই এত সাহস ?—আমিও কি নিরস্ত্র।"

"তোমার উদ্দেশ্য আমি জানি ; সেই জন্যই ত শম্ভুজির কথা জিজ্ঞাসিতে ছিলাম।"

"আবশ্যক হয়—শম্ভুজি দেখা দিবে।"

"তাহাও আমি জানি।"

"তবে এত সাহস কেন ;—বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, কষ্ট সহিয়া প্রাণের মায়া গিয়াছে ?"

"সে পরিচয় পরে দিব—তোমার সঙ্গী কোথায় ?—পার ত দুই জনে একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।"

আমার দক্ষিণ পার্শ্বে পদ শব্দ হইল। ফিরিয়া দেখি,—শম্ভুজি আমার উপর লক্ষ্য করিয়া তরবারি তুলিয়াছে। নিমেষ মধ্যে তাহার অস্ত্র-ক্ষেপের সীমা ছাড়াইলাম।—আমারও তরবারি নিষ্কাসিত হইল ;—বেগে গিয়া শম্ভুজির উপর পড়িলাম ;—তাহার স্কন্ধে দারুণ আঘাত লাগিল।—শম্ভুজি চীৎকার করিয়া উঠিল ;—আমি দ্রুতপদে একটু দূরে সরিয়া গেলাম।—একবার রামটহলের

দিকে চাহিলাম এবং তীব্রবেগে শম্ভুজির নিকট গিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিলাম। শম্ভুজির দ্বিতীয় আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। দারুণ আঘাতে রুধিরাক্তদেহে শম্ভুজি ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অস্ত্রধারণে রামটহলের কখনই অভ্যাস ছিল না। তবে সশস্ত্র বলিয়া তাহার উপরও আমার দৃষ্টি ছিল। প্রথমে আকস্মিক ভয় ও বিস্ময়ে সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পর আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি সঞ্চালন করিল; কিন্তু তাহার অস্ত্র আমার অস্ত্রে প্রতিহত হইয়া আমার বাম হস্তের উপর আসিয়া পড়িল; বাহুর কিয়দংশ কাটিয়া রুধির-ধারা বহিল। আমি বাম হস্তের আঘাতে রামটহলকে ভূমিশায়ী করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার উপর তরবারি সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিলাম,—"কেমন রামটহল, পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছ।"

রামটহল বড় ভীরু-স্বভাব; আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইল;—যুক্তকরে কাতর বাক্যে বলিল,—"গুরুজি, আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমার চরণকমলের জন্য ক্রীত দাস হইলাম;—আমার অপরাধ ক্ষমা কর;—আমি না বুঝিয়া ঘোর অপরাধ করিয়াছি;—আমার জীবন ভিক্ষা দাও। এখন অবধি আমি তোমার হইলাম;—যখন যাহা বলিবে, তাহাই করিব; কখনও অন্যথা করিব না।"

রামটহলের কাতরোক্তিতে দয়ার উদয় হইল না, কিন্তু হাসি আসিল; বলিলাম,—"আমি যাহা বলিব, করিবে?"

"করিব।"

"কাশীতে ফিরিয়া যাও; রাজাকে বলিয়া তোমাকে কিঞ্চিৎ ধন দেওয়াইব;—তুমি চলিয়া যাও।"

"যাইব—আপনি যাহা বলিবেন, তাই করিব।"

"আর এখন অবধি সৎপথে চল,—সমস্ত কু-অভিসন্ধি ছাড়; তাহা হইলে পরিণামে তোমার ভাল হবে।"—

"আপনি যাহা বলিবেন, তাই করিব। কুকর্ম্মের, কুসঙ্গের ফল হাতে হাতে পাইলাম; আর কখনও এরূপ কাজ করিব না।

"শম্ভুজিকে পরিত্যাগ কর; আর উহার সহিত মিলিও না।"

"শম্ভুজি ত মরিয়াছে;—যদি কিছু বাকি থাকে, আমাকে ছাড়িয়া দিন,—

আমি উহার শেষ করিয়া দিব।”

আমি রামটহলের অস্ত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। বলিলাম,—“রামটহল, তোমার আশা প্রবল বটে, কিন্তু তুমি নিতান্ত কাপুরুষ। হীনসাহস কাপুরুষেরাই নিষ্ঠুর হয়;—নিরস্ত্র, বিপন্ন লোকের উপর অস্ত্রচালনায় প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ শম্ভুজি তোমার নিকট সম্পূর্ণ নিরপরাধী।”—

রামটহল কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল,—“শম্ভুজি নিরপরাধী; ঐ ত আমাকে এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়াছে; ঐ ত এই সকল অনিষ্টের মূল,—আমাকে এই ঘোর পাপে লিপ্ত করিয়াছে।”

আমি বলিলাম,—“রামটহল, আর আমার নিকট মিথ্যা বলিও না; আমি সমস্তই জানি। কিন্তু আমি সমস্ত ক্ষমা করিলাম। এখন অবধি আর মিথ্যা কথা বলিও না। যাহা করিয়াছ, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন;—সুমতি দিবেন; উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। তুমি ভবিষ্যতে সুখী হইবে।”

রামটহল অশ্রুপূর্ণ মুখে কাতরভাবে বলিল,—“আপনি সাক্ষাৎ দয়ার অবতার। আপনি আমার চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। আমার মোহ ঘুচিল। আপনি নিতান্ত অপাত্রে দয়া প্রদর্শন করিলেন।—এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারি।”

রামটহল উঠিয়া আমার পদধারণ করিল; আমি তাহাকে তুলিয়া বলিলাম,—“নিকটে নির্ঝর আছে, জল আনিয়া শম্ভুজির মুখে দাও।”

রামটহল জল আনিতে গেল। আমি বস্ত্র প্রান্ত ছিঁড়িয়া শম্ভুজির ক্ষত ভাগগুলি বন্ধন করিয়া দিলাম। রামটহল আসিয়া আমার বামহস্তের ক্ষত বন্ধন করিয়া দিল। জল দিয়া শুষ্ক ও আর্দ্র সমস্ত রক্ত পরিষ্কার করিয়া দিল। বলিল,—“গুরুজি, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আর মরিলেও আপনার এই দয়া—এই উপকার কখন ভুলিব না।”

মুখে, মস্তকে, বক্ষঃস্থলে জল সিঞ্চন করিতে করিতে শম্ভুজির চৈতন্য হইল। অনেকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল;—ব্যগ্রভাবে তাহার সেবা করিতেছি দেখিয়া তাহার মুখে বিষণ্ণতার চিহ্ন দেখা গেল। কিন্তু কোন কথা বলিল না। আমি সংগৃহীত ফলের রস তাহার মুখমধ্যে দিলাম। শম্ভুজি খাইল।

অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া বসিল। রামটহলের দিকে চাহিল;—রামটহল অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। আমি তাহাকে কতকগুলি ফল ভোজন করিতে দিলাম। শম্ভুজি খাইল না। আমি বলিলাম,—"শম্ভুজি, আমি তোমার জীবন গ্রহণ করিলাম না। কিন্তু তোমাকে নিষেধ করিতেছি,—আর আশ্রমে যাইও না। এক ক্রোশ দূরে, এই বনের দক্ষিণ প্রান্তে গ্রাম আছে;—সেইখানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহার পর শরীর সবল হইলে যথায় ইচ্ছা যাইও।"

শম্ভুজি কোন কথা বলিল না। আমি ফলগুলি ও কয়েকটি টাকা তাহার নিকট রাখিয়া বিদায় হইলাম। রামটহল আমার অনুবর্ত্তী হইল।

পথে আসিতে আসিতে রামটহল কাতরভাবে বলিল,—"গুরুজি, আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হইবে; আমি আপনার আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করিব। কিন্তু আজিকার ঘটনা কাহাকেও বলিবেন না। একথা প্রকাশ হইলে আমার চিরকলঙ্ক রটিবে;—সেই কলঙ্কের ভার বহিয়া আমি জীবন রাখিতে পারিব না।"

আমি রাম টহলকে অভয় দিলাম। সে একটু আশ্বস্ত হইল। কিন্তু তিন চারি দিন তাহার মুখে ম্লানভাব ও ভয়ের চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল।

আশ্রমে ফিরিয়া আসিবা মাত্র যোগজীবন আমার রুধিরসিক্ত বস্ত্র দেখিয়া আগ্রহের সহিত কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম,—"দস্যু হস্তে পড়িয়াছিলাম।"—ছিন্ন বাহু দেখাইলাম; তাহার মুখ শুখাইয়া গেল;—ব্যস্ত হইয়া আমার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

ধ্বজাধারী বলিলেন,—"কিরূপে উদ্ধার পাইলে।—সঙ্গে আর কেহ ছিল না?"

আমি প্রশান্তভাবে বলিলাম,—"রামটহল ছিল।"—ধ্বজাধারী আমার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। আমি ধরা পড়িবার আশঙ্কায় মুখ ফিরাইয়া যোগজীবনকে বলিলাম,—"রুধিরস্রাবে আমার শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়াছে। একটু নিদ্রা হইলে ভাল হয়।"

যোগজীবন আমার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। আমি অবিলম্বে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম।

রাত্রিতে জ্বর হইল। পাঁচ ছয় দিন রোগের যাতনা সহিয়া একটু সুস্থ

হইলাম। রামটহল ও যোগজীবন আমার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিল। রাজাও সর্ব্বদা আমার নিকট বসিয়া থাকিতেন।

ধ্বজাধারীও রোগমুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল যে চলিয়া যাইবার শক্তি নাই। রাজা তাহাকে নরযানে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর ধ্বজাধারী সম্মত হইলেন।

রামটহল কাতর ভাবে আসিয়া বলিল,—"গুরুজি, আমি এখন কোথায় যাই। কাশীতে যাইয়াই বা কি করিব। আর আপনার সঙ্গ ছাড়িতে আমার সাহসও হয় না। আমি চিরকাল পাপকার্য্য ও পাপের মন্ত্রণায় কাটাইয়াছি। কাশীতে যাহারা আমার আত্মীয় আছে, সকলেই আমার পাপ কর্ম্মের সহকারী। তাহাদের সঙ্গে মিশিলে আবার সর্ব্বনাশ হইবে। আমার মনের দৃঢ়তা এখনও জন্মে নাই। আপনি যদি দয়া করে আমাকে সঙ্গে রাখেন,—তাহা হইলে আমাকে রক্ষা করা হয়। তবে আপনি আমার অপেক্ষা ভাল বুঝেন। আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।"

রামটহলের কথায় আমার মন ভিজিল। আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম;—তদনুসারে রাজাকে আবার অনুরোধ করিব বলিয়া স্বীকার করিলাম। যথাসময়ে অনুরোধ করিলে রাজাও তাহাতে আনন্দসহকারে সম্মতি দিলেন।

আমার পীড়ার সময় গিরিরাজ নামে এক মহান্ত আশ্রমে আসিয়াছিল। রামটহলের সহিত কাশীতে তাহার পরিচয় ছিল। রাজার মহাপ্রস্থান যাত্রার কথা শুনিয়া গিরিরাজ সঙ্গী হইতে চাহিল। সঙ্গী বৃদ্ধিতে রাজার আপত্তি নাই;—বরং তাহাতে তাঁহার পুণ্যসঞ্চয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস ছিল। তিনি সহজে সম্মত হইলেন। আমি পূর্ব্বে গিরিরাজকে বড় লক্ষ্য করি নাই; শেষে শুনিলাম,—দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী, উজ্জ্বল বিশাল নেত্র, দীর্ঘবাহু নূতন সন্ন্যাসীও আমাদের সঙ্গী হইবে।

রামটহল আমার বড়ই অনুগত হইল। সর্ব্বদা আমার নিকট থাকিত। নানা গ্রন্থের নাম তুলিয়া শাস্ত্রীয় আলাপ শুনিত। আহারাদির সময় আমার সাহায্য করিত। সময়ে সময়ে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিত। আমি তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। কিন্তু গিরিরাজের আকুঞ্চিত ওষ্ঠপ্রান্ত, বিশাল শরীর এবং মুখমণ্ডলের উগ্রভাব

ও নয়নের কুটিল উজ্জ্বলতায় মনের প্রসন্নতা জন্মিল না। রামটহলকে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। রামটহল বলিল,—"ধ্বজাধারীর ন্যায় গিরিরাজও সংসার ত্যাগী ;—দক্ষ পর্য্যটক, ভারতের সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। রাজার আগ্রহে আমাদের সহিত মহাপ্রস্থান যাত্রা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কাশীতে রাজাশ্রমে তিনি দুই একবার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামটহলের বর্ণনায় অবিশ্বাস হইল না। কিন্তু তখনই আবার গিরিরাজের আকার ইঙ্গিত মনে পড়িল। যেন সকল কথা বুঝিলাম না। মনে একরূপ সন্দেহ রহিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রোদয়ে।

রাত্রির তুষারগুলি রৌদ্রে গলিয়া গেল। তুষারের জল শুখাইল। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত প্রস্তর ভূমি দেখিতে দেখিতে শুষ্ক হইল। বৃক্ষের শাখা পত্র জল শূন্য হইয়া পশ্চিম বায়ুতে দুলিতে লাগিল।—বেলা এক প্রহরের পর আমরা মঠ ত্যাগ করিয়া আবার মহাপ্রস্থান পথে চলিলাম। ধ্বজাধারী নরপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইয়া ছিলেন। আমি ও রামটহল পূর্ব্ববৎ অশ্বপৃষ্ঠে সাবধানে মৃদুপদে রাজার অনুগামী হইলাম। যোগজীবন গিরিরাজের সহচর হইয়া আমাদের ভারবাহক অশ্বদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

গিরিশিখরে বিলক্ষণ তুষার পাত আরম্ভ হইয়াছিল। রৌদ্রে সেই তুষার-সঙ্ঘাত গলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগ-নদীসমূহের বিলক্ষণ দেহপুষ্টি করিয়াছিল। আমরা যে পথে যমুনোত্রি যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—অশ্বপৃষ্ঠে সে পথে যাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। ধ্বজাধারীর নর-বাহন কোন পথে তাঁহাকে লইয়া গেল—জানিতে পারিলাম না। সমস্ত দিন বহু কষ্টে চলিয়া সায়ংকালে আমরা দেবগঞ্জ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। দোকানদার প্রথমে আমাদিগকে স্থান দিতে স্বীকার করিল না। শেষে অনেক মূল্য স্বীকার ও বহু অনুনয়ের পর রন্ধনাদির

জন্য বেদীর ন্যায় একটু স্থান দেখাইয়া দিল। আমরা আগুন জ্বালিয়া শরীর উত্তপ্ত করিতে লাগিলাম।

আহারাদির পর শয়নের স্থান চাহিলে দোকানদার বলিল,—মিলিবে না। অনেক দুষ্ট লোক অনেক বার তাহাকে ঠকাইয়াছে। দুই তিন বার তাহার কোন কোন দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলাইয়াছে। আমরা তাহাকে অনেক অনুনয় করিলাম;—শেষে তাহার প্রত্যয়ের নিমিত্ত তাহার নিকট কিছু টাকা রাখিয়া দিতেও স্বীকার করিলাম। তাহাতে বিপরীত ফল হইল;—সন্দিগ্ধের মনে সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হইল।

তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল। সে সময়ে গ্রামের মধ্যে আর কোথাও স্থান পাওয়া যাইবে না—বুঝিয়া দেশ কাল অনুসারে কাজ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম। তখন তুষার বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল;—অথচ বাহিরে থাকা ভিন্ন আর উপায় নাই।—আমরা কয়েকটি বৃক্ষে চন্দ্রাতপের ন্যায় বস্ত্র বাঁধিলাম। তাহার চারি পার্শ্বে বস্ত্র ঝুলাইয়া দিলে একটি গৃহের মত হইল। তাহার মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া সকলে তাহার চতুষ্পার্শ্বে সুখাসীন হইলাম। দোকানদার আমাদের কাজ দেখিতে ছিল;—আমরা বস্ত্রগৃহে আসীন হইলে সে ভিতরে আসিয়া বলিল,—"এই যে তোমাদের সুন্দর ঘর হইয়াছে। এমন ঘর আমারও নাই;—ঘরের ভিতর অপেক্ষা তোমরা এখানে ভাল থাকিবে।"

সদিচ্ছা-প্রকাশে ধন্যবাদ পাইয়া দোকানদার প্রসন্নমুখে গৃহে গিয়া শয়ন করিল। শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থানে সকলে না ঘুমাইয়া দুই জন করিয়া বসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা হইল। রাজা বলিলেন,—"গিরিরাজ, তোমার সহিত আজিও আমার ভাল আলাপ হয় নাই; এস, আমরা রাত্রির প্রথমার্দ্ধ জাগিয়া থাকি। শাস্ত্রালোচনায় আমাদের সময় অক্লেশে অতিপাতিত হইবে।"

আমি শয়ন করিলাম। পরিশ্রান্তের ক্লেশ নাশিনী নিদ্রা আসিয়া অবিলম্বে আমার চৈতন্য হরণ করিল।

অনেক রাত্রিতে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বিনিদ্র হইয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখি,—আমাদের বস্ত্র-গৃহ-মধ্যস্থ অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে। সকলেই বসনাচ্ছাদনে নিদ্রার সেবা করিতেছে। কেবল যোগজীবন বামহস্তে মস্তক রাখিয়া অগ্নির নিকট বসিয়া আছে। আমি বলিলাম,—"যোগজীবন, তুমি

ঘুমাও নাই।”

যোগ। একাকী শয়ন করা আমার অভ্যাস ; নতুবা নিদ্রা হয় না।

আমি। তুমি সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিবে ;—কাল আবার চলিতে পারিবে কেন ?

যোগ। আমি পারিব। আমরা তোমার মত সখের সন্ন্যাসী নই ;—আমাদের শরীরে সব সয়।—আর শরীরের উপর মায়া থাকিলে সন্ন্যাস লইব কেন ?

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম,—“বসিয়া কি ভাবিতেছ।”

যোগ। চিন্তাই সন্ন্যাসীর মুখ্য কাজ।

আমি। তোমার ত ঈশ্বরের চিন্তা, পরলোকের চিন্তার মত চিন্তা নয়। সে সকল চিন্তায় শরীর ও মনের অবসাদ জন্মে না। তুমি যেরূপে বসিয়াছিলে তাহাতে তোমার অবসাদ দেখিলাম।

যোগ। তবে ইহলোকের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম।

আমি। তুমি সন্ন্যাসী,—তোমার আবার ইহলোকের চিন্তা কি ?

যোগ। ধ্বজাধারীর চিন্তাও ঐহিক চিন্তা।—তিনি আবার দুর্ব্বল, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভও করেন নাই। যদি আমাদের মত অবস্থায় পড়িয়া থাকেন।

আমি। ধ্বজাধারী আমাদের মত বাহিরে পড়িয়া নাই।—আর তিনি সঙ্গে থাকিলে আমাদের আজ এ অবস্থায় থাকিতেও হইত না। যত দিন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, তত দিন আমাদের পথক্লেশ আদৌ হয় নাই। এ সমস্ত দেশ তাঁহার বেশ পরিচিত। কোথায় ভাল স্থান পাওয়া যায়—তাহা তিনি বেশ জানেন।

শীতে অবসন্ন হইয়া আমি অগ্নিতে দুই এক্‌খানি কাষ্ঠ দিয়া তাহার নিকট শয়ন করিলাম। যোগজীবন আমার মস্তকের নিকট বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে নিদ্রার প্রতীক্ষা করিলাম ; নিদ্রা আসিল না।—আবার যোগজীবনের সহিত কথা বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলাম।

তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকে লম্বমান বস্ত্রখণ্ড সকলের মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক আমার চক্ষে পড়িল ;—আমি চাঁদ দেখিতে লাগিলাম। যোগজীবন বলিল,—“কি দেখিতেছ ?”

আমি। চাঁদ।

যোগ। এই ভয়ানক স্থানে, ভয়ানক সময়ে, এই ক্লেশে আবার চাঁদ দেখিবার এত সাধ কেন?

আমি। চিরকালই আমি চাঁদ দেখিতে ভাল বাসি।

যোগ। তবে সন্ন্যাসী হইয়াছ কেন?

আমি। তাহাতে ক্ষতি কি?

যোগ। চাঁদ প্রণয়ীর সুখবর্দ্ধন; চাঁদ দেখিতে যখন তোমার এত সাধ, তখন তুমি প্রণয়ের দাস। তোমার প্রীতি এখনও মনুষ্যের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে।

আমি। কে বলিল—চাঁদ কেবল প্রণয়ীর সুখবর্দ্ধন?

যোগ। সকলেই ত বলে। প্রেমিক পুরুষ প্রণয়-প্রসঙ্গে আপনার প্রিয়তমার সহিত চাঁদ দেখিতে ভাল বাসেন;—প্রেমপূর্ণ-মনে প্রণয়িনীর প্রফুল্ল মুখ পৃথিবীর সারাৎসার মনে করিয়া, সকল সৌন্দর্য্যের আধার চন্দ্রের সহিত তুলনা দেন;—আদর করে প্রাণপ্রিয়ার শ্রীমুখ 'চন্দ্রানন' বলেন;—আবার যখন প্রিয়তমা সোহাগে গলিয়া চাঁদ ধরিয়া দিতে অনুরোধ করেন, তখন তাঁহার মুখচন্দ্র ধরিয়া বলেন,—আকাশের কলঙ্কী চাঁদ কেন?—এই যে নিষ্কলঙ্ক চাঁদ ধরিয়া দিতেছি।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি প্রণয়শাস্ত্রে বেশ পণ্ডিত। তুমি আবার আমাকে বলিতেছিলে,—আমি প্রণয়ের দাস?"

যোগ। তবে চাঁদের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া কেন?

আমি। দেখিতে ছিলাম,—শৈশবে চাঁদ আয়, চাঁদ আয় বলিয়া হাত বাড়াইয়া যে চাঁদ ডাকিতাম;—কৌমারে বাগানের ঘাটে বসিয়া যে চাঁদ দেখিতাম,—নীল আকাশের কোলে, নীল জলের কোলে বসিয়া যে চাঁদ আমার দিকে চাহিয়া হাসিত;—গ্রীষ্মকালে নিশা-ভ্রমণের সময় যখন দক্ষিণ-বায়ুর তরঙ্গ মুখে লাগিয়া মনে উল্লাস বাড়াইত,—তখন যে চাঁদ ছোট ছোট মেঘখণ্ডের উপর দিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত,—এ সে চাঁদ নয়। বঙ্গদেশে যে চাঁদ উঠে,—আমাদের গ্রামে, আমাদের বাটীর ছাদের উপর আলোক ছড়ায়,—তাহার মূর্ত্তি আরও প্রসন্ন, আরও মধুর।

যোগ। তোমার কি এখনও বাটীর কথা মনে হয়?

আমি। তোমারও বাটী ঘর ছিল;—তোমার কি মনে হয় না?

যোগ। আমি উপাস্য দেবতার অনুসরণে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়াছি; সে সকল চিরপরিচিত সামগ্রীর মায়া একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি; এখন আর সে সকল কথা আমার মনে স্থান পায় না।

আমি। যোগজীবন, আমি এখনও তোমার মত চিত্ত সংযম করিতে পারি নাই। কখন যে পারিব,—তাহারও সম্ভাবনা নাই।

যোগ। তবে ঘরে ফিরিয়া যাও না কেন?

আমি। সে কথা বলিব না।

যোগ। কেন,—আমাকে তবে বিশ্বাস কর না।

আমি। তুমিও আমাকে বিশ্বাস কর না; তুমিও ত তোমার জীবন-কাহিনী আমাকে বল নাই।

যোগ। আমার জীবন কাহিনী নাই। গৃহে বাস করিতাম। যতদিন জ্ঞান হইয়াছে, বরাবর জানিতাম—ইষ্টদেবের আরাধনাই জীবনের উদ্দেশ্য। যখন দেখিলাম,—গৃহে থাকিয়া উপাসনা হয় না,—তখন ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইলাম। পাপ তাপের ধার ধারি না। ঘরের চিন্তাও নাই। আত্মীয় জনের জন্য কখন মনও কাঁদে না। তোমার সংসারের মায়া আছে;—সন্ন্যাসী হইতেও পারিলে না;—তবে অনর্থক ক্লেশ না সহিয়া দেশে গেলেই ত হয়।

আমি। সত্যই আমার মায়া আছে। আর কাহারও জন্য না হউক, পিতামাতার কথা ভাবিলে মন বড় ব্যাকুল হয়। আমিই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান;—সকল স্নেহের একমাত্র সামগ্রী। কিন্তু তাহা হইলেও দেশে ফিরিয়া যাইব না।

যোগ। কেন?

আমি। ঘরে সুখ নাই। দিবারাত্রি মনের যাতনা সহিতে হয়।

যোগ। কিসের এত অসুখ—যাহাতে তোমাকে আপনার বাড়ী ঘর, স্নেহময় পিতা মাতা ছেড়ে এই বনে বনে ভ্রমিতে হয়।

আমি। বাটীতে গেলে যাহাকে কখন ভাল বাসিতে পারিব না, তাহাকে দেখিতে হইবে,—ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যোগ। সে কে?

আমি। পিতা তার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছেন।

যোগ। তাহাকে ভাল বাসিতে পার না কেন?

আমি। কেন ভাল বাসিতে পারি না,—তাহা জানিনা; তবে সে আমার চক্ষের বিষ।

যোগজীবন নীরব হইল; আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মোহে।

রাত্রির সহিত শীত বাড়িতে লাগিল। যোগজীবন উঠিয়া অগ্নি জ্বালিল। আগুনের শিখা উপরে উঠিয়া আমাদের বস্ত্রময় গৃহের উপরে সঞ্চিত তুষার গলাইয়া দিল। দুই চারি বিন্দু করিয়া জল পড়িয়া সকলকেই ক্রমে বিনিদ্র করিল। সকলেই কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। আমরা অগ্নি সেবন করিতেছি,—বাহিরে মানুষের পদশব্দের ন্যায় শব্দ শুনা গেল;—যেন কেহ দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছে।—এই গভীর রাত্রিতে, এই দুর্দান্ত শীতের সময় মানুষের দ্রুতপাদবিক্ষেপে আমরা একটু চকিত ও উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। যোগজীবন বলিল,—"বোধ হয় দুষ্ট লোক।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"দুষ্টলোক এমন সময়ে এখানে আসিবে কেন? আমার বোধ হয়,—কোন জন্তু।"

গিরিরাজ মস্তক নাড়িয়া রাজার অনুমানে সন্দেহ জানাইল। আবার পদশব্দ। এবার বোধ হইল,—যেন কেহ তুষারের উপর দিয়া মৃদুপদে আমাদের দিকে আসিতেছে।—মনুষ্যের পদশব্দ—তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামটহল বলিল,—"রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। পৃথিবীর সমস্ত লোক এখন শীতের ভয়ে জড় সড় হইয়া গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। চোর ডাকাইতদিগের অসদভিপ্রায় সাধনের এই সময়।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"আমাদের বস্ত্রের কাণ্ডারের নিকটেই বোধ হয় লোক আসিয়াছে।"

রাজার অনুমান সত্য।—যেন দুই খণ্ড বস্ত্রের মধ্য দিয়া কেহ ভিতরে দেখিতেছে। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যোগজীবন বলিল;—"কোথায় যাও?"

আমি। বাহির হইয়া দেখি।

যোগ। একাকী এ সাহসের কাজ করিও না; যদিই দস্যু হয়, তবে কখনই তাহারা দুই এক জন আসে নাই।

গিরিরাজ উঠিয়া বলিল,—"এস রামটহল, বাহিরে দেখা যাক;—বসে গল্প করে কি হবে?

রাম। তুমি চল না—আমি যাইতেছি।

গিরি। তোমার এত ভয়।

রাম। আমি যমকেও ভয় করি না। তুমি চল না,—আমি যাইতেছি।

গিরিরাজ হাসিয়া বলিল,—"যমকে ভয় কর না,—কিন্তু এক জন চোরের ভয়ে বাহির হইতে সাহস নাই।"

রাম। সাহস নাই কি?—আমি দস্যুর ভয় রাখি না; তবে শীতের ভয়।

গিরি। ডাকাইত যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়?

রাম। গিরিরাজ, ও সব অমঙ্গলের কথা বলিও না। বাহির হইয়া দেখ। কিন্তু আমি বলি,—বাহির হইয়া কাজ নাই। যদিই দস্যুর দল প্রবল হয়,—সকলে একত্র না থাকিলে আত্মরক্ষা কঠিন হইবে।

আমি বস্ত্রাবরণের দিকে চলিলাম। অমনি দ্রুত-পাদক্ষেপ-শব্দ শুনা গেল। বাহির হইয়া দেখিলাম,—এক ব্যক্তি দ্রুতপদে বনাভিমুখে দৌড়িতেছে।

এই সময়ে গিরিরাজ যষ্টিহস্তে বাহির হইল। রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"অনর্থক হিংসা করিও না,—ধর্ম্মনাশ হইবে।"

গিরিরাজ পলায়িতের পশ্চাৎ দৌড়িল। যোগজীবন ও দেবীপ্রসাদ বাহিরে আসিলেন। যোগজীবন উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"হিংসা করিও না।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"স্বর্গযাত্রার বিঘ্ননাশ ও আত্মরক্ষা কর্ত্তব্য। তবে অনাবশ্যক হিংসা যেন না হয়।"

আমি সমবেগে গিরিরাজের অনুগামী হইলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া দেখি তুষার সঙ্ঘাতের উপর স্ত্রীমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে।

গিরিরাজ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যষ্টিদ্বারা তাহাকে ঠেলিতেছে। বুঝিলাম,—শীতে অবসন্ন হইয়া, তুষারের উপর স্খলিতপদে রমণী পড়িয়া গিয়াছে। বলিলাম,—"গিরিরাজ, তুমি মুমূর্ষু স্ত্রীকে আঘাত করিতেছ।"

গিরি। তুমি জান না;—এ ডাকাইতের চর। স্ত্রীবেশ ধরিয়াছে।

আমি। যাহাই হউক, মুমূর্ষু লোককে আঘাত করা নিতান্ত কাপুরুষতা।

গিরি। আমি কাপুরুষ কি বীরপুরুষ, তাহা সকলেই জানে;—তোমার সে কথায় কাজ কি?

আমি। আমার কাজ এই,—ইহাকে আঘাত করিও না।

গিরি। এই আবার মারিলাম; তুমি বীরপুরুষ—নিবারণ কর।

আমি গিরিরাজের হস্তস্থিত লাঠি কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলাম। সে আমাকে মারিতে আসিল,—আমার বাহুর আঘাতে পশ্চাতে পড়িয়া গেল।—তখন উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতে দিতে লাঠি আনিতে দৌড়িল।

এই সময়ে যোগজীবন আসিয়া মূর্চ্ছিত রমণীর মস্তক কোলে করিয়া বসিল। আমি দেখিয়া হাসিলাম।

যোগজীবন বলিল,—"হাসিতেছ কেন?"

আমি। স্ত্রীলোকের প্রতি তোমার দয়া ও আদর দেখিয়া হাসিতেছি।

যোগজীবন হাসিয়া বলিল,—"দেখ, ইহার সুন্দর মুখ চাঁদের আলোকে কেমন উজ্জ্বল দেখাইতেছে।" আমি চাহিয়া দেখিলাম,—যথার্থই সুন্দর মুখ চন্দ্রালোকে ঝকিতেছে।

গিরিরাজের সহিত আমার বচসা শুনিয়া রাজা উচ্চৈঃস্বরে আমাদিগকে ডাকিতে ছিলেন। আমরা তাঁহার আদেশ পালন করিলাম না—দেখিয়া শেষে নিকটে আসিলেন। গিরিরাজও ঠিক সেই সময়ে লাঠি লইয়া আসিল। কিন্তু রাজার আগমনে বিবাদ নিবারণ হইল। আমরা সকলে ধরিয়া স্ত্রীলোক-টিকে বস্ত্রাবাসের ভিতর আগুনের নিকট আনিলাম। তখন সে সম্পূর্ণ সংজ্ঞা-হীন।—বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখিলে মানুষের মনে যে করুণার উদয় হয়, তাহাতেই হউক,—আর মোহের এমন কোন ধর্ম্মই থাকুক,—এই অবস্থায় তাহার স্বভাব-সুন্দর মুখ আরও সুন্দর বোধ হইল।

অগ্নি ও বস্ত্রের উত্তাপে অনেক ক্ষণের পর মেঘমুক্ত নক্ষত্র-যুগলের ন্যায় দুই

চক্ষু উন্মীলিত হইল। আমরা একদৃষ্টে তাহার মোহ-মুদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম ;—এখন সকলেরই হৃদয়ের আনন্দ মুখে দেখা দিল। রমণী আমাদের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া সহসা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ; চক্ষু নিমীলিত হইল ;—আবার মোহে চেতনা তিরোহিত হইল।

যোগজীবন একটু অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতা রমণীর মস্তকের নিকট বসিয়া পড়িল। দেবীপ্রসাদ চকিত ও ম্লান হইলেন। আমারও চক্ষে একবিন্দু জল আসিল।

পৃথিবীতে যিনি যত জ্ঞানী হউন,—কোন মহদভীষ্টসিদ্ধিকামনায় উন্মত্ত হউন,—গৃহী হউন বা সর্ব্বত্যাগী উদাসীন হউন,—বিপন্না রমণীর সুন্দর মুখশ্রী মলিন দেখিয়া কাঁদিতেই হইবে। যাহারা পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া লোকের সর্ব্বনাশ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে—এ অবস্থায় তাহাদিগকেও কাঁদিতে হইবে। যিনি দম্ভভরে ইহা অস্বীকার করিবেন,—তিনি হয় মিথ্যাবাদী,—না হয়, হিংস্র শ্বাপদ অপেক্ষাও ক্রূরপ্রকৃতি।

বিপন্না রমণীর বয়স ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে। যৌবন-লাবণ্য এখনও তাহার শরীরে দেখা দেয় নাই। বাস্তবিক সে সম্পূর্ণ বালিকা। ভয়ের চিহ্ন তাহার মুখে স্পষ্ট প্রকাশমান। হস্ত ধরিয়া দেখিলাম,—রক্তের স্রোত অতি প্রবল বেগে চলিতেছে। আমরা আগ্রহের সহিত আবার তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম।

যোগজীবন বলিল,—"ইহার বস্ত্র তৈলাক্ত বোধ হইতেছে।" আমরা পরীক্ষা করিয়া জানিলাম,—তাহার বস্ত্র, কেশ ও সমস্ত শরীর এক প্রকার স্নেহ দ্রব্যে সম্পূর্ণ সিক্ত।

রামটহল বলিল,—"আমাদের প্রথম অনুমান মিথ্যা নয়। এ নিশ্চয়ই দস্যুদিগের চর। তাহাদের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে এত তৈল মাখিয়া আসিয়াছে।

গিরি। ইহার মূর্চ্ছাও ভাণ। আমি বেশ বুঝিয়াছি,—প্রহার না করিলে এ মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে না।

গিরিরাজ যষ্টি লইয়া বালিকাকে প্রহার করিল। দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"পাষণ্ড, তুমি স্বর্গযাত্রীর অধিকারী নও। রামটহল্, তোমার বন্ধুকে বিদায়

দাও ; নতুবা তুমিও বিদায় হও।”

রামটহল কাঁদিল ; রাগ করিয়া গিরিরাজকে চলিয়া যাইতে বলিল। গিরি বিষণ্ণভাবে অধোমুখে বসিয়া রহিল।

অনেক ক্ষণ পরে বালিকার মোহাপনয় হইল। আমরা অর্দ্ধ হিন্দী অর্দ্ধ পাহাড়ী ভাষায় তাহাকে অভয় দিলাম। বালিকা প্রথমে কথা কহিল না। আজি বৃথা-বাক্যব্যয়-কুণ্ঠ দেবীপ্রসাদের ব্রতভঙ্গ হইল ;—তিনি বালিকার প্রবোধ জন্য অনেক কথা বলিলেন। অনেক ক্ষণের পর বালিকা স্পষ্ট হিন্দী কথায় বলিল,—“আমাকে আগুনে ফেলিয়া দিও না।”

রাজা। দিব না।

বালিকা। তবে আগুনের কাছে কেন ?

রাজা। শীত নিবারণের জন্য।

বালিকা। আমার ত শীত করিতেছে না ; তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও,—আমি যাই।

রাজা। কোথায় যাবে ?

বালিকা। তোমরা যেখান হইতে আমাকে আনিয়াছ ?—আমি মার কাছে যাই।

রাজা। তোমাদের ঘর কোথায় ?

বালিকা। তোমরা জান না ?—মাকে আগুনে ফেলিয়াছ ?

রাজা। না।

বালিকা অনেক ক্ষণ আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল ; চারি দিকে চাহিল ;—বলিল,—“তোমরা কে ?”

রাজা। সন্ন্যাসী।—তোমাদের ঘর কোথায় ?

বালিকা। তোমরা জান না ?

রাজা। না।

বালিকা। আমাকে কে আনিল ?

রাজা। পলাইয়া আসিয়াছ।

বালিকা একটু আশ্বস্তা হইল। তাহার কথায় পরে বুঝা গেল,—কয়েকজন মহান্ত তাহাকে ও তাহার জননীকে ধরিয়া বনের মধ্যে আনে। তাহার পর

তাহাদিগকে তৈল মাখাইয়া, বন্ধন খুলিয়া আগুনে ফেলিতে যায়। তাহার মাঁ মৃদুস্বরে তাহাকে একদিকে পলাইতে বলিয়া আপনি প্রাণপণে অন্য দিকে ছুটিল; মহান্তেরা তাহাকে ধরিতে দৌড়িল;—কন্যাও মাতার আদিষ্ট দিকে পলাইল। অনেক দূর দৌড়িয়া সে আমাদের বস্ত্রাবাসের নিকট আইসে। আমাদিগকেও মহান্ত-বেশধারী দেখিয়া সে ভয়ে পলাইতে ছিল।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"হরিচরণ, বোধ হয় স্বর্গযাত্রার বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য দেবতারা ছলনা করিতেছেন।—তাহা হইলেও বিপন্নের উদ্ধার পরম ধর্ম্ম। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক—বালিকা। ইহাকে আশ্রয় না দিলে অধর্ম্ম হইবে। ইহার রক্ষার উপায় স্থির কর।"

আমি বলিলাম,—"নিকটেই ইহার শত্রু আছে। আমার বিবেচনায়—বালিকা সন্ন্যাসী সাজিয়া আমাদের সঙ্গী হউক।"

সেই প্রস্তাবই শেষে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির হইল। পাহাড়ী বালিকা সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিল। অনেক পরে আবার মনুষ্যের পদশব্দ শুনা গেল। আমরা বুঝিলাম,—ঘাতুকেরা আসিতেছে। আমরা সকলেই শয়ন করিলাম। কেবল রাজা ও যোগজীবন বসিয়া রহিলেন। দশ জন সন্ন্যাসী আমাদের বসন-গৃহ মধ্যে আসিল;—প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল নানা কথা কহিল;—শেষে কিছু সন্দেহ না করিয়া চলিয়া গেল।

তখন প্রায় প্রভাত হইয়াছিল। যোগজীবন বালিকাকে জিজ্ঞাসিল,—"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম যোগিয়া।"

যোগজীবন একবার আমার দিকে চাহিল। আমি তাহার অর্থ বুঝিলাম না। আবার জিজ্ঞাসিল,—"তোমাদের ঘর কোথায়?"

"দওরা"

যোগ। কোন দিকে,—কত দূর।

যোগিয়া। রাত্রিতে আসিয়াছি,—ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয়, চারি পাঁচ ক্রোশ হবে।

যোগ। তুমি ধ্বজাধারীকে চেন?

যোগিয়া। না

যোগজীবন আবার আমার দিকে চাহিল ; আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"এ সন্দেহ হইল কেন ?"

যোগজীবন আবার জিজ্ঞাসিল,—"তুমি ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয় কন্যা।"

যোগিয়া। ও সব জানি না। আমরা গাঙ্গেরি গোয়ালা।

আমি একটু হাসিলাম। যোগজীবন একটু অপ্রতিভ হইল।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"এই বালিকা বোধ হয় মহাপ্রস্থানে যাইবার উপযুক্ত নয়। কিন্তু এখানে ফেলিয়া গেলেও ইহার জীবন সংশয়। আমার মতে ইহাকে যমুনোত্রি পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া উচিত। সেখানে ধ্বজাধারীর পরিচিত লোক অনেক আছেন। তাহারা এই বিপন্না বালিকার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

যোগিয়া বলিল,—"আমার মা।"

রাজা একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"অবোধ বালিকা, এ সংসারে মাতার দর্শন তোমার ভাগ্যে বোধ হয় আর ঘটিবে না। তোমার মাতা যদি সতী ও ধার্ম্মিকা হন, হয়ত এতক্ষণ অনন্তধামে গিয়াছেন। ইচ্ছা হই‍লে আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইতেও প্রস্তুত আছি।

যোগিয়া আগ্রহের সহিত বলিল,—"আমি সেই খানেই যাইব।"

রাজা। চল ;—হয়ত তোমার অদৃষ্ট ভাল। দেবতারা তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আনিয়া আমাদের সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিম দর্শন।

সূর্য্যালোকে তুষার গলিয়া [illegible] আমরা বস্ত্রাবাস ভাঙ্গিয়া অশ্বপৃষ্ঠে চাপাইয়া দিলাম। যোগিয়া বালিকা হইলেও অশ্বারোহণ করিতে পারিত। নবীন সন্ন্যাসী অনায়াসে একটি ঘোড়ার উপর উঠিয়া বসিল। রাজা দেখিয়া প্রীত হইলেন। যোগিয়ার নামকরণ হইল—বালকদাস। নূতন নামে নূতন যোগী বড় সন্তুষ্ট হইল এবং অনায়াসে অশ্বচালনা করিয়া রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যোগজীবন আমার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া পদব্রজে চলিল। আমি রাত্রির ঘটনাবলি ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে যাইতেছি। যোগজীবন বলিল,—

"গুরুজি, আমার কিন্তু মনের সন্দেহ ঘুচিতেছে না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"কি সন্দেহ?"

যোগ। আমার মনে হয়—যোগিয়াই রাজদুহিতা মনিয়া।

আমি। মনে সেই ভাবনাই সদা বর্ত্তমান—সেই জন্য জগৎ সংসার মনিয়াময় দেখিতেছ। কোন দিন রাজা শিবসিংহকেও সাক্ষাৎ দেখিবে।

যোগ। তাহাতে বিচিত্র কি? আমার ত মনে হয়—একদিন রাজাকেও দেখিতে পাইব।

আমি। আর এখন ত সশরীরে স্বর্গে যাইতেছ। অন্ততঃ সেখানেও দেখিতে পাইবে। সেখানে চিনিয়া লইতে পারিবে ত?

যোগ। গুরুজি সহায় থাকিলে সকল কামনাই পূর্ণ হয়।

আমি। আমি স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইতে পারিব কি না তাহারই নিশ্চয় নাই। আমাদের পাপের শরীর। স্বর্গের দ্বারে গেলেই হয়ত যমদূত আসিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিবে।

যোগ। তবে আর বৃথা এ পথে কেন?

আমি। দেখি—তোমাদের পুণ্যবলে যদি একজন পাপী তরিয়া যায়।

যোগ। আমার পুণ্যে যদি তোমার ভাল হয়—আমার তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু সকলেই আপনার কর্ম্মের ফলভোগ করে। একের পুণ্যে আর একজন তরে না। তবে শুনিয়াছি,—স্ত্রী স্বামীর, আর স্বামী স্ত্রীর পুণ্যভাগী হয়; তুমি ত সে পুণ্যের ভাগও চাও না।"

আমার মনে একটু আঘাত লাগিল। কোন উত্তর করিলাম না। ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম।

যোগজীবন বলিল,—"ধ্বজাধারী বলিয়াছিলেন,—বোধ হয়, হিমালয় প্রস্থে তাঁহার মনিয়াকে আমরা দেখিতে পাইব। তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—তাহার স্কন্ধে অস্ত্রচিহ্ন আছে। আজি আমি দেখিব,—আমাদের বালকদাসের স্কন্ধে কোন চিহ্ন আছে কি না।"

আমি। মনিয়া তোমার মনপ্রাণ হরিয়াছে না কি? তাহাকে না দেখিয়াই এত উন্মাদ!—যদি কখন মনিয়াকে পাওয়া যায়,—ধ্বজাধারীকে বলিয়া তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিব।

যোগ। আমি সন্ন্যাসী,—বিবাহ করিয়া কি করিব?

আমি। সন্ন্যাসিনী কাছে না থাকিলে যোগধর্ম্মে মন বসিবে কেন?—সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

যোগ। তবে তুমি একটি সন্ন্যাসিনী সঙ্গে লও না কেন?

আমি হাসিয়া বলিলাম,- "দেখা যাউক, যদি মনিয়াকে পাওয়া যায়, তখন বিবেচনা করিব। শেষে গুরুশিষ্যে বিবাদ না বাধিলে হয়।"

সহসা আর্ত্তনাদ-শব্দে আমাদের গুরুশিষ্যের সদালাপে বাধা পড়িল। ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া দেখি,—অঙ্গার ও ভস্মরাশিমধ্যে অর্দ্ধদগ্ধ মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে;—যোগিয়া সেই গলিত দেহের উপর পড়িয়া পাংশু-বিলুণ্ঠিত হইতেছে;—আর একপ্রকার অস্ফুট অস্বচ্ছ শব্দ করিতেছে।

রাজার আদেশে রামটহল তাহাকে টানিয়া লইল। যোগিয়া আবার তাহার হাত ছাড়াইয়া মৃতদেহের উপর গিয়া পড়িল। আমি নামিয়া তাহাকে আমার ঘোড়ার উপর উঠাইলাম এবং অতিদ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সকলের অগ্রসর হইলাম।

যোগিয়া প্রবোধ শুনিল না। আমি বলিলাম,—"যোগিয়া স্থির হও; মহান্তেরা যদি জানিতে পারে, তাহা হইলে আর আমরা তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না।"

যোগিয়া শুনিল না। আমি একটু কাতরভাবে বলিলাম,—"যোগিয়া, মিনতি করিতেছি,—এখনও স্থির হও। যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে,—চুপ কর।"

যোগিয়া শুনিল না। আমি আবার বলিলাম,—"রোদন শব্দ শুনিতে পাইলেই মহান্তেরা দৌড়িয়া আসিবে;—তখন আর তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না।"

যোগিয়া। আমি আর বাঁচিব না,—মার কাছে যাব।

যোগিয়া পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে মাথা দোলাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেলা প্রায় একটার সময় আমরা সকলে একত্র হইলাম। রাজা ও যোগজীবন যোগিয়াকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বালিকা বলিল,—"মহান্তদিগকে ভয় কি—আমি মার কাছে যাইব।"

রাজা। মহান্তেরা যে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করিবে।—তোমার মাতা যেখানে

গিয়াছেন, তোমার ইচ্ছা হয়,—চল, আমি সুখসাধ্য উপায়ে তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব।

যোগিয়া। এত লোক থাকিতে মহান্তেরা আমাকে পুড়াইবে?

রাজা। তাহাদের সংখ্যা বেশি;—স্থানও পরিচিত;—তাই ভয় করিতেছি।

যোগিয়া। তোমাদের ত অস্ত্র আছে। আমার হাতেও তীর ধনু দাও।

রাজা। তাহারা কত লোক জান?

যোগিয়া। দুই এক জনকে মারিলেই আর সকলে পলাইবে।

বালিকার কথা,—তাহার সাহস ও নেত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিয়া আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। যোগিয়া আবার সেইরূপে মাথা দোলাইয়া মুদ্রিত-নেত্রে শব্দ করিতে লাগিল। যোগজীবন তাহাকে লইয়া বুঝাইতে লাগিল।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য;—আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এত দিন তপস্যা করিলাম, তথাপি আমার মনের সংযম হইল না। এখন সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতেছি,—এখনও পার্থিব মায়া আমাকে ত্যাগ করিল না। এখন আবার আমার মন এই বালিকার উপর স্নেহপ্রবণ হইল।"

আমি। যোগিয়ার সরল, মধুর মুখশ্রী দেখিলে বাস্তবিক ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে।

রাজা। বেশ বুঝিতেছি—এ সকল স্বর্গযাত্রার বিঘ্ন। আমার মন এখন গৃহীদের ন্যায় হইয়াছে। মায়াজালে আবদ্ধ লোক স্বর্গগমনে অধিকারী হয় না।

রাম। আমার মতে ইহাকে অধিক দূর সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। অনর্থক পথে বিঘ্ন কেন?

রাজা। যোগিয়া বালিকা;—আবার মাতৃহীন হইল। তাহাকে বিপদের মুখে ফেলিয়া গেলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ করা হয়।

রাম। কাহারও হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেই হয়।

রাজা। কাহার হস্তে দিয়া যাইব,—কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

রাম। যোগিয়া নিজেই আত্মরক্ষা করিতে পারে। সে নিতান্ত বালিকা নয়।

রাজা। সেই আমার ভয়। যোগিয়ার অলৌকিক রূপ যখন যৌবনে পরিমার্জ্জিত হয়ে উজ্জ্বল হবে, তখন তাহাকে রক্ষা করিতে পারে,—এমন কে আছে?—যোগিয়াকে সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাই।

রাম। যোগিয়া পাহাড়ী মেয়ে। তার জন্য আবার আপনার চিন্তা কি?

রাজা। আর যোগিয়া বলিও না। প্রকৃত নামে বিপদ ঘটিতে পারে। এখন অবধি সকলেই বলিবে—বালক দাস। যেন ভ্রম না হয়।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে যমুনোত্রির এক সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। ধ্বজাধারী পূর্ব্বদিন সায়ংকালেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিয়া শেষে কিছু উদ্বিগ্ন হইলে আশ্রম-বাসী এক সন্ন্যাসী আমাদের অন্বেষণে আইসেন। পথে তিন চারিটি নদী নব-জলসঞ্চয়ে তীব্রবেগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। নবাগত সন্ন্যাসী বলিলেন,—সে দিন আমরা অশ্বাদি লইয়া যমুনোত্রি পৌঁছিতে পারিব না। তদনুসারে সুক্কর গ্রামে এক গৃহস্থের বাটীতে আমরা আতিথ্য স্বীকার করিলাম। সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া আমি যোগজীবন ও যোগিয়ার সহিত গৃহের একপার্শ্বে সুখাসীন হইলাম। যোগজীবন যোগিয়াকে অনেক প্রবোধ দিল। যোগিয়া কথা কহিল না। যোগজীবন হাসিয়া বলিল,—"স্ত্রীবেশ অপেক্ষা যোগিয়ার সন্ন্যাসিবেশ আমার নিকট অধিক সুন্দর দেখায়। আমার মতে নবীন সন্ন্যাসী রূপে জগৎসংসার ভুলাইতে পারে।"

যোগিয়া কথা কহিল না; কিন্তু তাহার মুখে একটু প্রসন্নতা দেখা গেল। যোগজীবন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"গুরুজি যে কথা কহিতেছ না।"

আমি। কি বলিব; যোগিয়া বালিকা,—তাহাতে শোক পাইয়াছে;—উহাকে এরূপ উপহাস করা অনুচিত।

যোগজীবন আমার দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিল; তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত একটু কুটিল হাস্যে আকুঞ্চিত হইল; বলিল,—"মনিয়াও বোধ হয় এইরূপ অনাঘ্রাত কুসুমকোরক, অস্পৃষ্ট নব-কিসলয়। যদি তাহাকে পাওয়া যায়—একবার নয়ন ভরে নূতন রকমের যুগলরূপ দেখিব,—আর হয়ত এক বৃন্তে দুইটি গোলাব ফুটাইয়া দিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"যোগজীবন, তুমি মনিয়া-মন্ত্রে দীক্ষিত হই-

য়াছ ;—এখন সেই নাম লইয়া বরং নূতনরূপ সন্ন্যাস লও; বনে বনে মনিয়ার নাম গাইয়া বেড়াও; বনের পাখীদের সেই নাম শিখাও;—তাহারা তোমার সঙ্গে গাইবে—'মনিয়া মম ভূষণং, মনিয়া মম জীবনং, মনিয়া মম ভব-জলধি-রত্নম্।'—গভীর বন, তরু কোটর, হিমালয়ের গহ্বর সেই নামে পূর্ণ হইবে;—বায়ু সেই নূতন নাম দেশে দেশে শুনাইবে;—নগনদী সকল সেই নাম বহিয়া আর্য্যাবর্ত্তে চলিয়া যাইবে।—হয়ত সেই গান শুনিতে যমুনাও একদিন উজান বহিবে।—বনের পশুদিগকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা দাও। নূতন প্রেমের নূতন হাট বসাও। তখন আশ্রমে আশ্রমে মনিয়া-বেদ গীত হইবে। বৃক্ষ পত্রে সেই নাম;—তরু শরীরে সেই নাম;—হিমালয়ের পাষাণদেহে সেই নাম; তুষারময় শিখরে সেই নাম।—তখন তোমার অচলা ভক্তি দেখিয়া হয়ত মনিয়া দেখা দিবে,—বরদানে তোমার প্রেমের সন্ন্যাস পূর্ণ করিবে।"

যোগিয়া বিস্মিতভাবে আমাদের অদ্ভুত কথা বার্ত্তা শুনিতে ছিল;—কোন কথা বলিল না।

যোগজীবন হাসিতে হাসিতে বলিল,—"প্রকৃতই মনিয়া নামটী আমি বড় ভাল বাসি।—যোগিয়া, তুমি ত হিমালয়ের পাহাড়ী মেয়ে। আমাদের মনিয়াকে কোথাও দেখিয়াছ?"

যোগিয়া বিস্ময়-স্তম্ভিতভাবে যোগজীবনের দিকে চাহিয়া রহিল। যোগজীবন বলিল,—"গুরুজি, নামের মাহাত্ম্য দেখিলে ত। বনের পাখীও সেই নামে শোক তাপ ভুলিয়া এই দেখ—চিত্রার্পিত মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত হইয়াছে। যোগিয়া, তোমার কি হইয়াছে?—সত্যই নামে মুগ্ধ হইয়াছ না কি?"

যোগিয়া। তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?

যোগজীবন হাসিয়া বলিল,—"কেন ভয় পাইয়াছ না কি? মনিয়া ভূত প্রেত নয়। সেটি আমাদের গুরু শিষ্যের সাধের পাখী।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"শুধু শিষ্যের প্রাণের পাখী বলিলে হয় না?"

যোগজীবন হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আগে মনিয়াকে পাই;—তখন বুঝিব।—কি যোগিয়া, এখনও ভয় ঘুচে নাই?"

যোগিয়া একটু অপ্রতিভের ন্যায় বলিল,—"আমি সে কথা বলিতেছি না;—তোমরা সে মহান্ত নও; তাহাদের আমি চিনি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"যোগিয়া, এতক্ষণের পর সে কথা তোমার মনে আসিল কেন ?"

যোগিয়া। তবে তোমরা আমার আসল নাম কিরূপে জানিলে ?

যোগজীবন আমার দিকে চাহিল। আমাদের চারি চক্ষে মিলন হইল। কোন কথা বলিলাম না। যোগজীবন আগ্রহের সহিত যোগিয়ার হাত ধরিয়া বলিল,—"তবে তুমিই কি আমাদের মনিয়া ? এখন সত্য বল দেখি,—তুমি ধ্বজাধারীকে জান না ?"

যোগিয়া। ধ্বজাধারী কে—আমি জানি না।

যোগ। তোমার পিতার নাম কি ?—তাঁহাকে মনে পড়ে ?

যোগিয়া। আমি বিশ্‌য়া জোরিকে পিতা বলি। তাহাকেই জানি।

যোগ। বরাবর তাহার বাটীতেই থাক ?

যোগিয়া। পাঁচ ছয় বৎসর আছি।

যোগ। তার আগে কোথায় ছিলে ?

যোগিয়া। আমার মামাজির বাটীতে।

যোগ। তোমার মামাজির নাম কি ?—তিনি কোথায়

যোগিয়া। তাঁহার নাম সামন্ত গিরি।—তিনি বাঁচিয়া নাই।

যোগ। তাঁর আর কে আছে ?

যোগিয়া। সে সকল কথা জানি না। বোধ হয় আর কেহ নাই,—কেবল আমিই আছি।

যোগ। তাঁহার বাটী কোথায় ছিল ?

যোগিয়া। কাল্‌সায় আমাদের বাটী।

যোগ। বিশ্‌য়া জোরিকে পিতা বলিতে কেন ?

যোগিয়া। তাহার পুত্র কন্যারা তাহাকে পিতা বলিত ;—আমিও বলিতাম। পূর্ব্বে মনে করিতাম,—তিনিই আমার পিতা।

যোগ। তোমার নাম যোগিয়া হইল কেন ?

যোগিয়া। জানি না। বিশ্‌য়া জোরি আমাকে যোগিয়া বলিতেন; মহান্তেরাও বলিত। আমার মা এক দিন আমাকে দেখিতে এসে মনিয়া বলিয়াছিলেন ; সেই জন্য মহান্তেরা তাঁহাকে তিন দিন——"

বলিতে বলিতে মনিয়ার মুখ গম্ভীর হইল; আরক্তনয়নে, শূন্যদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া বস্ত্রের মধ্যে মুখ লুকাইল এবং পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

রাজা নিকটে আসিয়া ডাকিলেন,—"বালক দাস।" কোন উত্তর নাই। আবার বলিলেন,—"বালকদাস, স্থির হও; কাঁদিলে সকলেই তোমাকে চিনিতে পারিবে। তাহা হইলে হয় ত আর মাতৃদর্শন তোমার ঘটিবে না। সেখান পর্য্যন্ত তোমাকে লইয়া যাইতে পারিব না।"

মনিয়া নীরবে বস্ত্রের মধ্যে মুখ লুকাইয়া শয়ন করিল। রাজা নানা কথার উত্থাপন করিলেন। শেষে মহাপ্রস্থানের কথা উঠিল। রাজ-সন্ন্যাসী যেন স্বর্গভূমি প্রত্যক্ষ দেখিলেন;—স্বর্গের বর্ণনা আরম্ভ হইল। শুনিতে শুনিতে নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নে আমরা যমুনোত্রির নীচে ধ্বজাধারীর পরিচিত গঙ্গাদেবের মঠে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বদিনের পথক্লেশে ধ্বজাধারী আবার পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি,—তিনি পীড়ার সাহায্যে অঘোরে ঘুমাইতেছেন। তাহার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় বাহিরে আসিয়া আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

আশ্রমের ঘরগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত;—সুপরিষ্কৃত ও বাসের উপযুক্ত। চারিদিকে পুষ্পোদ্যান,—চামেলি মল্লিকা প্রভৃতির মনোহর গন্ধে আমোদিত। তাহার পর বদরী, আখরোট ও ভূর্জ্জপত্রের গাছ। প্রত্যেক গাছের মূলে পরিষ্কৃত প্রস্তর বেদী। প্রত্যেক বেদীর কোণে এক একটি অগ্নিকুণ্ডের স্থান। সন্ন্যাসীরা সেই সকল স্থানে বসিয়া অগ্নি সেবন ও ধূম্রপানে ব্যস্ত।

আশ্রম দেখিয়া মন প্রসন্ন হইল। আমরা অগ্নির নিকট মৃগচর্ম্মে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে মঠধারী গঙ্গাদেব যমুনাজলে মধ্যাহ্ন-স্নান সমাপন করিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। প্রত্যেক অতিথিকে বিলক্ষণ সমাদর করিলেন। আমাদের থাকিবার জন্য দুটি ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল।

ধ্বজাধারীকে মনিয়ার কথা জিজ্ঞাসিব বলিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে দশ বার যোগজীবনের অগোচরে ধ্বজাধারীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই দেখিয়া আবার আশ্রমের অন্য পার্শ্বে গেলাম। যোগজীবনের ন্যায়

আমারও মনে সন্দেহ জন্মিয়া ছিল। পাছে যোগজীবন তাহা জানিতে পারে,—আর জানিয়া উপহাস করে—এই আমার ভয়।

অল্পক্ষণ পরেই ধ্বজাধারীর কুটীরে মনিয়ার চীৎকার,—সেইরূপ অস্ফুট রোদন-শব্দ শুনিয়া ত্বরিত পদে ফিরিলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি,—ধ্বজাধারী উঠিয়া বসিয়াছেন; মনিয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতেছে;—ধ্বজাধারীর অশ্রুজল ধারা বাঁধিয়া মনিয়ার পৃষ্ঠ বহিয়া পড়িতেছে।

রোদন শব্দ শুনিয়া রাজা, গঙ্গাদেব, রামটহল প্রভৃতি সকলেই গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইলেন; গিরিরাজও আসিল। ধ্বজাধারী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন;—তাহার রোগপাণ্ডুর মুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেল। শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া মনিয়ার দিকে চাহিলেন,—আমার দিকে, যোগজীবনের দিকে চাহিলেন;—আবার অতি দীন ভাবে, কাতর নয়নে আমাদের উভয়ের দিকে চাহিলেন। আমাকে কিছু বলিবেন—ভাবিয়া আমি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলাম।—ধ্বজাধারী কথা কহিলেন না।—অতিকষ্টে মনিয়ার স্কন্ধস্থিত হস্ত লইয়া আমার মুখে দিলেন। আমি বুঝিলাম,—মনিয়ার জন্য তাহার ভয়। যদি আমরা মনিয়ার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করি তাহা হইলে তাহার ঘোর বিপদ ঘটিবে—এই তাঁহার ভয়। আমি একটু আগ্রহের সহিত বলিলাম,—"আপনি নিশ্চিন্ত হউন;—কোন ভয় নাই। আপনার শরীর অসুস্থ;—শয়ন করুন।"

মনিয়া সেইরূপে পাহাড়ী কান্না কাঁদিতেছে। তাহার বিশ্রাম নাই; কোন দিকে দৃষ্টি নাই; অন্য কোন কথা নাই।—কেবল মধ্যে মধ্যে "মা" শব্দ বুঝা যায়। আমি যোগজীবনের সাহায্যে তাহাকে ধ্বজাধারীর কণ্ঠবিচ্যুত করিলাম। যোগজীবন তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল। আমি ধ্বজাধারীকে শয্যালীন করিলাম। তিনি মুদ্রিতনয়নে শয়ান রহিলেন। দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যা হইল;—সন্ধ্যা কাটিয়া গেল, রাত্রি হইল;—আমি তাঁহার শেষ কথা শুনিবার প্রত্যাশায় এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও শয্যাপার্শ্ব ছাড়িলাম না। যোগজীবন সময়ে সময়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া ছিল। আবার মনিয়ার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া বাহিরে গেল। রাজা ও গঙ্গাদেবও বার বার আসিয়া দেখিলেন। রামটহল ও গিরিরাজও আসিল;—মঠের অন্য লোকও আসিল;

—আবার বাহির হইয়া গেল।—রাত্রিও বাড়িয়া চলিল;—এক প্রহর অতীত হইল। এইবার ধ্বজাধারীর সংজ্ঞা হইবে—প্রতি মুহূর্ত্তেই এই আশা ধরিয়া বসিয়া রহিলাম; কিন্তু সংজ্ঞা আর আসিল না। তাঁহার রোগক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ এই আকস্মিক মনোবেগ ধারণ করিতে পারিল না। সময়ে সময়ে আমার আশঙ্কা হইতে ছিল,—বুঝি হতভাগ্যের অদৃষ্টে সুখ নাই; চিরদুঃখীর ক্ষণিক আনন্দও বুঝি নিয়তির নিয়ম নয়!—আমার সেই আশঙ্কাই সত্য হইল;—রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সহিত ধ্বজাধারীর প্রাণ-বায়ু তাঁহার চির-দুঃখাবাস দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

যোগজীবন কাতর ব্যগ্র ভাবে বলিল,—"বুঝি ধ্বজাধারী আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গে গেলেন।"

আমি ত্রস্ত কম্পিত হস্ত তাঁহার দেহে সঞ্চালিত করিয়া বলিলাম,—"না, এই যে হৃদয়ের গতি আছে;—এই যে নিশ্বাস পড়িতেছে।"

যোগজীবন কথা কহিল না;—তাহার চক্ষে জলধারা পড়িল। আমি আবার ধ্বজাধারীর দেহ পরীক্ষা করিলাম;—আবার মনে হইল—এই যে জীবন রহিয়াছে;—কিন্তু যোগজীবনের ভাব দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বড় ভয় হইল;—সেই ভয়ে আবার সেই মৃত শরীর পরীক্ষা করিলাম;—আবার পরীক্ষা করিলাম;—মস্তক যেন ঘূর্ণিত হইল;—গুরুভার-পাষাণ-পেষণে হৃদয় যেন চূর্ণ হইয়া গেল।—কি করিলাম, কি বলিলাম,—জানি না।—বেলা যখন চারি দণ্ড—তখন চাহিয়া দেখি—সন্ন্যাসীর মৃত দেহের পার্শ্বে শয়ান আছি; তাহার সমাধির উদ্যোগ হইতেছে;—রাজসন্ন্যাসী আমার মাথার নিকট বসিয়া আছেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেম—অঙ্কুরে।

সন্ন্যাসীকে সমাহিত করিয়া অপরাহ্নে আশ্রমে ফিরিলাম। রাজার নির্দ্দিষ্ট কুটীরে মনিয়া 'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' বসিয়া আছে। দেবীপ্রসাদ তাহার পার্শ্বে বিষণ্ণ ভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। যোগজীবন গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিল,—"মনিয়া।" মনিয়া চাহিল না;—কথা কহিল না। আবার

ডাকিল,—"মনিয়া।" মনিয়া শুনিল কি না, তাহাও বলা যায় না,—সেইরূপে যোগজীবনের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। রাজা যোগজীবনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বালকদাস ;—তোমাদের কতবার বলিয়াছি—মনিয়া বলিও না ;—তোমাদের কি কু-অভ্যাস।"

মনিয়া মস্তক চালিয়া শূন্যদৃষ্টিতে উপরে চাহিল। তাহার ভাব দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া গেল;—মনের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম,—"রাজার দুহিতা,—আজি কোথায় রাজগৃহিণী হইবে, তাহা না হইয়া আজি মনিয়া,—নিষ্কলঙ্ক বালিকা—পথের ভিখারিণী, নিরাশ্রয়া।—এমন লোক জগতে নাই—যাহার মুখের দিকে চাহিবে।—তাহাতে আবার শত্রুর দল ঐ ক্ষুদ্র প্রাণ টুকু লইবার জন্য ঘুরিতেছে।"

আমি চক্ষুর জল সংবরণ করিতে না পারিয়া মুখে হাত দিয়া বাহির হইলাম।

সন্ধ্যার সময় যোগজীবন আমার পার্শ্বে আসিয়া বলিল,—"গুরুজি, তুমি রাজার নিকট মনিয়াকে 'রাজকন্যা'—বলিয়া ফেলিলে। রাজা আমাকে মনিয়ার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন। রাজার নিকট কি পরিচয় দেওয়া উচিত।"

আমি। পরিচয় দিয়া কাজ নাই। কেবল বিপদ বাড়ান মাত্র। বরং আর একটু বিবেচনা করিয়া বলিব। তবে এখন অবধি ভ্রমেও 'মনিয়া' নাম করিও না। রাজার উপদেশ মত বালকদাস বলাই ভাল।

পরদিন সন্ধ্যার পর অত্যন্ত তুষারপাত আরম্ভ হইল। রাজা গঙ্গাদেবের সহিত দেবালয়ে গেলেন। রামটহল ও গিরিরাজ তাহাদের অনুগামী হইল। আমি ও যোগজীবন মনিয়ার সহিত গৃহমধ্যে আশ্রয় লইলাম।

মনিয়া এখন একটু শান্ত হইয়াছে। আজি যোগজীবনের সহিত বসিয়া কথা কহিতেছিল। যোগজীবন বলিল,—"বালকদাস, তোমার মার সঙ্গে কত দিন একত্র ছিলে।"

মনিয়া। মা আমার কাছে থাকিতেন না। তিনি প্রতিমাসে এক দিন আসিতেন।

যোগ। বেশি দিন থাকিতেন না কেন ?

মনিয়া। মহান্তেরা থাকিতে দিত না। মার পূর্ব্বসম্পত্তি কোথায় লুকান

ছিল;—সে সমস্ত মহান্তদিগকে দিয়া, অনেক কাঁদিয়া মাসে এক দিন আমাকে দেখিতে পাইতেন।

যোগ। মহান্তেরা তোমাদের পোড়াইতে গিয়াছিল কেন?

মনিয়া। সেও একরূপ মার দোষ। তিনি আমার বিবাহের সম্বন্ধ করে ছিলেন। মহান্তেরা তাহা জানিতে পারিয়া বড় কুপিত হয়। মাও বোধ হয় জানিয়া ছিলেন,—মহান্তেরা তাঁহাকে বধ করিবে। এই কবচখানি আমার হাতে বাঁধিয়া দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—হয়ত আমি আর তাঁহাকে বেশি দিন দেখিতে পাইব না।

মনিয়ার মুখ আবার শোকগম্ভীর হইল। আর কথা না কহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অনেক ক্ষণের পর যোগজীবন তাহার বাহুস্থিত কবচ খুলিতে উদ্যত হইলে মনিয়া বারণ করিল। যোগজীবন বলিল,—"দেখি কি কবচ।"

মনিয়া। এখন দেখাইতে মার বারণ আছে। যাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও কবচ দেখিতে দিব না।

যোগ। যদি আমার সঙ্গে বিবাহ হয়?

মনিয়া। হইলে দেখাইব।

যোগ। যদি তোমার বিবাহ না হয়।

মনিয়া। কাহাকেও দেখাইব না।

যোগজীবন সন্ন্যাসী,—সংসারে কিছুতেই তাহার আস্থা ছিল না। কিন্তু আজি তাহার কথা শুনিয়া মনে অস্থিরতা ও চঞ্চলভাবের উদয় হইল। আমি একটু ঈর্ষা-কলুষিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিলাম। যোগজীবন আমার মুখের ভাব দেখিয়া একটু হাসিল;—সেই হাসিতে যেন আত্মগৌরব ও আমার প্রতি উপহাস মিশান রহিয়াছে,—দেখিলাম।

এতদিনে আমার নিজের মন বুঝিলাম। অপরিচিত বালিকার মুখ দেখিয়া যদি সর্ব্বত্যাগী প্রবীণ রাজ-সন্ন্যাসীর মনে স্নেহ জন্মে, তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়,—তাহা হইলে আমার ন্যায় যুবাপুরুষের মনে বিকার জন্মিবে, ইহা লোকের নিকট বিচিত্র বোধ হইবে না;—কিন্তু আমার নিকট বিচিত্র বোধ হইল। আমি কোন প্রকার মায়ার বশ নই,—কখন হইব না—বলিয়া চিরকাল আমার দম্ভ ছিল। এখন সহসা সেই দর্প চূর্ণ হইবার উপক্রম দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম।

মীয়ার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যদি এ ক্ষোভ জন্মিত,—তাহা হইলে চিত্ত-বিকার সংবরণ করিতে পারিতাম কি না,—বলিতে পারি না। কিন্তু প্রথমে সে কথা মনে আসে নাই। মনিয়ার মোহমুদ্রিত মুখ দেখিয়া প্রথমে তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়া-মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। আর দুই চারি দণ্ডে তাহার পরিপাক হইতে লাগিল। তাহার পর মনিয়ার শোকপীড়িত অবস্থা দেখিলাম। মনের আবেগে তাহাকে আপনার অশ্বে উঠাইয়া ছুটিলাম। যাইতে যাইতে যতবার তাহার শোকমলিন মুখ দেখি,—ততই হৃদয়ের আবেগ বাড়িতে লাগিল। তখন মনিয়াকে যে সকল প্রবোধ বাক্য বলিয়াছিলাম, অন্য সময়ে সে সকল কথা কখনই আমার মুখ হইতে বাহির হইত না। তাহার পর সময়ে সময়ে সেই সকল কথা স্মরণ হইলে হাসি আসিত,—মনে মনে লজ্জিত হইতাম;—আবার কখন হৃদয়ের আবেগে সে লজ্জা ভাসিয়া যাইত।

মনিয়ার পরিচয় পাইয়া অবধি তাহার চিন্তা আমার সকল হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। এক দিন নির্জ্জনে বসিয়া তাহার নিয়তির পরিবর্ত্তন ভাবিতে-ছিলাম। কত বার মনে হইল,—যদি কখন রাজা শিবসিংহের অনুসন্ধান পাই,—এই অলৌকিক কন্যারত্ন লইয়া গিয়া তাঁহাকে উপহার দিব। রাজাকে বলিয়া আমার হিমালয়-ভ্রমণ শেষ করিব;—নিরর্থক সন্ন্যাস ছাড়িয়া গৃহস্থ হইব। প্রকৃতির সুসন্তান হইব। সমাজের ঋণ শোধ করিতে যত্নবান্ হইব।

যোগজীবন মনিয়ার সহিত আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"গুরুজি, নীরবে বসিয়া কি এত ভাবিতেছ?—ভাবিতে ভাবিতে তোমার ভাবান্তর জন্মিল নাকি?"

আমি একটু বিরক্ত ও লজ্জিত হইলাম। একবার মনে করিলাম,—উঠিয়া যাই। কিন্তু মনিয়াকে যোগজীবনের নিকট রাখিয়া উঠিয়া যাইতে পারিলাম না। শেষে যোগজীবনকে বলিলাম,—"চল দেবালয়ে যাই।"

যোগজীবন আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। বলিল,—"বালকদাস, তুমি দেবালয়ে যাবে।"

মনিয়া অসম্মতি জানাইল। আমরা উভয়ে বাহির হইয়া দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম। তখন গঙ্গাদেব তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে ধর্ম্মোপদেশদান আরম্ভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেব প্রাচীন ও জ্ঞানী লোক। আমি কখন

তাঁহার উপদেশ শুনি নাই। আজি অন্যমনে নিকটে আসিয়া পড়াতে শ্রোতাদিগের মধ্যে বসিলাম।

গঙ্গাদেব বহুকাল দেবার্চ্চনা ও যাগযজ্ঞ করিয়া এখন উপরের শ্রেণীতে উঠিয়াছেন। এখন ধ্যান, প্রার্থনা ও ধর্ম্মোপদেশদানই তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম। তিনি বলিলেন,—"যদি জ্ঞানী হইতে চাও, অমর হইতে চাও,—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর;—প্রতিদিনের ভোজ্য তাঁহার নিকট ভিক্ষা কর।"

রামটহল সেখানে বসিয়া ছিল ; সে বলিল,—"কি লাভ ; ঈশ্বর কি প্রার্থনা শুনিয়া আমাদের আবশ্যক বস্তু সকল দিতে আসিবেন ?"

গঙ্গা। নাই দিন,—তথাপি প্রার্থনায় যে কত লাভ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রার্থনা আমাদের প্রাণ, প্রার্থনা আমাদের জীবন;—প্রার্থনা নহিলে মানুষের জীবন বাঁচে না। অতএব প্রার্থনা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদের নিকট প্রার্থনা চাহেন।

রাম। আমাদের প্রার্থনায় তাঁহার লাভ ?

গঙ্গা। প্রার্থনা তাঁহার প্রিয়, প্রার্থনা তাঁহার অভিলষিত ; তিনি আমাদের প্রার্থনা ভাল বাসেন। কেন তিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন ?—ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি ?

রাম। কি উদ্দেশ্য, কি প্রয়োজন ?

এক প্রাচীন সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তাঁহার মহিমা, তাঁহার গৌরব প্রচারের জন্যই তাঁহার জগৎ-সৃষ্টি।" গঙ্গাদেব অন্যের মীমাংসা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি একটু মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—"কেবল মহিমা প্রচারের জন্য সৃষ্টির এত কষ্ট, পালনের এত কষ্ট স্বীকার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সমস্ত সামগ্রীই তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় আছে ; মহিমাও তাঁহার পূর্ণ,—চির প্রচারিত। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর নিকট আবার তাঁহার মহিমা-প্রচার কি ?—এরূপ বলিলে তাঁহাতে একটি জঘন্য স্বার্থ-বৃত্তির আরোপ করা হয়। যিনি জগৎসংসার সৃষ্টি করিতে পারেন—এই সকল সৃষ্ট জীবের নিকট তাঁহার কি মহিমা-প্রচারের আশা থাকিতে পারে। তাঁহার ইচ্ছায় জগৎ-সংসার ধ্বংস হয়।—তবে যদি তাঁহার সমান আর কেহ থাকিত, তাহা হইলে বটে আমাদের দেখাইয়া তিনি আপন শক্তির গৌরব বাড়াইতে

পারিতেন। আর যদি নিতান্তই তাঁহার গুণ-গায়কের প্রয়োজন হইত—এরূপে সংসার সৃষ্টি করিয়া—কতকগুলি জীবকে অনর্থক ক্লেশ দিয়া তাঁহার কি লাভ হইল? একবারে কতকগুলি ভাল লোক সৃষ্টি করিলেই ত চলিত।—আর সৃষ্টির পূর্ব্বে এই অনন্তকাল তাঁহার মহিমা প্রচারের প্রয়োজন হয় নাই; এখনই বা হইল কেন? তখন তিনি কোথায় ছিলেন,—কি করিতেন,—কিরূপে তাঁহার মহিমা প্রকাশ পাইত?—তখন যেরূপে চলিত, এখনও সেইরূপে চলিতে পারে,—বাস্তবিকও চলিতেছে। যদি বল, তখন তাঁহার মহিমা প্রকাশের কোন উপায় ছিল না,—তাহা হইলে তখন তাঁহার এই বিষয়ে অভাব ছিল;—সুতরাং দুঃখও ছিল; তবে তিনি সামান্য সৃষ্ট জীবের ন্যায় সুখদুঃখভাগী।—বস্তুতঃ সেজন্য তাঁহার সৃষ্টি নয়;—আমাদের প্রার্থনা শুনিবার জন্যই তিনি জগৎসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন।”

আমার সংস্কার ছিল,—যাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত,—বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাঁহারা ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন,—তাহাদেরই ধর্ম্মোপদেশ দিবার অধিকার। কারণ, উপদেশ না দিয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চকগণও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকে। গঙ্গাদেবের উভয়-ধর্ম্মই কিয়ৎপরিমাণে আছে কিনা,—বুঝিতে পারিলাম না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিচয়ে।

তুষার পাতে চারি দিকের পথ রুদ্ধ হইল। আমরা যমুনোত্রির আশ্রম-মধ্যে বন্দী হইলাম। এক দিন প্রাতঃকালে গৃহমধ্যে অগ্নি সেবন করিতেছি, সহসা দেবীপ্রসাদ গৃহ মধ্যে আসিলেন। আমি তখন মনিয়ার কথা ভাবিতেছিলাম,—রাজা শিবসিংহের কথা ভাবিতেছিলাম।—গত কয়েক দিবস অবধি আমার অন্য কোন চিন্তা ছিল না বলিলেই হয়। রাজা বোধ হয় আমাকে ডাকিলেন। আমি শুনিলাম না।—উত্তর না পাইয়া রাজা আবার ডাকিলেন,—“হরিচরণ, তোমাকে এখন এত অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন?”

লজ্জা ও ভয় আমার মন অধিকার করিল। ধরা পড়িবার ভয়ে অন্য কথা

উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিলাম,—কোন কথাই মনে আসিল না। অগত্যা শেষে জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনি কোকিলভঞ্জের রাজা শিবসিংহকে জানিতেন?"

রাজা কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কেন?"

আমার মনের ও কথার জড়তা বরং আরও বাড়িল। কি উত্তর দিব—বুঝিলাম না।—শেষে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম,—"তাহাকে অমূল্য রত্ন প্রদান করিব।"

এই সময়ে নবীন সন্ন্যাসী মনিয়া প্রাতঃস্নাত লইয়া মনোহর বেশে যোগজীবনের সহিত গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহমধ্যস্থ অগ্নির আভা তাহার আরক্ত মুখ মণ্ডলে পড়িয়া কি শোভাই বাড়াইল;—কি মধুময় দিব্যমূর্ত্তি আমার সম্মুখে দাঁড়াইল:—জন্মাবধি এমন রূপ, এমন লাবণ্য কখনও দেখি নাই।—গ্রন্থে যে সকল রূপ লাবণ্যের কথা পড়িয়াছি,—মনিয়ার নিকট তাহা কি তুচ্ছ, সামান্য পদার্থ;—জগতে এ রূপের তুলনা নাই,—কখনও ছিল না।—আমার মনের জড়তা দ্বিগুণ বাড়িল;—কি বলিব, কি করিব, স্থির করিতে পারিলাম না।—রাজা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—জানি না। কেবল বলিলাম,—"এই যে যোগজীবন।" রাজা শেষে কিছু কর্কশ স্বরে বলিলেন,—"কি বলিতেছ? রাজা শিবসিংহকে তুমি কি রত্ন দিবে।"

রাজার উচ্চ কর্কশ স্বরে চৈতন্য হইল। বলিলাম,—"মনিয়া,—তাঁহার কন্যা।"

দেবীপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার বলিলেন,—"কি রূপে জানিলে,—মনিয়া রাজা শিবসিংহের দুহিতা।"

আমি ধ্বজাধারীর নিকট মনিয়ার যেরূপ পরিচয় পাইয়াছিলাম, সংক্ষেপে রাজার নিকট তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। ধ্বজাধারীর কাঠাধারস্থ পত্রখানি বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিলাম।—তিনি কম্পিতহস্তে পত্র খানি লইলেন;—"এ আমার সেই পাপিষ্ঠ সহোদর লক্ষ্মণ সিংহের লেখাই বটে"—বলিয়া পত্রখানি পড়িলেন;—মনিয়ার দিকে চাহিলেন—আমার দিকে চাহিলেন;—আবার পত্র খানি দেখিলেন;—সহসা উঠিয়া বলিলেন,—"হরিচরণ, তুমি যথার্থই আমাকে অমূল্য রত্ন দিলে।—মনিয়া, মা আমার।"—রাজা দৌড়িয়া গিয়া মনিয়াকে ক্রোড়ে লইলেন,—বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন,—

শত বার মুখ চুম্বন করিলেন—শেষে মনিয়ার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমি অশ্রুসংবরণ করিতে না পারিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিলাম।

অনেক ক্ষণের পর দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"মা, ভাবিয়া ছিলাম, পৃথিবীতে তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না। তোমাদের জন্য আমি গৃহত্যাগী,—রাজ্য ত্যাগী,—সংসার-ত্যাগী। মা, শেষে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। মনে করিয়াছিলাম, আমার হৃদয়ের ধন পৃথিবীতে আর নাই,—দুরাত্মারা আমাকে বংশহীন করিয়াছে,—আমার হৃৎপিণ্ড কাটিয়া অগ্নিসাৎ করিয়াছে। দেবদেব, দয়াময়—"

রাজার আর বাক্-স্ফূর্ত্তি হইল না। মনিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল;—শেষে কথা না কহিয়া কাঁদিল;—কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার জননীর নাম করিয়া সেই পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে কাঁদিতে লাগিল।—গৃহ মধ্যস্থ সকলেই কাঁদিল;—কেবল রামটহল পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণের পর গঙ্গাদেব কহিলেন,—"যাঁহার চক্রে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, ইহাও তাঁহার চক্র। বৈরাগ্য না হইলে প্রকৃত সুখ মিলে না। সেই কারণে নানা চক্রে আপনাকে বৈরাগ্য পথে আনিয়া শেষে আপনার সকল দুঃখ, সকল ক্ষোভ ঘুচাইয়া দিলেন।"

রাজা বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন,—"শুভক্ষণে বৈরাগ্য লইয়া ছিলাম; শুভক্ষণে মহাপ্রস্থান যাত্রার সংকল্প জন্মে;—শুভক্ষণে স্বর্গ-যাত্রা করি। পথেই আমার স্বর্গ যাত্রার প্রধান ফল লাভ হইল। এ সমস্তই দেবলীলা।"

প্রাতঃকালে তুষার-সম্পাতে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে পথ ঘাট বন্ধ হইয়া থাকিত। অনেক বেলা অবধি তুষার গলিত না। আমার প্রাতর্ভ্রমণ বন্ধ হইয়া গেল। একদিন মধ্যাহ্নে অন্য মনে ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্রম হইতে অনেকদূরে আসিয়া পড়িলাম। মনুষ্যসঞ্চাররহিত অরণ্যে পাপিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছিল। আমি চিন্তা ছাড়িয়া গান শুনিতে লাগিলাম। সহসা মনুষ্যপদশব্দে চমক ভাঙ্গিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি,—যোগজীবন। আমি বিস্মিত হইয়া

বলিলাম,—"যোগজীবন, তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?"

যোগ। মনের শান্তি লাভের আশায়।

আমি। তোমার এত কি অসুখ?

যোগ। তুমি বুঝিবে না;—বলিব না।

আমি। তুমি আমাকে আত্মীয় মনে কর না?

যোগ। করি;—সেই জন্য একটি সংবাদ দিব।

আমি। কি সংবাদ।

যোগ। রাজা কি মহাপ্রস্থানে যাইবেন,—না ফিরিবেন?

আমি। তাহার নিশ্চয় নাই।

যোগ। তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার পরম শত্রু আশ্রমে আছে। তুমিও সাবধান।

আমি। কে শত্রু?

যোগ। রামটহল;—কোকিলভঞ্জের কৃষ্ণশর্ম্মার পুত্র। কৃষ্ণশর্ম্মাই রাজার সন্তানগুলি বিনষ্ট করে,—ধ্বজাধারীর মুখে তাহা ত শুনিয়াছ।

আমি। কিরূপে জানিলে রামটহল কৃষ্ণশর্ম্মার পুত্র।

যোগ। তাহার মুখেই জানিয়াছি। এক দিন এই অরণ্যে গিরিরাজের সহিত তাহার অনেক কথা বার্ত্তা হয়। আমি গোপনে থাকিয়া সব শুনিয়াছি।

আমি। সে কিরূপে রাজার সহিত মিলিল?—সে ত মরিয়াছে।

যোগ। মরে নাই;—বাটী হইতে পলাইয়া এক গোয়ালার আশ্রয় লয়। গোয়ালা তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া একমাস গোপনে রাখে; তার পর কাশী-গামী মহান্তদের সঙ্গে পাঠাইয়া দেয়। রামটহল কাশীতে ভৈরবী আখড়ায় সাত বৎসর ছিল। তার পর রাজার নিকট কর্ম্ম পায়। এখন পরিচয় পাইয়া রাজার প্রাণনাশ-সংকল্প করিয়াছে।—তোমাকেও বধ করিবে।

আমি। কেন?

যোগ। তুমি রাজার সহায়। তুমি থাকিতে রাজার সম্পত্তি ও কন্যা তাহার হস্তগত হইবে না।

আমি। রামটহল কি মনিয়াকে বিবাহ করিতে চায়?

যোগ। সে কথা কিছু শুনি নাই। তবে আবশ্যক হইলে বোধ হয়,—

বিবাহ করিয়া কোকিল-ভঞ্জের সিংহাসন দাবী করিবে।—আবার গিরিরাজের গতিকেবোধ হয়, সেও চেষ্টায় আছে,—যদি মনিয়াকে হস্তগত করিতে পারে।

আমি। এই সূত্রে দুই জনে বিবাদ বাধিতে পারে।

যোগ। দুইজনই ধূর্ত্ত। এখন বিবাদ করিবে না।

আমি। চল, রাজাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি।

যোগ। এখন বলিলে কোন ফল হইবে না। রামটহল এখন রাজার বড় বিশ্বাস পাত্র;—বড়ই প্রভুভক্তি দেখাইতেছে। এখন এ কথা শুনিলে রাজা হয় ত বিশ্বাসও করিবেন না;—করিলেও শেষে তাহাকে বিদায় দিতে পারিবেন না। লাভের মধ্যে—তোমার ও আমার উপর তাহার শত্রুতা বাড়িবে। আমি কোনরূপে আবার তাহার সঙ্গে মিশিবার চেষ্টায় আছি। তাহার বিশ্বাস-ভাজন হইতে পারিলে অনেক বিপদে রক্ষা হইবে।

আমি আর কথা কহিলাম না। যোগজীবনের উপর আমার একটু ঈর্ষা-কলুষিত ভাব জন্মিয়াছিল। সে মনিয়াকে ভাল বাসিত—তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম। আজি তাহার কথা,—আমাদের উপর স্নেহপ্রদর্শনে মনে একটু গোল বাধিল। আবার মনে করিলাম,—রামটহল মনিয়াকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়াই যোগজীবন আমার শরণ লইয়াছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়—প্রসূনে।

যমুনোত্রিতে আমাদের ছয়মাস অতীত হইল। আমাদের সম্বন্ধে আর কোন নূতন ঘটনা হইল না। তুষারপাতে আশ্রমে নূতন লোকের সমাগম বন্ধ হইয়াছিল। আমরা প্রায়ই দিবারাত্রি গৃহমধ্যে অগ্নিসমীপে বসিয়া থাকিতাম। রামটহলের প্রভুভক্তি এত বাড়িয়াছিল যে তাহার অভিপ্রায়ের কথা রাজাকে বলিতে অবসর পাই নাই।

কেবল মনিয়ার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। প্রত্যূষের অরুণালোকের ন্যায় তাহার শরীরে নূতন যৌবনের আভা প্রকাশ পাইল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আর পূর্ব্বে যেমন মনিয়াকে

দেখিতে, তাহার সহিত কথা কহিতে আমার সঙ্কোচ হইত, এখন বরং তাহাঁর বৃদ্ধি হইল। সকলে একত্র বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে কখন কখন মনিয়ার সহিত কথা কহিতে হইত;—কিন্তু সে সময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতাম না। আবশ্যক কার্য্যানুরোধে যদি কখন একাকিনী মনিয়াকে কিছু বলিতে হইত, সে সময়ে নিয়তই আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিত;—শরীরে রক্তের স্রোত প্রবলবেগে বহিত;—মনিয়া পাছে আমার তদানীন্তন ভাব বুঝিতে পারে—এই আশঙ্কায় লজ্জিত ও ভীত হইতাম। এদিকে মনিয়াকে অধিক ক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। শেষে স্থির করিলাম,—একদিন মনিয়ার সহিত নির্জ্জনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিব; তাহা হইলেই এ ভাব অপনীত হইবে।

দিন দিন মনিয়ার শারীরিক শোভা বাড়িতে লাগিল। আমার দৃষ্টিতে তাহার শরীর যেন লাবণ্যময়, মধুরতাময়।—সেই মধুর কোমল ভাব তাহার মুখে, তাহার দৃষ্টিতে, তাহার কথায়,—তাহার গতি, তাহার অঙ্গসঞ্চালনে;—সে যখন যেখানে থাকিত—সে স্থান আমার মধুময় বোধ হইত। তাহার সহিত এক গৃহে বসিয়া থাকিতাম;—তাহার দিকে চাহিতাম না,—তাহার সহিত কথাও কহিতাম না; —অথচ তাহার সত্তায় আমার জীবন পূর্ণ হইয়া থাকিত। মনিয়া নিকটে না থাকিলে—আমার শরীর, মন, জীবন যেন সমস্তই অপূর্ণ;—সর্ব্বত্রই অভাব—অনুভব করিতাম। মনিয়া যোগজীবনের নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করিত।—শাস্ত্র-শিক্ষা দেওয়া কেবল আমারই অধিকার বলিয়া এখন আমার মনে হইল। যোগজীবন নিজেই আমার নিকট শাস্ত্র শিখিয়াছে;—রাজা স্বয়ং আমার নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছেন;—আরও কত লোক—কত নামহীন নগণ্য লোক আমার নিকট শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনিয়াছে;—কিন্তু আজি যোগজীবন আমার কাজ—আমার বৃত্তি কাড়িয়া লইতেছে।—যোগজীবনের উপর আমার ঈর্ষা দারুণ বাড়িতে লাগিল;—তাহাকে দেখিলে বিরক্তি হইত। কতবার মনে করিলাম, —নিজে মনিয়াকে পড়াইব—তাহাকে শাস্ত্রোপদেশ দিব;—যোগজীবনের প্রদত্ত শিক্ষা কিছুই নয়—বলিয়া প্রতিপন্ন করিব; রাজাকেও বলিব,—যোগজীবনকেও তিরস্কার করিব।—কত বার মনে করিয়াছি,—মনিয়াকে ডাকিয়া তাহার অভ্যস্ত পাঠ জিজ্ঞাসা করিব,—তাহাকে কত কি বলিব; কিন্তু কিছুতেই সাহস হইল

না। মনিয়া সময়ে সময়ে তাহার বিশাল নেত্রে,—সরল কোমল মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত ;—সে দৃষ্টি সহিতে পারিতাম না ;—তখনই অন্য দিকে চাহিতাম, অথবা মুখ আনত করিয়া প্রাণের ভিতর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতাম।

মনিয়া তাহার পুরুষ-বেশ ছাড়ে নাই। তাহার মামাজি,—আমাদের ধ্বজাধারী—তাহাকে প্রথমে এই বেশ ধরাইয়া ছিলেন ;—এই বেশ সে বড়ভাল বাসিত। আরও এই বেশে তাহার স্বভাবসুন্দর দেহ আরও সুন্দর দেখাইত।

পূর্ব্বের ন্যায় ফলাহরণে, কাঠ ভাঙ্গিতে, আহারীয় প্রস্তুত করিতে, ধুনী জ্বালাইতে মনিয়ার বড় আমোদ। এক দিন অপরাহ্ণে মনিয়া রাশীকৃত কাঠ ভাঙ্গিয়া মাথায় লইয়া আসিতেছে। গৈরিক বসনে তাহার শরীর অর্দ্ধাবৃত রহিয়াছে। বন-ফুলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছে ;—গৈরিক বসনের উপর কোমল কুসুমমালা রুদ্রাক্ষমালার সহিত মিলিয়া খেলিতেছে,—বাল্যে বার্দ্ধকে, প্রভাতে সন্ধ্যায়, বসন্তে শীতে, বাসর-গৃহে শ্মশানে মিশিয়াছে। পাপিয়া ডাকিতেছে,—মনিয়া সেই স্বরে স্বর মিলাইয়া মধুর পাহাড়ী গান ধরিয়াছে ;—বালকের ন্যায় ত্বরিত লঘু পদে আসিতেছে।—সে কি এক মধুময় মোহন রূপ দেখিলাম,—কি মধুময় গান শুনিলাম ;—কি সৌন্দর্য্যের খেলা—জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের খেলা একত্র দেখিলাম ;—সন্ন্যাস-বেশ, গৈরিক বাস, ভস্ম-লেপ, রুদ্রাক্ষ-মালা—সমস্ত মধুময় দেখিলাম।—অরণ্যের পল্লবরহিত শুষ্ক-প্রায় বৃক্ষ লতা, হিমমণ্ডিত গিরিশিখর—সমস্ত যেন মধুময় ;—রুক্ষ শীতল বায়ু মধুময়,—দিঙ্‌মণ্ডল, আকাশ, অস্তোন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল,—সমস্ত জগৎ সংসার মধুময় দেখিলাম ;—আমার চক্ষু, আমার দেহ মধুময় হইয়া গেল ;—প্রাণের ভিতর মধুরতা অনুভব করিলাম ;—নীরবে নিশ্চলভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। —মনিয়া আমাকে দেখিল,—তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল। আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না।

আমার সন্ন্যাস ফুরাইল। বৈরাগ্য পলাইল। অতীত কাল ভুলিলাম। ভবিষ্যতের কথা মনে আসিল না। বর্ত্তমানেও নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া বসিলাম।

এ অবস্থা সুখের, কি দুঃখময়—ঠিক বলিতে পারি না। হৃদয় গুরুভারে পেষিত হইতেছে ;—মস্তকের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে ;—আবার প্রাণপণে

সেই অগ্নিতে আহুতি দিতেছি,—তাহার আয়তন ও তেজ বাড়াইতেছি ;—তাহাতে জীবনের অন্তঃসার পুড়িয়া যাইতেছে ;—তথাপি তাহাতেই সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত। পূর্ব্বের কথা, পূর্ব্বের ভাব, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা, পূর্ব্ব-কৃত-দন্ত এক এক বার মনে পড়ে ;—কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না,—প্রবল প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়।

জীবনে অনাস্থা,—আর ক্ষুদ্র বৃহতে, সৎ অসতে, সত্তা ও ধ্বংসে প্রভেদ-জ্ঞান হারাইয়া, জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া এক রূপ তন্ময় হইয়া গেলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। আমার এ সকলই ঘটিল,—কিন্তু কোন জ্ঞানই জন্মিল না। বরং জ্ঞান বুদ্ধি সমস্তই হারাইয়া বসিলাম। এক দিন অপরাহ্নে যোগজীবন, রামটহল ও গিরিরাজ একত্র গৃহের বাহির হইল। রাজাও গঙ্গাদেবের নিকট গমন করিলেন। আমি ও মনিয়া গৃহ মধ্যে বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণের পর মনিয়া প্রথম কথা কহিল ; বলিল,—"তুমি কত দিন মহান্ত হইয়াছ ?"

আমি। এক বৎসর অতীত হইয়াছে।

মনিয়া। মহান্ত হইলে কেন ?—মহান্তেরা বড় দুষ্টলোক।

আমি। সকলেই কি দুষ্টলোক ?

মনিয়া। প্রায় সকলেই।

আমি। রাজা স্বয়ং মহান্ত।

মনিয়া। তিনি মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করেছিলেন।

আমি। যোগজীবন মহান্ত।

মনিয়া। যোগজীবনও মনের দুঃখে মহান্ত হয়েছিলেন ; তিনি আর অধিক দিন মহান্ত থাকিবেন না।

আমি। রামটহল মহান্ত।

মনিয়া। রামটহল দুষ্টলোক।

আমি। কিরূপে জানিলে ?

মনিয়া। যোগজীবন রামটহলের বিষয় ভালরূপে জানেন,—তিনিই আমাকে বলিয়াছেন। তার আকার প্রকার দেখে আমারও সেইরূপ বোধ হয়। যোগজীবন বলিয়াছেন,—আমার কাছে রামটহলের পরিচয় দিবেন।

আমি। রাজা যদি রামটহলের সহিত তোমার বিবাহ দেন ?

মনিয়া। আমি নিবারণ করিব। আমি তাকে ভাল বাসি না।

আমি। মা যার সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ছিলেন, তুমি তাকে ভাল বাসিতে?

মনিয়া। আমি তাকে দেখি নাই;—বিবাহের পর বোধ হয় ভাল বাসিতাম।

আমি। রামটহলকেও বিবাহের পর ভাল বাসিবে।

মনিয়া। রামটহলের সহিত আমি কথাও কহি না।

আমি। তুমি যোগজীবনকে বড় ভাল বাস।

মনিয়া। যোগজীবনও আমাকে বড় ভাল বাসেন।

আমি। তবে তাহাকেই বিবাহ করিবে।

মনিয়া। তিনি বিবাহ করিবেন না।

আমি। কেন?

মনিয়া। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে,—সেও বাঁচিয়া আছে;—আবার কিরূপে বিবাহ করিবেন।

আমি মর্ম্মাহত হইলাম। একবার মনে করিলাম,—বলি,—পুরুষের বহু-বিবাহে দোষ নাই। আমাদের শাস্ত্রে,—ইতিহাসে, পুরাণে, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে।—কিন্তু যোগজীবনের কথা স্মরণ করিয়া সে কথা বলিতে সাহস হইল না। অনেক কষ্টে মনোবেগ সংবরণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণের পর বলিলাম,—"তুমি কিরূপে জানিলে যোগজীবন আর অধিক দিন মহান্ত থাকিবে না।"

মনিয়া। তিনি নিজেই আমাকে বলিয়াছেন।

আমি। তবে এখন কি করিবে?

মনিয়া। তাহা আমি জানি না। সে কথা কিছু বলেন নাই।

আমার মনের সন্দেহ ঘুচিল না। যোগজীবন বিবাহিত,—আমার ন্যায় পত্নীত্যাগী—এ কথায় বিশ্বাস হইল না। মনিয়ার সকল কথায় যোগজীবনের চতুরতা দেখিতে পাইলাম। অনেক ক্ষণের পর বলিলাম,—"যোগজীবনকে বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা হয়।"

মনিয়া। না।

আমি। তুমি ত বলিলে,—যোগজীবনকে বড় ভাল বাস।

মনিয়া। ভাল বাসিলেই কি বিবাহ করিতে হয়?

আমি। তুমি কাহাকে বিবাহ করিবে?

মনিয়া। কাহাকেও নয়।

আমি। কেন?

মনিয়া। বলিব না।

মনের আবেগে আমি সহসা মনিয়ার হস্তধারণ করিলাম; বলিলাম,—"মনিয়া, বল, কেন তুমি বিবাহ করিবে না।"

মনিয়া বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিল,—কথা কহিল না। আমি দুই হস্তে তাহার হাতদুটী ধরিয়া কাতর ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"মনিয়া, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে না?—আমাকে ভাল বাসিবে না?"

মনিয়া। তুমি যে ব্রাহ্মণ; আমি তোমাকে ভক্তি করি, আর ভয় করি।

আমি। আমাকে ভাল বাসিবে না?

মনিয়া। ব্রাহ্মণকে কি ভাল বাসা যায়?

আমি। কেন যাবে না?

মনিয়া। তবে ভাল বাসিব।

আমি। মনিয়া, আমি স্থির বুঝিয়াছি,—তুমি ভিন্ন পৃথিবীতে আমার আর সুখ কোথাও নাই;—বল, আমাকে বিবাহ করিবে।

মনিয়া। পিতা ত আমার বিবাহ দিবেন।

আমি। আমি তাঁহার মত লইব। বল,—রাজার মত হইলেই তুমি আমার হইবে।

মনিয়া। তুমিও আমাকে ভাল বাসিবে।

আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলাম,—না মরিলে আমাদের প্রণয় যাইবে না। শতবার এই এক কথা নানা ভাষায় বলিয়া গৃহের বাহির হইলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখি,—যোগজীবন আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—"গুরুজি, অনেক দিনের পর তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিলাম।"

আমি। অপ্রসন্ন মুখ কবে [illegible]খ।

যোগ। গুরুজি, গৃহ-ধর্ম্ম ভাল,—না সন্ন্যাস ভাল।

আমি। তোমার কি ভাল লাগে?

যোগ। আমি ত বলি,—গৃহ ধর্ম্মই ভাল। তোমার কি মত গুরুজি।

আমি। এ সম্বন্ধে কত বার কত কথা বলিয়াছি। আবার কি বলিব।

আমি আর কোন কথা না কহিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম। রাজা ও গঙ্গাদেব বসিতে বলিলেন,—বসিলাম না। যোগজীবন মনিয়ার সহিত বসিয়া কথা কহিতেছে—এই চিন্তা মনে উদয় হইল। অন্য সময়ে হয়ত মধুরে মধুরে মিলন দেখিয়া প্রীত হইতাম;—কিন্তু এখন সে ভাবে দেখিতে পারিলাম না। একবার ভাবিলাম,—যোগজীবনের কি সাধ্য—মনিয়ার হৃদয়ে আর স্থান পায়। মনিয়া নিষ্কলঙ্ক দেবতা; তাহার মনের বলও যথেষ্ট আছে। আবার ভাবিলাম,—মনিয়া বালিকা মাত্র।—অস্থির মনে, ত্বরিত-পদে দেবালয় ত্যাগ করিলাম।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়-সঙ্করে।

যোগজীবন বলিল,—

“একঃ কপোতপোতঃ শতশঃ শ্যেনাঃ ক্ষুধাভিধাবন্তি।

অম্বরমাবৃতিশূন্যং হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা॥”

আমি বুঝিলাম,—যোগজীবন মনিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। বড় বিরক্ত হইলাম। বলিলাম,—“যোগজীবন, তোমার মুখে ওরূপ কথা শুনিতে ভালবাসি না।”

যোগ। ভাল না বাস, তথাপি বলিব;—সহস্রবার বলিব। তুমি বড় দম্ভ করিতে—তুমি কোন প্রকার মায়ার বশ নও।

আমি। আমার সে দম্ভ গিয়াছে;—তাহাতে দুঃখিতও নহি। আমি যে সুখ ও শান্তির অন্বেষণে সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভ্রমিতে ছিলাম,—এখন তাহার উদ্দেশ পাইয়াছি। বুঝিয়াছি,—পৃথিবীতে কেবল একমাত্র প্রণয় মনুষ্যকে সুখী করিতে পারে। প্রকৃত প্রণয় কি পদার্থ—তাহা এতদিনে জানিয়াছি।

যোগ। প্রণয় কি পদার্থ—তাহা জানিতে পার নাই;—কন্দর্পশায়কের মহিমা বুঝিয়াছ।

আমি। যোগজীবন, একটু সাবধান হইয়া কথা বল। আমাকে এরূপ কথা বলিতে তোমার অধিকার নাই।

যোগ। অধিকার আছে বলিয়াই বলিতেছি।

আমি। অধিকার কিছু দেখিতে পাই না।

যোগ। তুমি দেখিতে না পাও,—আমি দেখিতেছি।

আমি। যোগজীবন, অনর্থক বিবাদের প্রয়োজন নাই। যখন তুমি অনায়াসে আমাকে অসদভিপ্রায়ে কলঙ্কিত করিতেছ, তখন আমি তোমাকে আর প্রকৃত বন্ধু মনে করি না।

যোগ। করিবে কেন?—তোমার দোষ নাই; দেবতারা আমোদ দেখিবার জন্য রমণীরূপ বিবাদফল পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন; পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ প্রাণী এই ফলের অন্তর্নিহিত বিষে বিনষ্ট হইতেছে,—দেখিয়াও লোকে সেই ফলের আস্বাদনে লালায়িত।

আমি। না হয় আমি ধ্বংস হইব;—তোমার বক্তৃতার প্রয়োজন নাই।

যোগ। প্রয়োজন আছে। তুমি জান—আমি কে?

আমি। কে?—যোগজীবনের দিকে চাহিলাম;—আকস্মিক অকারণ ভয়ে মন অভিভূত হইল; সহসা রুধিরের স্রোত মাথায় উঠিতে লাগিল।

যোগজীবন বলিল,—"আমি কে জান না?—আমি তোমার বাল-বিবাহিতা পত্নী যোগমায়া। শৈশবে অগ্নির সমক্ষে, তোমার পিতার সমক্ষে পিতা যাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া ছিলেন,—আমি সেই যোগমায়া। তুমি যাহার জন্য গৃহত্যাগী,—যাহাকে কখন ভাল বাসিতে পারিবে না,—যে তোমার চক্ষুঃ-শূল—সেই যোগমায়া আজিও তোমার সঙ্গ ছাড়ে নাই।" যোগমায়ার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল;—কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইল; একটু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তখন নিজেই বিমূঢ়,—একরূপ জ্ঞান শূন্য। তাহার হৃদয়-পেষী অন্তর্যাতনা দেখিলাম না,—বুঝিলাম না। অনেক ক্ষণের পর যোগমায়া আবার বলিল,—"তুমি যে দিন বলিলে—চিরকালের মত গৃহত্যাগী হইবে, আমিও সেই দিন ভাবিলাম,—তোমাকে বিপদের মুখে ভাসাইয়া দিয়া ঘরে থাকিব না। গোপনে তুমি সন্ন্যাসের উপকরণ আনাইলে;—আমিও আনা-ইলাম। তুমি বাটী ত্যাগ করিলে,—আমিও করিলাম। তুমি সন্ন্যাস-বেশ

ধরিলে না,—আমি ধরিলাম। কাশীতে আসিলে,—আমিও আসিলাম। দুই চারি দিন দেখা হইল;—এক দিনের জন্যও ভাল করে মুখ তুলে আমার দিকে চাহিয়া দেখ নাই;—সুতরাং সন্ন্যাসি-বেশে আমাকে চিনিলে না। আমার আতঙ্ক দূর হইল। তুমি শেষে কাশী ছাড়িয়া রাজার আশ্রয় লইলে;—আমি আর কি লইয়া কাশীতে থাকিব;—আশ্রমে আশ্রয়-ভিক্ষা করিলাম; আমার ভাগ্যক্রমে তাহা যুঠিল। রামটহল যখন আমাকে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে, তখন ভয় হইয়াছিল,—পাছে তোমার সঙ্গচ্যুত হইতে হয়। কিন্তু তাহার পাপ-মন অন্যদিকে গেল;—আমিও বাঁচিলাম।

"আর অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। এখন বুঝিলে,—তোমাকে বলিতে আমার কি অধিকার। প্রণয়ের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলে আমার প্রণয়েরও মহিমা বুঝিতে। সেই জন্যই বলি—তুমি কন্দর্পের দাস।

"আর আমি তোমাকে ভয় করি না। তুমি আমার আশালতা ছিঁড়িয়াছ। তুমি আমাকে ভাল বাসিতে না,—দেখিতে পারিতে না,—কথা কহিতে না,—তাহা অনায়াসে সহিতাম। আমি জানিতাম,—তুমি আমার ভিন্ন আর কাহারই নও।—এখন ত আর তুমি আমার নও।"—

যোগমায়ার কথা অস্পষ্টভাবে আমার কর্ণে বাজিতে ছিল; কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রহণ হইল না। কোথায় আছি—তাহাও মনে পড়িল না। শব্দ-স্রোত বন্ধ হইল, অনেকক্ষণ আর কিছু শুনিলাম না;—তথাপি চৈতন্য আসিল না;—কিছুই দেখিলাম না;—কারণ বুঝিলাম না।—আবার সেই হৃদয়ভেদী কোমল স্বর কর্ণে বাজিল;—সেই দিকে চাহিলাম;—যোগমায়া বলিল,—"মনিয়া আমার প্রিয় ভগিনী। আমার নিজের জীবন অপেক্ষাও আমি তাকে বেশি ভালবাসি। তোমাকে ভালবাসে বলিয়া সে আমার আরও ভালবাসার সামগ্রী হইয়াছে। তুমি তাহার প্রণয়ে সুখী হও;—তোমার মতি পরিবর্ত্তন হউক;—তোমার এই রক্তমাংসের ভাল বাসা প্রকৃত প্রেমে পরিণত হউক;—তুমি সুখী হও।—সন্ন্যাস ছাড়িয়া, এই অনাথের বেশ ছাড়িয়া মনিয়ার সহিত গৃহী হও।

কিয়ৎক্ষণ পরে যোগমায়া আবার বলিল,—"আমার জীবনের মূলতন্তু ছিঁড়িয়াছে;—জীবনের প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে; আর এখন তোমার মুখ চাহিয়া

থাকিব কেন? আজি যমুনার কাম্য-নির্ঝরে এ দুঃখের জীবন শেষ করিব। যমুনাও একদিন আমার মত কাঁদিয়াছিলেন;—দুঃখিনীর বেদনা বুঝিবেন;—আমার মনস্কামনা পূরাইবেন। কত জন্ম তোমায় আমায় এক সম্বন্ধে কাটিল;—এবার মরিয়া আত্ম-বিনিময় করিব।—আমি পরজন্মে হইব—হরি-চরণ;—তোমাকে করিব যোগমায়া।—একবার তোমাকে দেখাইব,—অযত্নের,—অবহেলার শেল রমণীর হৃদয়ে কেমন বাজে।"

আমি কথা কহিতে পারিলাম না; বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণের পর যোগমায়া আবার বলিল,—"জীবিতেশ্বর, আমার ইষ্টদেব, আমি তোমারই আরাধনার জন্য সন্ন্যাস লইয়াছিলাম। রমণীর ছার জীবন তোমার সুখের অন্তরায় হইবে কেন। তুমি সুখী হও;—আমি জন্মশোধ বিদায় হইলাম। ইহ জন্মে তোমাকে না পাই,—আমি নিশ্চয় জানি, পরলোকে তুমি আমারই, কেবল পর জন্মে কেন,—আমি অসতী নই,—সকল জন্মেই তুমি আমার।"

যোগমায়া চলিল। আমার মোহ ছুটিয়া গেল। একবার চারিদিকে চাহিলাম;—ত্রস্তভাবে তাহার দিকে চলিলাম। যোগমায়া পরাস্ত হইল;—কিয়দ্দূর আসিয়াই আমি তাহাকে ধরিলাম।

যোগমায়া বলিল,—"কি চাও?"

আমি। যোগ, আমাকে ক্ষমা কর। আমি ঘোর পাতকী। আমি তোমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই।

যোগ। এখন বুঝিয়া থাক,—সে আমার সৌভাগ্য। এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি আর তোমার নিকট মুখ দেখাইব না। জীবনের মমতা আমার কিছুমাত্র নাই। আমি রাগ বা অভিমানবশে মরিব না।—তুমি এখন সম-দুঃখসুখ সহচরী পাইলে। বিপদে সম্পদে সে তোমার রক্ষক হইবে। আর আমার বাঁচিবার প্রয়োজন নাই;—তাহার হস্তে তোমাকে দিয়া আজি এ ক্লেশের শরীর বিনাশ করিব।

"যোগ,—যোগ,—যোগমায়া—" আমি মুগ্ধ হইয়া যোগমায়ার পদতলে পড়িলাম। যোগমায়া ব্যস্তভাবে আমার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল। তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কাতরনয়নে মুখের দিকে চাহিলাম;—কি প্রশান্ত পবিত্র

জ্যোতিঃ,—আমার হৃদয় পূর্ণ করিল।—কি সুন্দর,—এমন সুন্দর মুখশ্রী কখন দেখি নাই,—জগতে কেহ কখনও দেখে নাই;—এমন সদয় মধুর ভাব,—তাহাতে পবিত্রতা, প্রণয়, আত্মবিসর্জ্জন মাখান;—সে কি প্রশান্ত দৃষ্টি;—স্নেহ, ভালবাসা, শান্তি, ক্ষমা—সেই দৃষ্টিতে মিশান;—আর তাহার সঙ্গে সেই অশ্রুজল ধারা;—সেই জল অগ্নিময় ধাতুদ্রবের ন্যায় আমার শরীর, মন, প্রাণ জ্বালাইয়া দিল;—অস্থিরভাবে উঠিয়া তাহার হাত দুটি ধরিলাম;—শরীর কম্পিত হইল; প্রাণের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল;—বলিলাম,—"যোগ"—

যোগমায়া এবার কাঁদিল;—আমার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অশ্রুজলে আমাকে ভিজাইল। আমারও অশ্রুজলের প্রবাহ বহিল। কথা কহিতে পারিলাম না। কিন্তু যোগমায়াকে হৃদয়ে ধরিয়া মনে হইল,—বুঝি জীবনের জ্বালা জুড়াইল। কাতর ভাবে বলিলাম,—"যোগ।"—যোগমায়া মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। আবার বলিলাম,—"যোগ, আমাকে ক্ষমা কর;—আমি স্নিগ্ধ-সলিল গঙ্গাতীরে থাকিয়া আপন দোষে পিপাসার যাতনা সহিয়াছি।—আমাকে ক্ষমা কর [illegible]

যোগমায়া কথা কহিল না। সেইরূপে আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অশ্রুজল তাহার হৃদয়ের ভার কমাইয়া আমার বাড়াইল। কতই কাঁদিলাম,—কত কথাই বলিলাম;—কিছুতেই মনের তৃপ্তি হইল না। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া মনের শান্তি জন্মিল না।

অনেক ক্ষণের পর আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। গৃহে আসিয়া যোগমায়া বলিল,—"স্বয়ং ঘটকালী করিয়া তোমার বিবাহ না দিয়া আর আমার মরা হইল না।"

পর দিবস যোগমায়াকে বলিলাম,—"রাজা তাঁহার একমাত্র কন্যা পাইলেন। তাঁহার স্বর্গযাত্রা বোধ হয় শেষ হইল। চল, আমরাও দেশে ফিরিয়া যাই।"

যোগ। সে কথা আমাকে বলিও না। আমি আর গৃহে ফিরিব না। তুমি দেশে যাও;—আমি এই আশ্রমেই থাকিব; না হয়, হিমালয়ের আরও দূরতর শৃঙ্গে গিয়া আশ্রয় লইব। দেশের মমতা, ঘরের মায়া একবারে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। সে গৃহের সুখভোগ যথেষ্ট হইয়াছে;—এখন আর সেখানে মুখ দেখাইতে পারিব না।

আমি অনেক বুঝাইলাম ; নিষ্কারণ লজ্জা তাহাকে বুঝিতে দিল না। বলিল,—"তোমার পিতা মাতা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমিই তাহাদের হৃদয়ের বেদনা জুড়াইবার একমাত্র স্থান ছিলাম। আমিই সকল মায়া কাটাইয়া, তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া আসিলাম। এখন তাঁহাদের কাছে কিরূপে মুখ দেখাইব।—দেশের লোকেও হয়ত আমার নামে কত কলঙ্ক দিয়াছে। কাহার মুখে হাত দিব। তুমিই বা লোককে কত বুঝাইয়া রাখিবে ;—কত পরিচয় দিবে।—আর সে পরিচয় দিতেও তোমার বড় মনঃ-ক্লেশ হইবে। আমি আর সে দেশে যাইব না।"

আমাদের কথোপকথন হইতেছিল,—দেবীপ্রসাদ আসিলেন। যোগমায়া বলিল,—"আপনি কি কাশীতে ফিরিয়া যাইবেন ?"

রাজা। কেন ?

যোগ। এখন মনিয়াকে লইয়া পুনর্ব্বার সংসারী হইবেন কি না—জানিতে অভিলাষ করি।

রাজা। সংসার কোথায় ?—আমি কে ?—কোথায় যাইব ? না—এ পৃথিবীতে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি স্বর্গে গিয়া চিরসংসারী হইব। মনিয়াকেও সঙ্গে লইয়া যাইব। সেখানে তাহার জননীর সহিতও সাক্ষাৎ হইবে। স্বর্গ ভিন্ন আর কোথাও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই।

আর কিছুদিন হিমালয়-ভ্রমণ ও ক্লেশভোগ রাজা ও যোগমায়া উভয়েরই পক্ষে আবশ্যক ভাবিয়া আমি আর আপত্তি করিলাম না।

আবার মনের অবস্থা ফিরিল। নিজের কার্য্য কলাপ—পূর্ব্বাবধি শেষ দিনের ঘটনা পর্য্যন্ত কেবল ভাবিতে লাগিলাম। যতই ভাবি, ততই আত্মগ্লানি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে আত্মগ্লানির সহিত লজ্জা যোগ দিল। দুই এক দিন গেল ;—তখন যোগমায়াকে দেখিলেই একটু অন্তরে যাইতাম। যোগমায়াও বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিয়া তখন আর সতত আমার সঙ্গ-প্রার্থী হইল না। হয়ত কি একরূপ লজ্জা তাহারও হৃদয়ে অধিকার পাইল। এইরূপে আরও দুই চারি দিন গেল। হৃদয়ের গ্লানি ও অস্থির-ভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল ;—মনের ভিতর অকারণ ক্লেশের ভার বাড়িতে লাগিল। মনে হইল,—এত কীর্ত্তিকলাপের পর বোধ হয় যোগমায়ার সাহচর্য্যে সুখী

হইতে পারিব না। যোগও বোধ হয় সুখী হইবে না। ক্রমে জীবনে ঔদাস্য জন্মিল। এক দিন রাত্রিতে এই সকল কথা ভাবিতেছি;—নিদ্রা পলায়ন করিয়াছে;—শয্যা কণ্টকাবৃত বোধ হইল;—মর্ম্মভেদী অকারণ গ্লানিতে মন অধীর হইয়া উঠিল। মনে করিলাম,—যমুনা-প্রপাতে দেহ বিসর্জ্জন দিব।—একবার মনে মনে চারিদিকে চাহিলাম,—দেশে, কাশীতে, হিমালয়-কুক্ষিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিলাম;—আমার সংকল্পে ব্যাঘাত দেয়, এমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না;—শেষে—উঃ—মনিয়ার সেই মুখখানি;—আশীবিষ-দষ্টের ন্যায় শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলাম;—গৃহের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না;—বাহির হইলাম;—সেই ভীষণ রজনীর তুহিন-বর্ষণ মাথায় ধরিয়া—যেন বিষের জ্বালায়—কোন দিকে, কোথায়, কতক্ষণ জানিনা,—ভ্রমিয়া বেড়াইলাম।—আমার মরা হইল না।

বাটী ছাড়িয়া পুরাতন কথা একরূপ ভুলিয়াছিলাম। বিশেষতঃ হিমালয়ে আসিয়া দেহে মনে নূতন বলের সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষণকালের জন্য সুখ শান্তি আমার অন্ধকার মনের ভিতর আলোক রেখা দেখাইল;—আমাকে আত্ম-বিস্মৃত করিল। আমার জীবন-দুর্দ্দিনে এই ক্ষণিক সূর্য্যালোক দেখিলাম।—তাহার পরই আবার কি ঘোর অন্ধকার—কি অসহ্য নরক-যন্ত্রণা!—আজি জগতে আমি একাকী,—হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার স্থান নাই। মনিয়ার দিকে চাহিতে পারিতাম না;—যোগমায়ার দিকে চাহিতে, তাহার সহিত কথা কহিতে সাহস হইত না। কি একরূপ নূতন ভারে মন ব্যথিত,—কি একরূপ নূতন লজ্জায় কণ্ঠরোধ হইত;—কথায় জড়তা জন্মিত। কি বলিতাম, কি করিতাম,—আমার এই ভাবে মনিয়া কি মনে করিত,—যোগমায়া কি ভাবিত—কিছুই জানি না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

নদীগর্ভে।

রৌদ্রাতপে হিমালয়ের তুষারসংঘাত গলিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগনদী সকল পূর্ণাবয়বে তীব্রবেগে ছুটিল। হিমালয়ের পথগুলি একটু উন্মুক্ত হইল।

আমরাও আশ্রমত্যাগ করিয়া ২৮শে বৈশাখ আবার স্বর্গযাত্রা করিলাম। গঙ্গাদেবেরও মহাপ্রস্থান গমন-বাসনা বলবতী হইয়াছিল। তিনিও আমাদের সঙ্গী হইলেন।

এখন অবধি আর ঘোড়ায় যাইবার উপায় নাই। আমরা মহাপ্রস্থান অবধি যাইবার জন্য ছয় জন লোক ভাড়া করিলাম। তাহারা আমাদের ভার মাথায় বহিয়া অগ্রসর হইল। আমরা তাহাদের পশ্চাৎ পদব্রজে চলিলাম। আশ্রম ত্যাগের পূর্ব্বে আমরা মোহর ও নোটগুলি ভাগ করিয়া দৃঢ়রূপে কোমরে বাঁধিলাম।

পর্ব্বতের উচ্চশিখরে উঠিতে আমাদের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সকলেরই শরীরে রুধিরবিন্দু ধারা বাঁধিয়া দেখা দিল। মস্তক ঘর্ণ্যমান হইল;—নিশ্বাস ফেলিতে ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। ঘন ঘন নিশ্বাসপতনে এবং বিষাক্ত বাষ্পের ন্যায় অতি রুক্ষ, শুষ্ক, শীতল বায়ুর স্পর্শে আমরা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম।

আশ্রম ত্যাগের দুই দিবস পরে অপরাহ্নে আমরা এক অনতিপ্রশস্ত নগ-নদীর পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। নদী আমাদের প্রায় পঞ্চাশ হাত নীচে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের অন্ধকারময় গুহা ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। তাহার রজতময় জল পাষাণে আছড়াইয়া পড়িতেছে,—ফেনপুঞ্জ মাথায় লইয়া লাফাইতেছে;—সেই খানে দুই একবার ঘুরিয়া বেগে দৌড়িতেছে।

জলের প্রায় ৩০ হাত উপরে রজ্জুময় সেতুর উপর দিয়া আমাদের পথ। চারি পাঁচ গাছি মোটা দড়ী একত্র বাঁধা;—তাহার একটু উপরে এক গাছি দড়ী পারগামীদিগের অবলম্বনস্বরূপে টাঙ্গান রহিয়াছে। দুই জন মাত্র লোক একবারে এই সেতুর উপর দিয়া পার হইতে পারে। এক এক বারে কে কে নদী পার হইবে,—রামটহল তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল। গঙ্গাদেব কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনিয়াকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বাগ্রে সেতুর উপর উঠিলেন; তাহার পর গিরিরাজ ও আমাদের এক ভারবাহক তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। তাহারা পরপারে উপস্থিত হইলে রাজা ও তাঁহার পশ্চাতে আমি দড়ীর উপর উঠিলাম। আমরা ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়াছি,—সহসা আমাদের অবলম্বন রজ্জু অত্যন্ত চঞ্চল হইল। সম্মুখে চাহিয়া দেখি,—সর্ব্বনাশ! কোথা হইতে শম্ভুজি

আসিয়া আমাদের অবলম্বন রজ্জু কাটিতেছে। মনে আকস্মিক ভয় জন্মিল। দেখিতে দেখিতে আর এক ব্যাপার;—আমাদের ভারবাহক স্থিরভাবে শম্ভুজির পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল; মনিয়া তাহার হস্তস্থিত বৃহৎ যষ্টি কাড়িয়া লইয়া সবলে শম্ভুজির মস্তকে মারিল। শম্ভুজি ছিন্নবৃক্ষের ন্যায় নদীগর্ভে পড়িয়া গেল। গিরিরাজও ঠিক সেই সময়ে মনিয়ার মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি মারিল; লাঠি মনিয়ার স্কন্ধে পড়িল;—অমনি আহত ব্যাঘ্রীর ন্যায় ফিরিয়া মনিয়া আততায়ীর দক্ষিণ হস্তে যষ্টিপ্রহার করিল। গিরিরাজের হস্তস্থিত যষ্টি পড়িয়া গেল। গঙ্গাদেব তীরবেগে আসিয়া সেই যষ্টি গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে গিরিরাজ ভূতলশায়ী হইল। এই সময়ে মনিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল;—বলিল,—"শীঘ্র এস, শীঘ্র এস।"—তাহার কথায় চকিত হইয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইলাম।—কি সর্ব্বনাশ!—রামটহল ও তাহার সঙ্গী ভারবাহকেরা আমাদের দড়ীর সেতু কাটিতেছে!—এক জন ভারবাহক যোগমায়াকে ধরিয়া আছে। যোগমায়া আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়িয়া চীৎকার করিতেছে;—তাহার মস্তক ও মুখ বহিয়া রুধির-ধারা পড়িতেছে।—দেখিতে দেখিতে সেতু ছিন্ন হইল;—অবলম্বন রজ্জু ছিন্ন হইল; —আমরা পড়িতেছি;—সেই সময়ে মনিয়ার "দড়ী ধর, দড়ী ধর"—এই উচ্চ চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করিল। নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার পর কি হইল জানি না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জল স্রোতে।

কতক্ষণ অজ্ঞান-অবস্থায় ছিলাম,—বলিতে পারি না। ক্রমে অত্যুচ্চ ঘোর শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিসের শব্দ বুঝিতেছি না। কি অবস্থায়, কোথায় রহিয়াছি,—কিছুই স্মরণ নাই। দুই একবার চক্ষু চাহিতে চেষ্টা করিলাম,—পারিলাম না। অর্দ্ধনিদ্রিতের ন্যায় কেবল শব্দ শুনিতেছি;—শরীর যেন উপরে উঠিতে লাগিল;—ক্রমেই উপরে, আরও উপরে, আবার নীচে নামিল। হাত নাড়িবার চেষ্টা পাইলাম। মনে করিলাম,—হাত উঠিল;—উঠিয়া বসি-

লাম ;—দাঁড়াইলাম ;—দেবীপ্রসাদের আশ্রমে, কাশীতে, তখনি আবার কলিকাতায় ভ্রমণ করিতে লাগিলাম ;—অস্থির মনে ভ্রমিতেছি,—কারণ জানি না। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে গেল। তখন বুঝিলাম,—হাতও নড়ে নাই,—উঠিতেও পারি নাই;—যেমন ছিলাম, সেইরূপেই আছি। আবার চক্ষু চাহিতে চেষ্টা;—একবার চক্ষু উন্মীলিত হইল। কোন দিকে কিছু নাই—অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার!

তড়িতের বেগে পূর্ব্ববৃত্তান্ত মনে আসিল। ভাবিলাম,—রাত্রির অন্ধকারে বুঝি কিছু দেখিতে পাইতেছি না।—উপরে চাহিলাম,—নক্ষত্রতারাসঙ্কুল আকাশের দিকে চাহিলাম,—অন্ধকার, কেবল অন্ধকার!

তখন একটু ভয় হইল। অন্ধকার অনেক দেখিয়াছি;—বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার অন্ধকার দেখিয়াছি;—আমাদের বাটীর একটি অসূর্য্যম্পশ্য পুরাতন ঘরের অন্ধকার দেখিয়াছি;—শত সহস্র বার চক্ষুর কবাট বন্ধ করিয়া অন্ধকার দেখিয়াছি। কিন্তু এ অন্ধকার সেরূপ নয়। পৃথিবীর অন্ধকার যত গাঢ়, যত নিবিড় হউক,—আলোকের অধিকার একবারে নষ্ট করিতে পারে না। নিতান্ত তরল,—নিতান্ত সূক্ষ্ম আলোক সর্ব্বদা সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছে। কিন্তু এখানে আলোকের অস্তিত্ব মাত্র নাই;—আমি কোথায়?

গভীর গর্জ্জিয়া আমার পাদমূলে জলস্রোত বহিতেছে;—প্রতিধ্বনি সেই নিনাদ চতুর্গুণ করিয়া চতুর্দ্দিক কাঁপাইতেছে;—আমার হৃদয় কাঁপিতেছে;—আমি কোথায়?

প্রবলবাহিনী নদী তরঙ্গে তরঙ্গে এক গাছি তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া আমাকে এখানে,—এই চন্দ্রসূর্য্যের দৃষ্টিপথাতীত স্থানে আনিয়াছে;—প্রস্তর খণ্ডে শয়ন করাইয়া মধ্যে মধ্যে তরঙ্গাঘাত করিতেছে;—মুখে, পদে, সর্ব্বশরীরে জল সিঞ্চন করিতেছে;—আমাকে প্রাণহীন পাষাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।—নদীর কোটি কোটি পাষাণখণ্ড আছে; আমাকেও বুঝি তাহাদের সঙ্গে রাখিবার চেষ্টা;—মনুষ্যের ন্যায় অপরের সর্ব্বনাশ ও প্রাণনাশ করিয়া আপনার সঞ্চয়-বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা? নদী বোধ হয় জানে না,—মানুষ পাষাণহৃদয় পাইয়াছে,—পাষাণ-শরীর পায় নাই। এইখানে যদি আমার মৃত্যু হয়,—দুই চারি দিন পরে আমার দেহ তাহার জলে মিশাইয়া যাইবে! অনন্তকালসমুদ্রে মনুষ্য-বুদ্বুদ

এইরূপে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায় ;—তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না !

এক রক্ষার বিষয়,—এই অন্ধকারাবৃত, জলপ্রবাহিত পর্ব্বততলে শীতের প্রাদুর্ভাব নাই। সমস্ত শরীর জলে সিক্ত,—একরূপ জলের উপরেই ভাসিতেছি ; কিন্তু তাহাতেও এই হিমালয়গর্ভে শীতে কষ্ট হয় নাই।

আমার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। উঠিবার শক্তি নাই ;—থাকিলেই বা কি করিতাম। বেগবাহিনী নদী আমাকে পর্ব্বতের গহ্বরের ভিতর আনিয়াছে ;—উপরে, নীচে, চারিদিকে, পর্ব্বতমালা দাঁড়াইয়া আছে। এস্থান হইতে কিরূপে মুক্তি পাইব ?

হস্ত দিয়া আমার পাষাণ-শয্যার আকার ও পরিমাণ অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রস্তর অল্পপরিসর,—চারিদিকেই জল। আবার ভাল করিয়া উপরে, পার্শ্বে, চারিদিকে, চাহিলাম ;—কোন দিকে বিন্দুমাত্র আলোক নাই।—যেখানে আলোকের পথ নাই, বায়ুর গতি নাই, অগ্নির অধিকার নাই—এমন কোন স্থানে নদী আমাকে আনিল ?

ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উপরে হাত তুলিলাম ;—কিছুই নাই ! সম্মুখে, পশ্চাতে,—কিছুই নাই ! বামপার্শ্বে হাত প্রসারিত করিলাম ;—প্রস্তরে হাত লাগিল। স্পর্শানুভবে জানিলাম,—জলের প্রায় দুই হস্ত উপরে প্রকৃতির প্রস্তরনির্ম্মিত বেদী। অনেক কষ্টে তাহার উপরে উঠিলাম। বেদীর পরিসর এক হস্তের অধিক নয়। কষ্টে ইচ্ছামত এক দিকে চলিলাম। বেদীর শেষ হইল :—অসমান পাষাণখণ্ডসকলের স্বভাব-নির্ম্মিত অসমাপ্ত পথ পাইলাম। কিয়দ্দূর আসিলে মাংসপিণ্ডের ন্যায় কি একটা পদার্থ পাদস্পৃষ্ট হইল। আর এক পদ অগ্রসর,—আবার সেই পদার্থ। সন্দিগ্ধমনে হস্তে স্পর্শ করিতেছি,—প্রবল বহমান বায়ু-শব্দের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। মাংসপিণ্ড সরিতে লাগিল। মনে করিলাম,—বুঝি পর্ব্বতবাসী বৃহৎকায় সর্প। ভয়ে পড়িয়া গেলাম ; নীচে, পাথরের নীচে ;—জলে। জলের উপর প্রস্তর জাগিয়া ছিল ;—মাথায় লাগিল।—আমি চেতনা হারাইলাম।

জলের গভীর গর্জ্জনে মোহভঙ্গ হইল। সেই অন্ধকার,—সেই গহ্বর,—সেই নদী,—সেই পাষাণশয্যা। অর্দ্ধ শরীর জলে মগ্ন। সূচ্যগ্র সূক্ষ্ম প্রস্তর সকল শরীরে ফুটিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর আরও অধিক দুর্ব্বল,—একরূপ

অবশ হইয়া আসিয়াছে। বুঝিলাম,—এখান হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।"

আমার এই সময়ের মানসিক অবস্থা,—ভয়, দুঃখ, নিরাশা বর্ণন করাও অসাধ্য,—অসম্ভব। যে আশাদীপ এতক্ষণ আমার হৃদয়ে ক্ষীণ আলোক দিতে ছিল,—যাহা দেখিয়া এত বিপদেও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ছিলাম, নির্দ্দয় অন্ধকূপ হিমালয়ের গহ্বর আবার দেখিয়া সে দীপ নির্ব্বাণ হইল। জানিলাম,—মৃত্যু নিকটে উপস্থিত।

এই সময়ে একবার বাটীর কথা মনে হইল। সুখময় শৈশবের কথা,—বাল্যলীলার কথা,—সহাধ্যায়ীদিগের কথা মনে পড়িল। পিতা মাতাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিলাম। শেষে পতিপ্রাণা সাধ্বী যোগমায়া। দুঃখে, শোকে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কে আমার সে চীৎকার,—সে করুণস্বরে চীৎকার, শুনিবে? হিমালয়ের পাষাণ দেহ তাহাতে বিচলিত হইল না। আমার রোদনধ্বনি নদীর গর্জ্জনে মিশিয়া গেল।

কতক্ষণ এই ভাবে আছি,—জানিবার উপায় নাই। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কেহ আমার ন্যায় এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে কি না—জানি না। এরূপে জীবন-ব্রতের অবসান কেহ কখন করে নাই!

এরূপে কতক্ষণ আর যন্ত্রণা সহিব? অনাহারে আশু প্রাণবিয়োগ হয় না। হতাশের জীবন শীঘ্র যায় না। রক্ষার উপায় আমার সাধ্যায়ত্ত নয়,—কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়।—আবার ভাবিলাম,—মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নয়;—তবে জগৎসংসার যাঁহার সৃষ্টি, যাঁহার ইচ্ছায় শত শত হিমালয় সাগরগর্ভ হইতে মস্তক উত্থিত করে—তাঁহার সাধ্য। শত শত হিমালয় তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে চূর্ণ হইতে পারে;—বিশ্বসংসার তাঁহার মায়াসমুদ্রে বিম্বমাত্র। তিনি এই পাষাণভিত্তি ভেদ করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে পারেন।—তবে, তাঁহার অনুগ্রহে আমার কি অধিকার?—তিনি কি আমাকে এই বিপদে রক্ষা করিবেন?—শত শত মনুষ্যকীটের উৎপত্তি ও বিনাশে তাঁহার একটি নেত্রপক্ষ্মও বিচলিত হয় না।—না,—তিনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা, বিপত্ত্রাতা।—জগদীশ্বর,—তুমি দয়াময়। তোমার সৃষ্ট নিরাশ্রয় জীবের এত ক্লেশ দেখিতেছ;—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নাই?—যথেষ্ট হইয়াছে,—যথেষ্ট হইয়াছে;—আমাকে রক্ষা কর।

প্রার্থনান্তে শরীরে নূতন বল আসিল। আবার উঠিতে চেষ্টা করিলাম।

স্রোতঃস্বতী আমার বস্ত্রাদি হরণ করিয়াছে ; কিন্তু কোমরে তখনও নোট ও মোহরের বোঝা দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে।—ক্লেশকর ভার আর সহিল না। আমি বৃহৎ থলিয়াটি খুলিয়া নদীজলে বিসর্জ্জন দিলাম। সমাজের অনুগ্রহে স্বর্ণের গৌরব,—অর্থের গৌরব ; বিপদের সময় কোন উপকারে আইসে না। দশ সহস্র টাকা হিমালয়ের গর্ভে নিহিত হইল।

টাকাগুলি বিসর্জ্জন দিয়া মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। সকল আশা যাইলে হতাশের যেরূপ বলের সঞ্চার হয়, আমার দেহেও সেইরূপ নূতন বল আসিল।—নদীর জল অবশ্যই কোন স্থানে পর্ব্বতের গহ্বর ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে ;—স্রোতের সহিত ভাসিয়া গেলে হয়ত মুক্তিলাভ হইতেও পারে ;—তড়িতের ন্যায় এই চিন্তা মনে উদয় হইল। তাহার আনুষঙ্গিক বিপদ আমার সংকল্প প্রতিরোধ করিতে পারিল না।

এখন আর বিপদে আমার কি ভয়!—নদীর জলে দেহ ভাসাইলাম। বেগবাহিনী স্রোতস্বতী তৃণের ন্যায় আমাকে লইয়া চলিল। আমার কেবল শরীর ভাসাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কতবার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে বাধা পাইলাম,—কতবার হস্ত দিয়া কষ্টে তাহা অতিক্রম করিলাম।—কতবার গুরুতর আঘাতে হতজ্ঞানপ্রায় হইলাম,—ডুবিতে ডুবিতে আবার ভাসিলাম ;—কিন্তু সংকল্প ছাড়িলাম না। বেগ-গমনে দুই একবার ইন্দ্রিয়-বৈকল্যও ঘটিয়াছিল।

ক্রমে জলের গর্জ্জন বাড়িতে লাগিল। ভয়ানক ঘোর শব্দ ও জলমজ্জনে শেষে অবশ-দেহ হইয়া মগ্নপ্রায় হইলাম। এই সময়ে একবার জলের একটু উপরে মুখ তুলিয়া দেখিলাম। মনে করিলাম,—জন্মের মত বায়ু ও আকাশের সহিত সম্বন্ধ ফুরাইল। একবার চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া লইলাম ;—সতৃষ্ণ-নয়নে সম্মুখে চাহিলাম ;—আঃ আলোক, আলোক! হিমালয়ের ছিদ্র দিয়া অনেক দূরে সম্মুখে ক্ষীণ আলোক আসিতেছে,—দেখিতে পাইলাম। অমনি এক প্রকার অব্যবস্থিত আশা মনে উদয় হইল। বাঁচিবার সম্ভাবনা উপস্থিত দেখিয়া মৃতপ্রায় দেহে পুনর্ব্বার বল সঞ্চার হইল। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া জলের উপর ভাসিয়া রহিলাম। ক্রমেই জলের বেগ-বৃদ্ধি ;—ক্রমেই অধিকতর ঘোর শব্দ ; যেন শত সহস্র কামান একবারে ধ্বনিতেছে। জলের টান আরও বাড়িল। আমাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া নদী নামিতেছে,—স্পষ্ট

অনুভব করিলাম। নিকটেই বুঝি জলপ্রপাত!—একখণ্ড বৃহৎ পাষাণে শরীর ঠেকিল;—ধরিবার চেষ্টা করিলাম;—পারিলাম না,—ভাসিয়া গেলাম। আবার প্রস্তরে মাথা লাগিল,—সর্ব্বশরীর বজ্রাহত হইল;—আমি ডুবিলাম।

যখন চক্ষু চাহিলাম,—তখন বোধ হইল,—তিন চারি জন লোক আমাকে ঘেরিয়া আছে। আমার মুখের ভিতর কণ্ঠভেদ করিয়া অল্প কঠিন কি পদার্থ রহিয়াছে। মুখ নাড়িতে পারিলাম না;—আর চাহিয়া থাকিতেও পারিলাম না। যেন ঘোর নিদ্রা আসিয়া আবার আমার চৈতন্য হরণ করিল।

এক প্রকার অত্যুগ্র গন্ধে আবার চক্ষু চাহিলাম। সম্মুখেই দীর্ঘাকার রক্তমুখ সাহেব। সহসা সাহেব দেখিয়া চকিত হইলাম। তিনি আমাকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর শরীর একটু সুস্থ হইল। দেশ কাল মনে পড়িল। আমি বিস্মিত হইয়া সাহেবের দিকে চাহিলাম। তিনি হস্ত সঙ্কেতে বলিলেন,—"আর কিছু খাইবে?" আমি বলিলাম,—"না।"

সাহেব ইঙ্গিতে আরও দুই চারিটী প্রশ্ন করিলেন। আমি সকল কথা বুঝিলাম না। শেষে বলিলেন,—"তুমি ইংরাজী জান?"

আমি পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলাম,—"জানি।" তিনি আমার শরীরের বেদনা প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।—আমার নির্দ্দেশানুসারে বেদনাস্থানগুলিতে ঔষধ লেপন করিয়া স্থানে স্থানে বস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। আমাকে উঠাইয়া লইবার জন্য সাহেব পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে সঙ্কেত করিলেন। অল্পক্ষণ পরে আমি দেবদারু বনের মধ্যবর্ত্তী কুটীরে নীত হইলাম। ঔষধের প্রভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রাতঃকালে সাহেবের উচ্চস্বরে জাগরিত হইলাম। সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা;—ফুলিয়া দেহের আয়তন দ্বিগুণ হইয়াছে। সাহেব আমার শরীর পরীক্ষা করিতে ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"অস্থি ভাঙ্গিয়াছে?"

সাহেব। "অস্থি ভাঙ্গে নাই,—মাথা ফাটিয়াছে। জলে ছিলে বলিয়াই বাঁচিয়াছ।"

সাহেব ঔষধাদি দিয়া চলিয়া গেলেন। পার্শ্বে দুই তিনটি লোক বসিয়া ছিল। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সাহেব কোথায় গেলেন?"

সে বলিল,—"তিনি নিকটেই থাকেন ;—সর্ব্বদাই তোমাকে দেখিতে-ছেন,—রাত্রিতেও কতবার আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন।"

আমি। আমি কাহার বাটীতে আছি ?

উত্তর। আমারই বাটীতে।

আমি। তোমরা আমাকে কিরূপে পাইলে ?

উত্তর। আমি মন্দাকিনীর পূজা করিতে ঝরণার নিকট গিয়াছিলাম। তুমি মৃতের ন্যায় ভাসিয়া গহ্বরের বাহিরে আসিতে ছিলে। সাহেব ঝরণার উপর দাঁড়াইয়া জল দেখিতেছিলেন,—চীৎকার করিয়া তোমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি জলে পড়িয়া তোমাকে তুলিলাম। সাহেব কতরূপ চিকিৎসা করিলেন ;—অনেকক্ষণ পরে তুমি চক্ষু চাহিলে।

আমি কাতর নয়নে আমার জীবনদাতার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলাম। গৃহস্বামী সঙ্গীদিগকে বসিতে বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

অনেক ক্ষণের পর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজি কি বার ?"

এক ব্যক্তি উত্তর দিল—"শুক্রবার।"

মঙ্গলবার অপরাহ্নে আমরা নদীসাৎ হই ; দুই দিন, দুই রাত্রি হিমালয়গর্ভে অতিপাতিত হইয়াছে।

আমি। এস্থানের নাম কি ?

উত্তর। মহাপ্রস্থান।

শুনিয়াই হৃদয়ে বিস্ময়, হর্ষ ও দুঃখে মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। কষ্টে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া কিয়ৎক্ষণের পর আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখান হইতে যমুনোত্রি কতদূর ?"

উত্তর। প্রায় চল্লিশ ক্রোশ।—পথ বড় দুর্গম।

পথ বড় দুর্গম !—আমি যে পথে আসিয়াছি, অদ্যাবধি কেহ সে পথে আসে নাই। কখন আসিবেও না!—জগতে এরূপ দুর্গম পথ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

এই সময়ে আবার সাহেব গৃহস্বামীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া ছিলাম ;—ঔষধ সেবন করাইয়া ও আমাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া কিয়ৎক্ষণের পর তিনি চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাহেব-সঙ্গে।

আমার জীবনদাতার নাম রামশুকুল। সে জাতিতে ব্রাহ্মণ;—মঠধারী বেদানন্দের শিষ্য। রামশুকুল গৃহস্থ। মন্দাকিনী-নির্ঝরদর্শনার্থী কদাচিদাগত লোকদিগের নিকট লব্ধ সামান্য অর্থ এবং পশুপালন দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

নিঃসম্বন্ধ হইলেও রামশুকুল সপরিবারে প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা করিত। সাহেব প্রতিদিন চারি পাঁচ বার আসিয়া আমাকে দেখিতেন। প্রায় সর্ব্বদাই আমার নিকট লোক থাকিত;—তথাপি আমার হৃদয় শূন্য, মন সর্ব্বদাই উদাস,—সদাই চঞ্চল। মনে হইত,—আমি নিতান্ত অসহায়; আমাকে দেখিবার কেহ নাই। পীড়িত হইলে মাতা যেরূপ দিবারাত্রি শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিতেন,—আমার কাতরতা দেখিয়া রোদন করিতেন,—সেই কথা সর্ব্বদা মনে পড়িত; আর প্রায় সকল সময়েই আমার প্রবাস ও পর্য্যটন-সহচরী যোগমায়া,—তাহার সেই পবিত্র প্রণয়, সেই অসীম স্নেহ,—আত্মনিবেদন,—সেই পবিত্র হৃদয়ের তাদৃশ পরিণাম স্মরণ করিয়া নির্জ্জনে অশ্রুত্যাগ করিতাম। আর আমার মনিয়া;—তাহার কথা মনে পড়িলে কখন মনের ভিতর মরিয়া যাইতাম,—কখন হৃদয় ও মস্তিষ্কে জ্বলন্ত অনল প্রবেশ করিয়া আমাকে সংজ্ঞাহীনের ন্যায় করিত। আবার আত্মগ্লানি জন্মিত। শেষে সংকল্প করিলাম,—আর মনিয়ার কথা মনে করিব না।—রামশুকুল ও তাহার পরিবারবর্গ আমার মনের গতি দেখিয়া শেষে মুহূর্ত্ত কালও আমাকে একাকী রাখিয়া যাইত না।

আমার চিকিৎসক জাতিতে জর্ম্মাণ; নাম—ভন বোটলিং; বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর হইবে। তিনি বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্বসমূহের আবিষ্ক্রিয়ার আশায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। রুসিয়া, তাতার, তিব্বত প্রভৃতি দেশ দর্শন করিয়া হিমালয়ে আসিয়াছেন;—ভারতবর্ষ, কাবুল, পারস্য, তুরষ্ক ও মিশর-দেশের মধ্য দিয়া দেশে প্রতিগমন করিবেন।

সাত দিন পরে জ্বর অপনীত হইল। সাহেবের মতে আমার আর জীবনের আশঙ্কা নাই। এত দিন মৃত্যুচিন্তায় ভয় হইত। পীড়ার উপশমের

সহিত সেই ভয় কমিয়া আসিতেছিল। এখন সাহেবের মুখে জীবনের আশঙ্কা নাই—শুনিয়া পরিতাপ হইল। ভাবিলাম,—মরিলেই ভাল হইত। এখন আর কি সুখে বাঁচিব? আমার জীবনের আধার বিনষ্ট হইয়াছে,—আমার নাশ হইল না কেন?

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে আমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া সাহেব আমার পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। আমি সংক্ষেপে আমার জীবনচরিতের কিয়দংশ বর্ণন করিলাম;—মহাপ্রস্থান গহ্বরের ভিতরে যাইবার সংকল্পের কথাও বলিলাম;—কেবল রাজার স্বর্গযাত্রার কথা তখন বলিলাম না। সাহেব শুনিয়া সোৎসাহে বলিলেন,—"আমি ঐ গুহার মুখ দেখিয়াছি। পরীক্ষা করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বহুকালাবধি নির্ব্বাণ আগ্নেয় গিরির মুখের ন্যায় বোধ হইল। এখানকার ভূমি ও পর্ব্বতশৃঙ্গেও স্থানে স্থানে ধাতুনিঃস্রবের চিহ্ন আছে। ময়দাগীন (বোধ হয়—মন্দাকিনী) নির্ঝরের উভয় পার্শ্বেও উপরিস্থিত প্রস্তর গলিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছে—বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। ছয় জন রাজা ইহার ভিতর গিয়াছিল বলিয়া তোমাদের ইতিহাসে যে বর্ণনা আছে,—তাহা কিছুই অসম্ভব নয়। আগ্নেয় পর্ব্বতের যে স্থান দিয়া ধাতুনিঃস্রব বাহির হয়,—কোন কোন পর্ব্বতের সেই পথে অনেক দূর,—এমন কি, পৃথিবীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে। এই পথ দিয়া যখন তোমাদের দেশের ছয় জন লোক গিয়াছিল,—তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে,—এই পথ দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করা যাইবে। আমারও ইচ্ছা হইতেছে,—ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া পরীক্ষা করি। আর যখন তোমাদের দেশীয় লোক ইহার ভিতর যাইতে সাহস করিয়াছিল,—তখন আমি না যাইলে আমার কাপুরুষতা প্রকাশ এবং আমার জাতির কলঙ্ক হইবে।"

সাহেবের কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি আমার ভাব দেখিয়া বলিলেন,—"তোমরা এখন নিতান্ত অসার হইয়া পড়িয়াছ;—তাই আমার কথায় হাসিতেছ। তোমাদের দেশ সম্বন্ধে তোমরা যে সকল কথা জান না,—জানিতে চাও না; বুঝ না,—বুঝিতে চাও না,—আমরা তাহা জানি;—যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। দেখ,—হিমালয় তোমাদের দেশের পর্ব্বত। এখানে যে আগ্নেয় গিরি আছে,—জন্মাবধি তোমরা তাহা

জানিতে না।—দেখিতেছি,—আমিই ইহার আবিষ্কর্ত্তা হইলাম।"

সাহেবের কথায় আমার কৌতুক জন্মিল। ক্ষণকালের জন্য মানসিক বেদনা ভুলিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সাহেব আবার বলিলেন,—"এই মপস্তানের ভিতর দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে লোক সমাজেরও অনেক উপকার হইবে। পৃথিবীর অভ্যন্তর কোন্ কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত,—তাহা নিশ্চিত জানা যাইবে। এত দিনে বিজ্ঞানের ভ্রম প্রমাদ সকল বাহির হইবার উপায় হইল।—যে ছয় রাজা গুহার মধ্যে গিয়াছিল তাহাদের নাম কি?

আমি। তাঁহাদের ছয় জনই রাজা নহেন;—এক জন হস্তিনার রাজা;—চারি জন তাঁহার ভ্রাতা,—আর এক জন তাঁহাদের পত্নী।

সাহেব। হাঁ হাঁ—তাহারা সকলেই রাজা ছিল। তোমরা ইতিহাসের মর্ম্ম ও প্রাচীন জাতিসমূহের অভিপ্রায় বুঝিতে পার না। তোমাদের দেশে বিদ্যাবুদ্ধিবলে যাহারা খ্যাতি লাভ করিত,—তাহাদের সকলকেই লোকে রাজা বলিত। আমি দেশে ও ইংলণ্ডে শুনিয়া ছিলাম,—এদেশের লোকেরা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিতদিগকে মহারাজা অর্থাৎ বড় রাজা বলে। তাহার কারণ,—তোমাদের পুরোহিতেরাই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। যে ছয় জন লোক মপস্তান গহ্বর দিয়া বিজ্ঞানের উন্নতি কামনায় পৃথিবীর ভিতর গিয়াছিল,—তাহারাও পুরোহিত। সেই জন্য তাহাদের নাম রাজা হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে এক স্ত্রীলোক ছিল। বুদ্ধিবিদ্যাবলে সেও রাজা উপাধি পাইয়াছে।—তাহাদের নাম কি?"

সাহেব একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়া আমার কথা অনুসারে লিখিতে লাগিলেন,—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী।

সাহেব। কোন্ সময়ে তাহারা গিয়াছিল?

আমি। তাহার নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন।

সাহেব। ভাল,—খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে?

আমি। তাহার অনেক পূর্ব্বে।

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"গ্রীকদিগের আক্রমণের সময় হিন্দুরা এক রূপ অসভ্য ছিল। যদিও গ্রীকেরা এদেশের লোকদিগকে সভ্যতার পথ দেখাইয়া যায়,—তথাপি সেই ঘটনার পর অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর গত না হইলে হিন্দুদিগের বিজ্ঞানে এত উন্নতি হইতে পারে না যে—বৈজ্ঞানিক নূতন তত্ত্বান্বে-

স্বর্গে তাহারা এই ভয়ানক গহ্বরে প্রবেশ করিবে।”

আমি। সে যাহাই হউক,—তাঁহারা স্বর্গকামনায় মহাপ্রস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন; বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ,—তৎসম্বন্ধ নূতন আবিষ্কারই প্রাচীন আর্য্যজাতির জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

সাহেব। প্রাচীন হিন্দুরা বিলক্ষণ বুদ্ধিজীবী ছিল। কিন্তু তাহাদের সন্তানদিগের বুদ্ধির অভাব দেখিয়া দুঃখ হয়। প্রাচীনদিগের কথার মর্ম্মবোধেও তোমরা সমর্থ নও। তোমরা নিতান্ত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী। প্রাচীন গ্রন্থে যাহা লেখা থাকে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টাও তোমাদের নাই।—তোমরা জান,—স্বর্গে যাইলে অমর হয়। বিজ্ঞানের কোন অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তাও অমর। তোমাদের ছয় জন রাজা সেই অমরতা-কামনায় মপস্থানের ভিতর গিয়াছিল।—আমরাও যাইব।

আমি মনে করিলাম,—এসময়ে রাজা দেবীপ্রসাদ থাকিলে ভাল হইত। তিনি যেমন যুধিষ্ঠির,—ঠিক তদনুরূপ বৃকোদরও জুটিয়াছে।

সাহেব। হয়ত আমরা শেষে পৃথিবীর মধ্যস্থানে উপস্থিত হইব।

আমি। পৃথিবীর মধ্যস্থানে যাওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই স্বীকার করেন,—ভূমির নিম্নে প্রতি ৪৬ হাতে এক ডিগ্রী করিয়া উত্তাপ অধিক। ইহাতে পৃথিবীর মধ্যস্থানে কিরূপ উত্তাপ হওয়া সম্ভব, তাহা—

সাহেব। আজিও কেহ পৃথিবীর ভিতর গিয়া দেখে নাই;—সমস্তই অনুমান মাত্র। ভিতরে যদি বাস্তবিকই এত উত্তাপ হইত, তাহা হইলে পৃথিবী শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হও। তাহার পর গুহামধ্যে প্রবেশ করা যাইবে।

আমি। আমার আর মহাপ্রস্থানের ভিতরে যাইবার অভিলাষ নাই।

সাহেব। কেন?—তুমি জান না,—ইউরোপে বৈজ্ঞানিকদিগের কত আদর,—কত সম্মান। চল,—তুমিও আমার পরিশ্রমের, আমার পুরস্কারের ভাগী হইবে;—পৃথিবীতে অক্ষয় যশ লাভ করিবে। আমি তোমাকে হাতে করিয়া ভাল করিয়াছি। সেই জন্য তোমার উপর আমার বড় মায়া বসিয়াছে। তোমাকে এ যশের ভাগ দিতে আমার কষ্ট হইবে না।

আমি। আমরা সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী ;—যশ ও সুখ্যাতির প্রত্যাশা রাখি না।

সাহেব। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ কর। পৃথিবীর কাজ কর,—সমাজের উপকারের চেষ্টা কর। সন্ন্যাসীরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, নিতান্ত স্বার্থপর। পৃথিবীর শস্যে উদর পূর্ণ করিয়া কেবল আপনাদের সুখকামনায় বিব্রত। তাহাদের দ্বারা সংসারের কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনা নাই। তুমি এখন পীড়িত। অগ্রে সুস্থ হও ;—তাহার পর শিক্ষা দিয়া তোমাকে সুপথে আনিব।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রমণী-রাজ্যে।

এক এক দিন করিয়া দেড় মাস অতীত হইল। আমার চিকিৎসক সাহেব প্রায়ই দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে গিয়া দুই চারি দিনের পর ফিরিয়া আসিতেন। একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন,—"তুমি প্রায় সুস্থ হইয়াছ ; এখন আপনার চিকিৎসা আপনি করিতে পারিবে। আমি এই সময়ে গঙ্গাবত্রি (গঙ্গোত্রি) ও হরিদ্বার দেখিয়া আসি। আমার ফিরিয়া আসিতে এক মাসের অধিক লাগিবে না। তাহার পর তোমাকে লইয়া মহাপ্রস্থানে প্রবেশ করিব।"

সাহেব ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ও নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর অসামান্য যত্নে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলাম। একদিন রামশুকুল আসিয়া বলিল,—"কাল এখানে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন ;—তিনি পাণ্ডবদিগের ন্যায় মহাপ্রস্থান দিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে চান। বেদানন্দস্বামী এ প্রস্তাবের প্রতিরোধী। গত রাত্রি অবধি এবিষয়ে ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হইতেছে।

শুনিয়াই প্রথমে মন উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হইল। মনে করিলাম,—বুঝি রাজা দেবীপ্রসাদ মৃত্যুর হস্তে রক্ষা পাইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আবার মনে হইল,—রাজা কখনই জীবিত নাই ; হয়ত অন্য কেহ তাঁহার ন্যায় স্বর্গ কামনায় উন্মত্ত হইয়া এখানে আসিয়াছে। পৃথিবীতে এরূপ লোকের অভাব নাই।

সামর্থ্য থাকিলে তখনই গিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতাম। মন নিতান্ত চঞ্চল হইল ;— আহারাদি সমাপন হইবামাত্র আমি নিতান্ত আগ্রহ সহকারে রামশুকুলকে সন্ন্যাসীর নিকট পাঠাইলাম। আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আমার নিকট আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিয়া দিলাম। রামশুকুল সন্দিগ্ধমনে সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিল।

নিতান্ত উদ্বিগ্ন ভাবে পথ চাহিয়া আছি,—রাজা দেবীপ্রসাদ গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আমি উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আনন্দে মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; আবেগ এত প্রবল হইল যে আমি একটিও কথা কহিতে পারিলাম না ; রাজা কি বলিলেন—তাহাও বুঝিলাম না।

আমার বিপদ ও দুঃখের কথা শুনিয়া দেবীপ্রসাদের চক্ষু দিয়া জল পড়িল। তিনি যোগজীবন বা মনিয়া কাহারই কোন সংবাদ জানেন না, জলে পড়িয়া তিনিও আমার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ছিলেন ; আমার ন্যায় তিনিও পাষাণ-শয্যায় চৈতন্য লাভ করেন। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। ক্ষত বিক্ষত শরীরে সেই অবস্থায় তাঁহার রাত্রি অতিবাহিত হয়। পরদিন এক পশুপালক দয়া করিয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যায়। প্রায় এক মাস শয্যাগত থাকিয়া তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন। ইহার মধ্যে যোগজীবন ও মনিয়ার অনেক অন্বেষণ হইয়াছিল ;—কোন সন্ধান হয় নাই : শেষে তাহাদের পুনর্দ্দর্শনের আশা ত্যাগ করিয়া,—ঐহিকসুখে বিতৃষ্ণ দেবীপ্রসাদ তাঁহার অভীষ্ট স্বর্গগমনকামনায় মহাপ্রস্থানে আসিয়াছেন।

আমি কাতর ভাবে বলিলাম, "যোগজীবন হয়ত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।"

রাজা। যোগজীবন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। দুরাত্মা রামটহল আমার মনিয়াকেও বিনষ্ট করিয়াছে। তাহারা অগ্রেই স্বর্গে গিয়াছে। চল, সেই স্থানেই তাহাদের সকলের সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইবে।

মনিয়া পরপারে ছিল, এবং গঙ্গাদেব তাহার সঙ্গে ছিলেন। তাহার কোন ঘোর বিপদ ঘটনার আশঙ্কা আমার মনে স্থান পাইল না। অনেক ক্ষণের পর রাজা বলিলেন,—"কি ভাবিতেছ।"

আমি। আপনি রামটহলকে এত বিশ্বাস করাতেই এই সর্ব্বনাশ হইল;

রাজা। আর সে নরাধমের নাম করিও না। এখন আর সে সকল চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই;—তাহার স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই হইবে।

রামশুকুলের অনুরোধে দেবীপ্রসাদ তাহার বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দিন দারুণ মনোবেদনায় কাটিল। রাত্রিতে নিদ্রা আসিল না। একবার ভাবিলাম,—যোগমায়া হয়ত জীবিত আছে,—দুরাত্মা দস্যুদিগের হস্তে পড়িয়াছে,—কত নির্য্যাতন সহিতেছে।—রামটহলের পূর্ব্ব চক্র সকল মনে পড়িল;—এখন পতিপ্রাণা সাধ্বী যোগমায়া দস্যুহস্তে অসহায়;—তাহার গুরুজি বিপদের সময় সহায় হইল না।—যে নরাধম পাতকীর জন্য অবরোধবাসিনী সতী লক্ষ্মী গৃহত্যাগ করিল,—সংসার ছাড়িল,—সর্ব্বত্যাগী হইল,—সন্ন্যাস লইল,—সে তাহার রক্ষা করিল না;—স্বচ্ছন্দে পরান্নে উদর পূরণ করিয়া সুখে পরগৃহে বাস করিতেছে; পরের সেবায় পুষ্ট হইতেছে।—আর শয়ান থাকিতে পারিলাম না। রাজাকে না বলিয়া তখনই যোগমায়ার উদ্দেশে যাইব মনে করিয়া উঠিলাম,—ত্বরিতপদে দ্বারসমীপে আসিলাম। শরীর তখনও বড় দুর্ব্বল ছিল;—দ্বারের উপর পড়িয়া গেলাম।

দেবীপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া আমাকে ধরিলেন,—কত কথা কহিলেন। তাহার স্নেহ বাক্য আর সহিল না;—হৃদয়ে আর ধরিল না;—কাঁদিয়া ফেলিলাম। দেবীপ্রসাদের সান্ত্বনা বাক্য আমাকে উন্মত্তপ্রায় করিল।—তখন অশ্রুজলে মিশাইয়া সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম:—আমার আশঙ্কার কথা বলিলাম;—শেষে জীবন বিসর্জ্জনের আন্তরিক কামনাও প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। রাজা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া শুনিলেন। অনেক ক্ষণের পর বলিলেন,—"যোগজীবন, তুমিই ধন্য।—তোমাকে দেখিয়া—তোমার সাহচর্য্যে আমরাও ধন্য হইয়াছি,—পবিত্র হইয়াছি। বৎস হরিচরণ, পাপীদিগের কি সাধ্য,—সে পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে,—সে জ্বলন্ত পাবক স্পর্শ করে। তাহার নিষ্পাপ দেহ স্বর্গপুরে বিরাজ করিতেছে;—স্বর্গের শোভা বাড়াইয়াছে,—স্বর্গ আরও উজ্জ্বল, আরও পবিত্র হইয়াছে। চল,—সেখানে গিয়া তাহার আলোকে আমরাও পবিত্র হইব;—মানবদেবীর চরণরেণু স্পর্শে কৃতার্থ হইব।"

দেবীপ্রসাদ আরও কত কথা বলিলেন ;—সকল কথা কর্ণে স্থান পাইল না। শেষে তিনি তাঁহার অনুসন্ধানের যেরূপ পরিচয় দিলেন, তাহাতে বুঝিলাম,—রামটহল ও তাহার সঙ্গিগণ যোগমায়াকে পায় নাই। তাহারা আমাদের অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়া পলাইয়াছে। যোগমায়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নদীর তীরে তীরে ছিল। তাহার পর আর তাহার কোন সন্ধান হয় নাই।—যোগমায়া নিশ্চয়ই নদীর জলে দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছে!

সুরদেবী স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন ;—আবার স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।—আমাকে এরূপ বিপদে ফেলিয়া গেলেন কেন?—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। তিনি কি এখন আমাকে দেখিতেছেন ;—আমার সহস্র-তপার প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছেন!

যদি নিশ্চয় জানিতাম,—যোগমায়া আমার এই অন্তর্যাতনা দেখিতেছেন ; যদি কেহ নিশ্চয় বলিতে পারিত,—সেই দেবীর দেবী প্রশান্তমুখে, সহস্রনেত্রে আমার প্রায়শ্চিত্ত বিধান দেখিতেছেন,—তাহা হইলে প্রকৃতই শান্তি লাভ করিতাম।—হে অনাদি অনন্ত দেব, লোকে তোমাকে যে রূপে ব্যাখ্যা করে, তুমি যদি সেইরূপই হও ;—যদি তুমি অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ হও ;—যদি অতীত ও ভবিষ্যতের কবাট তোমার চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে,—যদি পরলোকের অভেদ্য অন্ধকার তোমার চক্ষে আলোকিত হয়,—তাহা হইলে একবার ধ্যানগম্য হইয়া বলিয়া দাও—আমার যোগমায়া আমার মর্ম্মভেদী অসহ্য যাতনা দেখিতেছে,—আমার পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

প্রায় দেড় মাসের পর বোটলিং গঙ্গোত্রি, হরিদ্বার, মানোরি, জ্যোষিমঠ, বদরীনাথ, নীতিপথ, মানস সরোবর প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। হিমালয়ে পর্য্যটন করিয়া তাঁহার মহাপ্রস্থান দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশের ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়াছিল ;—তিনি আসিয়াই এই মহদভীষ্ট সাধনের প্রস্তাব করিলেন। সাহেব-সঙ্গীর প্রতি প্রসন্ন না হইলেও দেবীপ্রসাদ—চণ্ডালেরও ধর্ম্মবুদ্ধি হওয়া সম্ভব, আর ধর্ম্মবুদ্ধি হইলে তাহারও স্বর্গ লাভ হইতে পারে,—স্থির করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গ যাত্রায় স্বীকৃত হইলেন।

রাজার কথা শুনিয়া অবধি যোগমায়াকে আর দেখিতে পাইব না,—বুঝিয়াছিলাম। এখন আমার জীবনে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। ভূগর্ভে প্রবেশই

আমার পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া আমি আর কোন প্রকার আপত্তি করিলাম না। আমাকে মহাপ্রস্থানপ্রবেশে সম্মত দেখিয়া সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"পীড়িত হইলে শরীরের ন্যায় মনও দুর্ব্বল হয়। সেই কারণেই তুমি পূর্ব্বে আমার প্রস্তাবে অসম্মতি দেখাইয়া ছিলে। ক্লেশের ভয় করিলে সম্মান ও খ্যাতি লাভ হয় না;—পৃথিবীর কোন প্রকার উপকার সাধনও অসম্ভব।

সাহেবের কথায় একটু বিরক্তি জন্মিল;—হাসিও আসিল। বলিলাম,—"আলোক ও বায়ুর গতিশূন্য স্থানে আপনার পরীক্ষা বিলক্ষণ হইবে। ভূগর্ভের রুদ্ধবাষ্প স্থানে মশাল জ্বালিলেও—হয় নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, না হয় বাষ্পরাশি অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া সমস্ত গহ্বর অগ্নিময় করিবে,—আমাদিগকেও দগ্ধ করিবে।"

সাহেব বলিলেন,—"সে জন্য চিন্তা নাই। আমার নিকট রমকর্ফের কয়েল আছে; তদ্দ্বারা উজ্জ্বল তাড়িতালোক প্রস্তুত হয়। তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই; অসামান্য রাসায়নিক রমকর্ফ ১৮৬৪ সালে এই অদ্ভুত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের নিকট ২০ সহস্র টাকা পুরস্কার পান। ইহা ভিন্ন আমার নিকট ব্যারোমেটর,* মানোমেটর,† ক্রনোমেটর,‡ ও গুহামধ্যে নামিবার ও উঠিবার উপযোগী সমস্ত উপকরণ আছে। তাহাতে আমাদের কোন কষ্ট হইবে না।

আমি তখনও নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া বোটলিং ও রাজা উভয়েই আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে সংকল্প করিলেন।

দিন কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। প্রকৃতির স্বতশ্চল ঘটিকা-যন্ত্রের হস্তস্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য সমান গতিতে দিবারাত্রি বেলা-পরিমাণ করিতেছে। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর পরিবর্ত্তন হইতেছে,—আমার শরীরাবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতেছে;—কিন্তু এ দোষস্পর্শশূন্য যন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন নাই;—সাহেবের আসার পথ্য এক দুই করিয়া পনর দিন

* ব্যারোমেটর—বরু গুরু, মেত্র মান। বায়ুর গুরুত্ব ও লঘুত্ব পরিমাপক যন্ত্র। ইহাতে আকাশের অবস্থাপরিবর্ত্তও নির্ণীত হয়।

† ম্যানোমেটর—মন লঘু, মেত্র মান। বাষ্পের বলপরিমাপক যন্ত্র।

‡ ক্রনোমেটর—খ্রন কাল, মেত্র মান। এক প্রকার উৎকৃষ্ট ঘড়ী।

দেখাইয়া দিল ;—আমিও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলাম।—আবার মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। পাণ্ডারা প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়াছিল ;—শেষে পাঁচ শত টাকা লইয়া আমাদিগকে গহ্বরে প্রবেশের অনুমতি দিল।

মহাপ্রস্থানের চারি পাঁচ ক্রোশ উত্তর ও পশ্চিমে এক অদ্ভুত পাহাড়ী রাজ্য আছে। প্রস্থানের দুই দিবস পূর্ব্বে সাহেব ও বেদানন্দ স্বামীর সহিত সেই স্থানে বেড়াইতে গেলাম। রাজ্যের অল্পদূরে উপস্থিত হইবামাত্র দুই তীর-ধারী প্রহরী আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। স্বামীর সহিত তাহাদের অনেক কথা হইল। অপরিচিত লোক বলিয়া তাহারা প্রথমে আমাদিগকে রাজ্যমধ্যে প্রবেশাধিকার দিতে অসম্মত হইয়াছিল; শেষে বেদানন্দ একখানি লোহিত প্রস্তর বাহির করিয়া দেখাইলে পথ ছাড়িয়া দিল। আমরা তাহাদের ধনুস্পর্শ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম।

পথে যাইতে যাইতে স্বামী বলিলেন,—"এই রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী, কোতোয়াল, প্রহরী, কৃষক, দোকানদার. পুরোহিত, চিকিৎসক প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোক। যে প্রহরীরা আসিয়া আমাদের পথ রোধ করিয়াছিল,—সম্মুখে, পার্শ্বে যত লোক দেখিতেছ, সকলেই রমণী। যাহাদের শিরস্ত্রাণ ভ্রূদেশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে,—তাহারাই পুরুষ। পুরুষেরা গৃহকর্ম্ম, রন্ধন ও পশুপালন করে। এস্থানের স্ত্রীমাত্রই অস্ত্রচালন ও ধনুর্বিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষ। ইহারা রাজ্যমধ্যে অপর লোক প্রবেশ করিতে দেয় না; আপনারাও দেশ ছাড়িয়া অন্য স্থানে যায় না ;—কেবল সময়ে সময়ে কেহ কেহ মহাপ্রস্থান দর্শন করিতে যায়। আমি পূর্ব্বে দুইবার এই গ্রামে আসিয়াছিলাম। অন্য লোকের মধ্যে তোমরাই বোধ হয় প্রথম এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে।"

রাজ্যবাসী সকলেই সলোম-পশুচর্ম্ম-নির্ম্মিত আবরণে স্কন্ধ অবধি জানু পর্য্যন্ত আবৃত। পদদ্বয় স্থূল চর্ম্ম ও চর্ম্মরজ্জুতে দৃঢ়বদ্ধ। অধিকাংশ লোকেরই বক্ষ ও বাহু পর্য্যন্ত লম্বমান শিরস্ত্রাণ আছে। শিরস্ত্রাণগুলি কপালের উপর ও চিবুকের নিম্নে উভয় পার্শ্বে কর্ণ পর্য্যন্ত আবরণ করিয়া রজ্জুদ্বারা বদ্ধ। কেবল পুরুষদিগের শিরস্ত্রাণ ভ্রূদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত। বাসগৃহ সমস্তই পাষাণনির্ম্মিত ,—উপরে প্রস্তরের ঢালু ছাদ; প্রস্তরের সন্ধিস্থানগুলি এক প্রকার লেপনে আবরিত। সকলেরই দশ পনরটী গো, মহিষ ও ছাগ আছে।

রন্ধনশালা, বাসস্থান ও পশুশালা সমস্তই এক গৃহের ভিতর। পথে প্রত্যেক স্ত্রীলোকেই আমাদের গতিরোধের প্রয়াস পাইয়াছিল; স্বামী তাঁহার নিদর্শন প্রস্তর দেখাইয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। দুই তিনটী রমণী তাঁহাকে চিনিল,—তাহারা আমাদিগকে রাজবাটীর দিকে লইয়া চলিল।

এক সুন্দরমূর্ত্তি পুরুষ পথপ্রান্তবর্ত্তী মাঠে পশুপাল মধ্যে বসিয়াছিল; আমাদের সমভিব্যাহারিণী এক রমণী তাহার দিকে সতৃষ্ণ কটাক্ষপাত করিল; অমনি পশুপালক মুখ নত করিয়া শিরস্ত্রাণ টানিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিল।

এক পুরুষ অনাবৃত মস্তকে এক গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সুদীর্ঘ কেশ জাল ও দীর্ঘ শ্মশ্রু সুবিন্যস্ত বেণীবদ্ধ। আমি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ ব্যক্তি অনাবৃত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কেন?"

স্বামী। ইহারা বারপুরুষ :—স্ত্রীলোকেরা দর্শনী দিয়া ইহাদের সহিত আলাপ করিতে যায়। মস্তক ও মুখের পূর্ণ শোভা দেখাইয়া পথিকদিগের চিত্তাকর্ষণ-প্রয়াসে দাঁড়াইয়া আছে।

এক স্থলে এক মুখর পুরুষ ও এক রমণীতে বচসা হইতেছিল। রমণী বলিল,—"তুই সকালে,—আমার গৃহে অনুপস্থিতি-সময়ে,—কোন স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছিলি?"

পুরুষ। সে আমার বাল্যসহচরী। বিবাহের পর পিতার গৃহ হইতে আসিয়া অবধি তাহাকে দেখি নাই। আজ পথে যাইতে ছিল :—আমাকে দেখিয়া দুই একটি কথা বলিয়া গেল। ইহাতে আবার আমার কি অপরাধ?

স্ত্রী। অপরাধ নয়;—তুই অতি পাপিষ্ঠ; আমি বেশ বুঝিতেছি,—তুই বাল্যকালে ব্যভিচারী ছিলি।

পুরুষ। দুইটী কথা কহিয়াই আমার এত অপরাধ হইল?—তুমি যে প্রতিদিন কত পুরুষের সঙ্গে আলাপ কর।

স্ত্রী আরক্ত নয়নে বলিল,—"তুই আর আমি সমান?—আমরা স্ত্রীজাতি, আমাদের সব সাজে; তোরা পুরুষ,— স্ত্রীসেবা তোদের কাজ।"

পুরুষ। আর তোমরা যাহা ইচ্ছা, করিবে;—আমরা মানুষ নয়;—আমাদের দুই হাত, তোমাদের চারি হাত।

স্ত্রী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল,—"দুই হাত কি চারি হাত, তবে দেখ;"—

বলিয়াই অস্ত্র লইয়া মারিল। পুরুষ চীৎকার করিতে করিতে গৃহমধ্যে পলাইয়া গেল।

এই পাহাড়ী জাতি ইউরোপ ও আমেরিকার উজ্জ্বল পূর্ণ সভ্যতাও পরাজিত করিয়াছে—দেখিয়া বিস্ময় জন্মিল। স্বামী বলিলেন,—"ইহাদের ব্যবহার অতি চমৎকার। ইহারা পশুপালন, সামান্য কৃষিকার্য্য বা ব্যবসায় প্রভৃতি উপায়ে যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা স্বয়ং রাখে না। প্রতিদিন সমস্ত আনিয়া রাজা ও তাহার মন্ত্রীর নিকট জমা দেয়। রাজা প্রতিদিন প্রত্যেক প্রজার আহারীয় ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য গৃহে গৃহে পাঠাইয়া দেন। রাজ্যের মধ্যে যাহারা যত অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহারা তত অধিক সম্ভ্রান্ত। সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রতিমাসে চারিদিন করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিতে পায়। যাহারা যুবাবয়সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করে, প্রবীণ বয়সে তাহারা রাজ মন্ত্রী, সেনাপতি, ধনাধ্যক্ষ প্রভৃতির পদ লাভ করে। কেবল পুরোহিতদিগের এই শেষোক্ত অধিকার নাই। রাজা ও সম্ভ্রান্ত লোক ভিন্ন অপর সাধারণের তীর্থযাত্রা বা অন্য কোন উপলক্ষে রাজ্যের বাহিরে যাইবার অধিকার নাই। আট বৎসর অতীত হইল, এই রাজ্যের বৃদ্ধ রমণী-রাজা তীর্থদর্শনে গিয়া আমাকে এই লোহিত প্রস্তর দিয়া আসিয়া ছিলেন। ইহার বলেই আমার এ রাজ্যে ভ্রমণ অব্যাহত। শুনিয়াছি,—দুইবৎসর অতীত হইল, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

গর্ভাবস্থায় চারিমাস ইহারা সকল প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে বিরত থাকে। প্রসবের পর কন্যাগুলি রাজকীয় শিশুবাটিকায় নীত হয়। সেখানে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন। পুত্র সন্তান-দিগের লালন পালনের ভার গৃহমধ্যচারী পুরুষদিগের উপর অর্পিত আছে।

স্বামীর কথায় হাসি জন্মিল। বুঝিলাম,—ভারতভূমি সকল রত্নেরই আকর। সকল বিদ্যা, সর্ব্বপ্রকার শিল্প, সকলরূপ ধর্ম্ম ভারতের স্বর্ণক্ষেত্রে জন্মিয়া ক্রমে দিগ্‌-দিগন্তরে, দেশ দেশান্তরে নীত হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য জাতি সমূহ বোধ হয় আজিও এই পাহাড়ীদের অনুসন্ধান পান নাই;—পাইলে তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রস্ফুটোন্মুখ আচার ব্যবহার এতদিনে বিকচ কুসুমে পরিণত হইত। তবে এইবার ভন বোটলিং দেশে গিয়া যদি গোল মিটাইতে পারেন।

কথায় কথায় আমরা রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইলাম। সাহেব এক প্রস্তর বেদিকায় বসিয়া পুস্তকে নানা কথা লিখিতে আরম্ভ করিলেন;—আমরা রাজসভার দিকে অগ্রসর হইলাম। পাষাণনির্ম্মিত কুটীরের সম্মুখে অনাবৃত প্রদেশে সলোম-পশুচর্ম্মখণ্ডসমূহে রাজা ও সভাসদ্বর্গ মণ্ডলাকারে বসিয়াছেন। এক প্রান্ত দিয়া মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ। মণ্ডলের মধ্যস্থলে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রক্তাক্তশরীরে দণ্ডায়মান। তাহার বিচার হইতেছিল। বৌদ্ধ রাত্রির অন্ধকারে ভ্রমক্রমে গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল ; প্রহরীরা প্রাতঃকালে তাহাকে দেখিয়া বিলক্ষণ প্রহার পূর্ব্বক ধরিয়া রাজসভায় আনিয়াছে। বৌদ্ধ অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া জানাইল,—তাহার কোন অসদভিপ্রায় ছিল না। রাজা ও মন্ত্রিবর্গে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া শেষে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ হইল। তখন বৌদ্ধ কহিল,—"প্রহরীদিগের মোকদ্দমার শেষ হইল, এখন আমার এক মোকদ্দমা আছে। ইহারা বিনা অপরাধে আমাকে প্রহার করিয়াছে ;—তজ্জন্য বিচার প্রার্থনা করি।"

বৌদ্ধের কথায় সকলেই বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। দুইচারি কথার পর রাজা বলিলেন,—"তোমার শরীরে রক্ত অধিক হইয়াছিল ; প্রহরীরা রক্ত মোক্ষণ করিয়া তোমার উপকার করিয়াছে ;—তাহার প্রতিদান স্বরূপ তোমাকে চারি টিপ্‌পা দিতে হইবে।

বৌদ্ধ অগত্যা অর্থদণ্ড দিয়া বাহিরে আসিল। আমরাও রাজসভা ত্যাগ করিয়া সাহেবের নিকট আসিলাম। তাহার পর সকলে একত্র হইয়া মহাপ্রস্থানের পথ ধরিলাম।"

পথে আসিতে আসিতে আমি সাহেবকে সন্ন্যাসীর দুঃখের পরিচয় দিলাম। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন,—"আমি এখনই সেখানে ফিরিয়া গিয়া এই তরবারিতে রাজাকে কাটিয়া তাহার রক্তমোক্ষণের মূল্য আদায় করিব।"

সাহেবকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া আমি বলিলাম,—"আমরা সংখ্যায় দুইতিন জন মাত্র ; তাহাদের লোক অনেক।"

সাহেব সক্রোধদর্পে কহিলেন,—"তুমি আমাকে জান না।—পুস্তকালয় অপেক্ষা রণাঙ্গনে আমার জীবনের অধিক সময় অতিপাতিত হইয়াছে ; আমি এই অসভ্য পাহাড়ীদিগকে ভয় করিব?"

সাহেব যাইতে উদ্যত হইলেন ;—অমনি বৌদ্ধ যুক্তকরে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সাহেব বলিলেন,—"এব্যক্তি কি বলে ?"

আমি। ইহাদের মতে অহিংসা পরম ধর্ম্মসাধন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রার্থনা,—আপনি তাহার জন্য জীবহিংসা না করেন।

সাহেব। এই জন্যই তোমরা বৈদেশিক জাতির ক্রীতদাস।

আমি নীরবে সাহেবের জুতা সহ্য করিলাম। স্বামী সাহেবের উচ্চস্বর তিরস্কারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে স্থূল কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন,—"ভারতবর্ষের লোকদিগের নিজদোষেই তাহাদের এই দুর্দ্দশা। সকল লোকে যদি ভক্তিভাবে দেবতাদিগের পূজা,—তাঁহাদের নিকট অভীষ্টবর প্রার্থনা করে, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাদের অরিষ্টনাশ হয়।

আমি। দেবার্চ্চনাদিতে পারত্রিক মঙ্গল হইবার কথা ;—ঐহিক দুঃখনাশ ত দেখিতে পাই না।

স্বামী। পারত্রিক মঙ্গল আবার কি ? পরলোক কেবল চতুর ব্রাহ্মণ ও পরভাগ্যোপজীবিবর্গের জীবনোপায়,—ধূর্ত্তের দুষ্টাভিপ্রায়-সাধনের মন্ত্র,—পৌরুষহীনের সান্ত্বনা ও আশার স্থল।—চৈতন্যনাশেই দেহের নাশ,—দেহের বিনাশেই চৈতন্যের লোপ হয়। শরীর ব্যতীত ভিন্ন পদার্থ বলিয়া আত্মার কল্পনা কূটতার্কিকতা মাত্র। চৈতন্য শরীর-ধাতুসমূহের সংযোগজাত গুণবিশেষ। দেহের কোন অংশে সেই সংযোগের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইলে,—সেই সেই অংশের চৈতন্য লোপ হয় ;—ইহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর। সেইরূপ সমস্ত শরীরে সংযোগ-ব্যতিক্রম হইলেই মৃত্যু ঘটে। দেবার্চ্চনাদিতে ঐহিক মঙ্গল হয়। আমাদের ঐহিক দুঃখ নাশ ও সুখসম্পাদনের জন্যই ঈশ্বর নানা দেবমূর্ত্তিতে সময়ে সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তিসহকারে সেই সকল মূর্ত্তির আরাধনা করিলে অবশ্যই বিঘ্ননাশ হইবে;—তবে যে দুই এক স্থলে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়, সেখানে অবশ্যই—হয় আন্তরিক ভক্তির অভাব আছে, না হয় প্রার্থয়িতা অন্যান্য কারণে ঈশ্বরের বিরাগভাজন হওয়াতে স্বীয় অভীষ্ট লাভে অনধিকারী ;—অথবা সে ব্যক্তি যাহা কামনা করে, তাহা হয়ত প্রকৃত পক্ষে তাহার মঙ্গলোত্তর নয় ;—কিংবা তাহার পক্ষে মঙ্গলোত্তর

হইলেও হয়ত তাহা ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্টজীবের অনিষ্টসাধক হইবে। ঈশ্বর ভাবী ঘটনা দেখিতে পান ;—মনুষ্য দেখিতে পায় না।

মঠে ফিরিয়া আসিতে বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। বেদানন্দের অনুরোধে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিল ; এবং আহারান্তে সুখাসীন হইয়া আমাদের গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিল। রাজা মহাপ্রস্থানের কথা উল্লেখ করিলেন। বৌদ্ধ সমস্ত শুনিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল,—"এরূপ কাজ করিবেন না। আমাদের শাস্ত্রে মহাপ্রস্থানের উল্লেখ আছে। ইহা নরকের দ্বার ;—ইহার ভিতর অল্পদূর গেলেই প্রথম নরক দেখিতে পাইবেন ; সেখানে কোটি কোটি নরনারী স্ব স্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে,—অনন্ত যাতনায় জ্বলিতেছে। তাহাদের ক্লেশের অবসান নাই। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অগ্নিশিখা চিরকাল তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে।—তাহার পর দ্বিতীয় নরক। সেখানে ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু, যবন ও নাস্তিকদিগের বাস। বাল্য-মৃত এবং উন্মত্তদিগেরও সেই স্থান। সেখানকার ভূমি অত্যুষ্ণ-লৌহময়। সকলে উত্তাপে, তৃষ্ণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে অগ্নিময় লৌহশলাকা সকল তাহাদের চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইতেছে। তবে তাহাদের ক্লেশ ও নরকবাসের অবসান আছে। যে সকল জ্ঞানী ধার্ম্মিক ব্যক্তি বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তৃতীয় নরকে তাহাদের স্থান তোমাদের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ সেই স্থানে ছিলেন। সেখানে অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়—এরূপ আলোক আছে। মৃত্যুর ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি সর্ব্বদা সেখানে বর্ত্তমান। তাহার হস্তে করাল করবাল। অগ্নিময় একমাত্র চক্ষু ললাটের মধ্যভাগে ভয়ানক ভাবে ঘুরিতেছে ;—ভীষণ অগ্নিশিখার ন্যায় সুদীর্ঘ জিহ্বা ওষ্ঠাধর লেহন করিতেছে ; দেহে মাংস বা চর্ম্ম নাই,—কেবল রক্তবর্ণ অস্থিপুঞ্জ ;—তাহার উপর নিবিড়কৃষ্ণ শিরা সকল বিস্তৃত। ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব অবধি সেখানে আর কেহ যায় না।"

বৌদ্ধের কথা শুনিয়া আমার প্রভু বলিলেন;—"স্বর্গের এদিকে প্রথমেই নরক আছে,—তাহা আমি জানি। রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই নরকদর্শন ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা নরকের দূরবর্ত্তী কোন পথ দিয়া যাইতে পারিব। মহাপ্রস্থানের ভিতর প্রবেশ করিলেই দেবরাজ

স্বয়ং আমাদের পথপ্রদর্শক হইবেন।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রস্থানে।

প্রস্থানের নির্দ্দিষ্ট দিবস প্রাতঃকালে আমরা মহাপ্রস্থান গুহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সাহেব আমাদের দ্রব্যসামগ্রী তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনজন পাহাড়ীর স্কন্ধে তুলিয়া দিলেন। গুহামুখ গ্রামের ছয় সাত ক্রোশ দূরে পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। আমরা ভারবাহকদিগের অবলম্বিত পথে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পথ ক্রমেই অধিকতর দুরারোহ হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে অনতি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল অন্য পর্ব্বতের দেহ হইতে বাহির হইয়া শূন্যে দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে গভীর গহ্বর সকল আমাদের সম্মুখে পথরোধ করিয়া রহিয়াছে। অনেক বার হিমানীরাশির উপর স্খলিতপদে পতিতপ্রায় হইলাম। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ড সকল আমাদের পদ-দলনে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নীচে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল;—প্রায় প্রতিবারেই আমাদিগকেও পতনোন্মুখ করিল। বেলা দশটার পর পথের আকার আরও পরিবর্ত্ত হইল। এক পর্ব্বতের উপর সমানভাবে উন্নত আর এক পর্ব্বতের উপর দিয়া আমাদের পথ। এক পাহাড়ী ভার নামাইয়া অনেক যত্নে একটু উপরে উঠিল। তাহার পর আপনার দীর্ঘ যষ্টির এক প্রান্ত স্বয়ং ধরিয়া নীচে ঝুলাইয়া দিল। তাহার এক সঙ্গী যষ্টির অপর প্রান্ত ধরিয়া ভারস্কন্ধে সঙ্কুচিত বক্রদেহে পর্ব্বতের গাত্রে পদক্ষেপ করিতে করিতে উপরে উঠিল। তাহার পর তৃতীয় পাহাড়ী। তৎপরে আমরা একে একে উপরে উঠিলাম। পর্ব্ব-তের উপরে উঠিতে আমাদিগকে অন্ততঃ দশ বার এইরূপ প্রক্রিয়া করিতে হইয়াছিল।

ভয়ানক পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর বেলা চারিটার সময় আমরা গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ীরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর মূল্য লইয়া বিদায় হইল।

মহাপ্রস্থান শৃঙ্গ চিরহিমানী-সমাচ্ছন্ন। শৃঙ্গের দৈর্ঘ্য ৫০০। ৬০০ হাতের অধিক হইবে না। শৃঙ্গের নিম্ন ভাগে বিস্তৃত গুহামুখ। গুহার ভিতর ভিন্ন রাত্রি-যাপনের স্থান নাই—দেখিয়া বিশ্রামাদির পর আমরা সমস্ত দ্রব্য গুহার ভিতর লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। গুহামুখের পরিধি প্রায় তিন শত হাত। ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম,—গুহার পরিধি নীচে ক্রমেই অল্প হইয়া গিয়াছে। গভীরতা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। সাহেব বলিলেন,—প্রায় ৪০০ হাত। তখন গুহার নিম্নভাগ অন্ধকারময় ছিল। অন্তস্তল অবধি দেখা গেল না বলিয়া সাহেবের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না।

আমাদিগকে এই তুষারময়, জনমানবহীন স্থানে রাখিয়া সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতমালার অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন। তাঁহার নিস্তেজ পীতালোক আমাদিগকে ত্যাগ করিল। আমরা গুহার মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া একটু অন্তরে শয়ন করিলাম। করুণাময়ী নিদ্রা এত দূরে,—এই পর্ব্বতগুহায় আসিয়া আমার শ্রমক্লিষ্ট অঙ্গ সকল অমৃতসিঞ্চনে সুস্থ করিলেন।

প্রাতঃকালে বোটলিং ও রাজার কথায় নিদ্রা ভাঙ্গিল। গুহার বাহিরে আসিবামাত্র প্রকৃতির অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পড়িল। সূর্য্যের সুবর্ণ-কর হিমালয়ের শুভ্রকিরীট-মণ্ডিত মস্তকে বিরাজ করিতে ছিল। অত্যুচ্চ, অপূর্ব্ব হীরকস্তূপ সমূহের মুকুট মাথায় পরিয়া, চারিদিকে উজ্জ্বল কিরণরাশি ছড়াইয়া হিমালয় রাজরাজেশ্বরের ন্যায় শোভিতে ছিল। আমার সমীপবর্ত্তী গিরিনির্ঝর সূর্য্যকর অঙ্গে মাখিয়া বিচিত্র বর্ণের মণি মাণিক্য সকল আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষাররাশির ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতলোমাবৃত ছাগলের দল পর্ব্বতের গহ্বর ত্যাগ করিয়া সম্মুখে প্রমোদ-নৃত্য করিতে লাগিল। আমি মোহিতচিত্তে দেখিতেছি,—দেবীপ্রসাদ আমাকে ডাকিলেন।

ভিতরে আসিয়া দেখি,—বোটলিং গুহার মুখে এক বৃহৎ হুক পুতিয়া তাহার উপর দিয়া শণ ও রেসম নির্ম্মিত রজ্জু ঝুলাইয়াছেন, এবং আপনি একটা বোঝা পৃষ্ঠে বাঁধিয়া নীচে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমার প্রভু আর এক বোঝা লইয়া সাহেবের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তৃতীয় বোঝা আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট।

আমাদের নিকট প্রায় এক মাসের আহারীয় ও তিন চারি দিন চলিতে পারে এরূপ জল ছিল। আর অধিক জল লইয়া যাওয়া আমাদের সাধ্যা-

তীত। সাহেবের মতে তাহার প্রয়োজনও নাই। তিনি বলিলেন,—"পর্ব্বতের ভিতর যথেষ্ট জল পাওয়া যাইবে।"

বেলা প্রায় একটার সময় আমি গুহার তলে অবতীর্ণ হইলাম। তখন বোটলিং যন্ত্রাদি বাহির করিয়া তাঁহার পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফল খাতায় লিখিতে ছিলেন।—রাজা প্রসন্নমুখে এক গাঁঠরির উপর উপবিষ্ট। শ্রান্তিতে আমি অবশপ্রায় হইয়াছিলাম,—নামিয়াই ঊর্দ্ধমুখে শুষ্কপ্রস্তরশয্যায় শয়ান হইলাম। উপরে মহাপ্রস্থানের মুখ দৃষ্ট হইল। তাহার উপর উজ্জ্বল নীল আকাশের স্বল্পায়তন চক্রমণ্ডল। দুই একটী বৃহৎ পক্ষী—সুনীল সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়—আকাশে ভাসিতে ভাসিতে দৃষ্টি পথে আসিল;—আবার দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল।

এই সময়ে দেবীপ্রসাদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গুহার তলে দুইটি বড় বড় ছিদ্র ছিল;—রাজা উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী ছিদ্রের নিকট দাঁড়াইয়া পাষাণভিত্তির দিকে চাহিয়া আছেন এবং উল্লাসে নানা প্রকার শব্দ করিতেছেন। সহসা এরূপ ভাবান্তরের কারণ বুঝিলাম না। তিনি মুখ না ফিরাইয়াই উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। নিকটে আসিয়া দেখি,—ছিদ্রের মুখের নিকট পাষাণ ভিত্তিতে স্পষ্ট নাগরাক্ষরে লেখা আছে :—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।"*

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গিরিগহ্বরে।

মনের উল্লাসে পরিশ্রম, ক্লান্তি, ক্ষুধা—সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। তখনই গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিবার প্রস্তাব করিলাম। রাজা বলিলেন,—"স্বর্গের দ্বারে আসিয়া বিলম্ব করা অনাবশ্যক! চল,—আমি প্রস্তুত আছি।"

গহ্বরের ভিতর চাহিয়া দেখিলাম। অন্য সময়ে গহ্বর দেখিয়া লোমহর্ষণ হইত। বস্তুতঃ পৃথিবীতে বোধ হয় এরূপ লোক অল্প আছেন, যাঁহারা

* সাধারণ বিদিত অর্থ ব্যতীত এই শ্লোকপাদের নিম্নলিখিতরূপ অর্থও হইতে পারে;—ধর্ম্ম = যুধিষ্ঠির। গুহার ভিতর গেলে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান গমনের ফল জানা যাইবে।

স্থিরচিত্তে, স্থিরপদে সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। যতই সাহসী হউন, তাঁহার হৃৎকম্প হইবে। কূপের ন্যায় সমান ভাবে গভীর সেই গিরি-গহ্বর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রস্তর খণ্ড সকল আমাদের দাঁড়াইবার স্থল-স্বরূপ হইয়া কূপের পার্শ্বে বাহির হইয়াছে। গাঢ় অন্ধকার ও অল্প আলোক একত্র মিশিয়া তাহার ভিতর আধিপত্য করিতেছে। আমি সাহেবের অনুকরণে এক বৃহৎ রজ্জু গহ্বরের মুখস্থিত এক উন্নতমস্তক প্রস্তরের উপর দিয়া নীচে ঝুলাইয়া দিলাম। দেবী-প্রসাদ অগ্রে নামিলেন। সাহেব তখন চঞ্চল মনে, অস্থির পদে, অস্পষ্ট স্বরে, নূতন ভাষায় কি বলিতে বলিতে বেড়াইতেছিলেন। আমি ডাকিলাম ;—তিনি শুনিলেন না। আবার উচ্চস্বরে ডাকিলাম ;—এবার চাহিলেন ;—বলিলাম,—"আসুন, নীচে যাওয়া যাউক।" সাহেব অন্যমনে আমার নিকট আসিলেন।

দেবীপ্রসাদ তখন নীচে নামিয়া এক প্রস্তর খণ্ডের উপরে দাঁড়াইয়াছেন। আমরা একে একে সকলে একত্র হইলাম। রাজা এক প্রান্ত টানিয়া উপর হইতে দড়া খুলিয়া লইলেন। পুনর্ব্বার উপরে উঠিবার চিন্তা তখন কাহারও মনে আসিল না।

আর এক বার এইরূপে নামিয়া আমরা একবারে আলোকের অধিকার অতিক্রম করিলাম। সাহেব তাঁহার তাড়িতালোক প্রস্তুত করিয়া স্কন্ধে ঝুলাইলেন। সমস্ত গহ্বর সেই উজ্জ্বল আলোকে উজ্জ্বল হইল। একটু বিশ্রামের পর আবার একবার নামিয়া আমরা কূপের পার্শ্বে থাকিবার উপযোগী একটু স্থান পাইলাম। আহারাদির পর প্রগাঢ় নিদ্রায় রাত্রি অতিপাতিত হইল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে আবার আমরা পূর্ব্ববৎ কূপের নীচে নামিতে লাগিলাম। পূর্ব্বদিনের ন্যায় আবার কূপের পার্শ্ববর্ত্তী গহ্বরে রাত্রিযাপন করিতে হইল। তৃতীয় দিবস এইরূপে নামিয়া আমরা অবশেষে গুহাতলে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানের পরিসর অধিক নয়; ছয় সাত ব্যক্তি শয়ন করিলে আর স্থান থাকে না। সাহেব নীচে আসিয়াই বলিলেন,—"আমরা গ্রানাইট প্রস্তরের সীমা অতিক্রম করিয়া অঙ্গারের স্তরে আসিয়াছি।"

এই স্থানে আমাদের ভয়ানক জলকষ্ট অনুভূত হইতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে

যে জল ছিল, গত চারি দিনে তাহা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়াছিল। সাহেব বলিয়াছিলেন,—কূপের নীচে নামিলেই জল পাওয়া যাইবে; সে আশাও এখন বিফল হইল; কূপের নীচে কোন স্থানে জল পাইবার সম্ভাবনা দেখা গেল না। নিরাশা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা আরও বাড়িল। আমি কিছুমাত্র আহার করিতে পারিলাম না। সাহেব তাঁহার অভ্যাসানুসারে অত্যুগ্র লোহিত পানীয়ে একরূপ তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। এক একটী মাত্র বেদানা আমার ও রাজার শুষ্ককণ্ঠ ও জিহ্বা কথঞ্চিৎ সিক্ত করিল।

রাজা ও সাহেব উভয়েই শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; আমার নিদ্রা আসিল না। শয়ন করিয়া কর্ত্তব্যচিন্তায় ব্যাপৃত হইলাম। আমরা ক্রমাগত উপরের রজ্জু খুলিয়া নামিয়া আসিয়াছি। এখন উপরে যাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের অধিষ্ঠানভূত গহ্বর দক্ষিণ দিকে ক্রমে ঢালু হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। আমরা চিরজীবনের জন্য ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছি!—আর কতদিনই বা জীবিত থাকিব?—জলাভাবে দুই তিন দিনের মধ্যেই এ দেহের পতন হইবে। আবার ভাবিলাম,—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এখন কেবল মৃত্যুই আমার হৃদয়বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে অল্প তন্দ্রাভিভূত হইলাম। তন্দ্রাভঙ্গে দেখি,—সাহেব ও দেবীপ্রসাদ প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন। তৃষ্ণা ও অনিদ্রাবশতঃ আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহ হইয়াছিলাম; তথাপি শূন্যহৃদয়ে, মন্থরপদে বোঝা লইয়া তাঁহাদের অনুগামী হইলাম। আমাদের পথ নদীতীরের ন্যায় ঢালু হইয়া দক্ষিণ মুখে চলিয়া গিয়াছে। পথের পরিসর পাঁচ হস্তের অধিক নয়। নীচে, উপরে, উভয়পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ দৃঢ়বদ্ধ পাষাণরাশি। সাহেবের উজ্জ্বল তাড়িতালোক এখানে নিতান্ত নিষ্প্রভ, নিতান্ত অনুজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইলেও, আজি শরীর ক্রমে অধিকতর অবশ এবং মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। প্রায় আট ঘণ্টার পর আমরা এই সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া এক প্রশস্ত গহ্বরে উপস্থিত হইলাম। সাহেব বলিলেন,—"আমরা হীরকস্তরে আসিয়াছি।"

সাহেবের স্কন্ধস্থিত তাড়িতালোক তখন গুহামধ্যে শত সূর্য্য প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার কথায় চারিদিকে চাহিলাম;—চক্ষু ফিরিল না। ক্ষণকালের জন্য সকল ক্লেশ, সমস্ত যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইল। সমস্ত গুহা উজ্জ্বল মধুর আলোকময়,—অপূর্ব্ব শোভাময়। সাহেব বলিলেন,—"তুরস্কের রাজসভা ইহার নিকট কি তুচ্ছ পদার্থ;—আমরা আজি পৃথিবীর সকল রাজা অপেক্ষা অধিক ধন সমৃদ্ধিতে পরিবৃত। হীরকময় গৃহে, হীরক-আসনে আজি আমাদের শয্যা। আজি যদি পৃথিবীর অর্থদাসদিগকে এই স্থান দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাদের ধনসংসর্গজনিত গর্ব্বের হ্রাস হইয়া পৃথিবীর উপকার হইত।"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"হরিচরণ,আমরা স্বর্গের সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। এস্থান স্বর্গের বহির্দ্দেশমাত্র। ইহার পর যখন স্বর্গের ভিতর প্রবেশ করিবে, তখন বলিবে,—এই ক্লেশ, এই পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হইল; তখন বুঝিবে,—তুমি কিরূপ ভাগ্যবান্ পুরুষ। দুঃখের বিষয় এই,—মহিষী ও মনিয়া আমাদের ন্যায় সশরীরে স্বর্গলাভ করিতে পারিলেন না; পারিলে কতই সুখী হইতাম—বলিতে পারি না। স্বর্গে তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে বটে, কিন্তু তাঁহারা আমাদের ন্যায় সুখভোগ করিতে পারিবেন না।

সাহেব তখন যন্ত্রাদি খুলিয়া আপনার খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলাম, লিখিয়াছেন—

সোমবার, ৪ঠা আগষ্ট, ১৮৬৮।

ক্রনোমেটর—রাত্রি আটটা, ২০ মিনিট।

ব্যারোমেটর —৩০ ডিগ্রী।

থারমামেটর—৪৫ ডিগ্রী।

গন্তব্য পথের দিক—দক্ষিণ পূর্ব্ব।

পথের ঢালুতা—প্রতি মাইলে ১৬০ ফুট।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমরা সর্ব্বশুদ্ধ কত নীচে আসিয়াছি?"

সাহেব। দশ হাজার ফুট। আমরা সমুদ্রের সম-সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের জলকষ্টের অবসান হইয়াছে। কল্য নিশ্চয়ই জল পাওয়া যাইবে। কিন্তু এখন অবধি আমাদিগকে অধিকতর বায়ুর ভার বহিতে হইবে।

আমাদের বোঝার ভারও ক্রমে বাড়িবে। আর ব্যারোমেটরে চলিবে না। তৎপরিবর্ত্তে ম্যানোমেটর বায়ুর ভার দেখাইবে।

দেবীপ্রসাদ আহারাদির উদ্যোগ করিলেন। আমি বলিলাম,—"আপনি আহার করুন;—আমি কিছু খাইব না।"

রাজা। কেন?

আমি। জলাভাবে আমার শরীর সম্পূর্ণ রসশূন্য হইয়াছে;—এখন আর শুষ্ক চিড়া ও মিষ্টান্ন গলাধঃকরণ হইবে না।

রাজা। বেদানা আছে।

আমি। যাহা সম্বল আছে, তাহাতে আজি চলিতে পারে। কল্য কি হইবে?

রাজা। সে উপায় দেবতারা করিবেন। আমরা ক্ষণমাত্রও তাঁহাদের দৃষ্টির বাহিরে নই। অনর্থক দুশ্চিন্তায় প্রয়োজন নাই।

রাজার অনুরোধে কিঞ্চিৎ আহার করিলাম; এক পোয়া বেদানার রস আমার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিল না।

প্রাতঃকালে আবার সকলে নিয়মিত যাত্রায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া রাজা মৃদুস্বরে বলিলেন,—"যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান যাত্রায় এত অধিক কষ্ট হয় নাই। এখন বোধ হইতেছে,—সাহেবকে সঙ্গে আনিয়াই আমাদের এই ভীষণ ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে;—দেবতারা আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। পবিত্র-ভূমি ত্রিদশালয়ে যবনের স্থান নাই।"

আমি উত্তর করিলাম না। তখন সর্ব্বশরীর যেন জ্বলিতেছিল। পদগ্রন্থি সকল অবশপ্রায়;—চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি নির্গত হইতেছে। কত বার পদ স্খলন হইল; কত বার দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অশ্রুজল মিশাইলাম;—আবার সঙ্গিগণের অনুসরণে চলিলাম। সে যন্ত্রণা ও মনের নিরাশা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। কতবার বহু-জলাশয়া জননী বঙ্গভূমি,—শীতল-বাহিনী গঙ্গার বক্ষঃস্থল-বিলাসিনী কাশী মনে পড়িল;—তৃষ্ণা ও শারীরিক যন্ত্রণা দশগুণ বৃদ্ধি হইল। অবশেষে বেলা দুইটার সময় চেতনাশূন্য-দেহে, ঘূর্ণিতমস্তকে ভূতল-শায়ী হইলাম।

সাহেবের তীব্র লোহিত জলের সহায়তায় মোহভঙ্গ হইল।—সুরাসেবনে

শরীর আরও বিকৃত হইয়াছে। মস্তক, শরীর, পর্ব্বত—সমস্ত ঘুরিতেছে।—যেন জ্বলন্ত অনলের মধ্যে দগ্ধ হইতেছি। নিতান্ত কাতর ভাবে বলিলাম,—"প্রাণ যায়।"—আর কথা আসিল না; চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

দেবীপ্রসাদ আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর নিতান্ত অস্ফুট-ভাবে কর্ণে প্রবেশ করিল;—কিছুই বুঝিলাম না। চাহিয়া দেখিলাম,—আমার দয়ালু প্রভু বেদানা ভাঙ্গিয়া আমার মুখে দিতেছেন।—দেখিয়াই দেহে নূতন বল,—নূতন আশার সঞ্চার হইল। রাজা বলিলেন,—"হরিচরণ, কল্য আহারের সময় তোমার প্রদত্ত বেদানার মধ্যে একটি লুকাইয়া রাখিয়া ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম,—যখন তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইবে, তখন তোমাকে দিয়া সুস্থির করিব। পথে আসিতে আসিতে কতবার মনে হইয়াছে,—ভাঙ্গিয়া ভোজন করি; আবার প্রতিবারই নিবৃত্ত হইয়াছি;—পিপাসায় হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও ভাবী বিপদের জন্য রাখিয়াছিলাম;—তাই এখন তোমার জীবন রক্ষা হইল।

রাজার দয়া ও স্নেহ দেখিয়া আমার চক্ষুতে জল আসিল। তৃষ্ণা দূর হইল;—সবলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সুরার মাদকতা তখনও আমাকে ছাড়ে নাই;—স্খলিতপদে সহচরদিগের অনুবর্ত্তী হইলাম। সমস্ত দিন চলিয়াও জল পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। সাহেবের হিসাব মত রাত্রি আটটার সময় সকলেই কাতর হইয়া অগ্রেসরণে নিবৃত্ত হইলাম।

সমস্ত রাত্রি ভীষণ যাতনা। প্রাণ বাহির হইয়াও হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়িনী তন্দ্রা আসিয়া আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। তাহার শেষ আক্রমণের সময় স্বপ্ন আমাকে গৃহচিত্র দেখাইল। দেখিলাম,—আমাদের বাগানে সরোবরের সোপানে পিতা, মাতা, পরিজনবর্গ সকলে বসিয়া আছেন। যোগমায়াও উপস্থিত। নানা প্রকার শীতলরস সুস্বাদ ফল মূল ও সুমিষ্ট পানীয় আমাদের সম্মুখে সজ্জিত। আমি তৃষ্ণাতুর হইয়া সরোবরের জলে ঝাঁপ দিলাম;—জল শীতল নয়;—অতৃপ্ত-দেহে, অতৃপ্ত মনে বেগে সোপানের উপর উঠিলাম;—সেখানে সজ্জিত সেই সমস্ত পানীয় ব্যগ্রভাবে মুখে ঢালিয়া দিলাম।—যেন অত্যুগ্র বিষে মুখ, জিহ্বা, কণ্ঠ, বক্ষঃ দগ্ধ হইয়া গেল। এমন সময় সহসা পশ্চিম দিকে প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিল;—সহসা কতকগুলি রক্তকায় ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ আসিয়া আমাকে সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক

চলিয়া গেল। আমি উচ্চৈঃস্বরে পিতাকে ডাকিলাম;—তিনি তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। আত্মীয় পরিজনবর্গকে ডাকিলাম,—তাঁহারা রোষ-কষায়িত চক্ষে চাহিয়া, একটু বিকট হাসিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। শেষে যোগমায়া;—"যোগ, রক্ষা কর, এক বিন্দু জল দাও, প্রাণ যায়!"—যোগমায়া নড়িল না, উঠিল না। তখন লজ্জার মাথা খাইয়া অকৃতজ্ঞ সন্তান মাতার দিকে চাহিল। স্নেহময়ী জননীর মন ব্যথিত হইল। তিনি স্তনের ক্ষীরধারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন;—দেখিতে দেখিতে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল;—শরীর শীতল হইল; কিন্তু পিপাসা কমিল না। কাতরমনে জননীর চরণধারণে অগ্রসর হইলাম,—দেখি, সম্মুখে দাঁড়াইয়া মোহন-সন্ন্যাসিবেশে মনিয়া।—তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলাম;—অমনি তন্দ্রা পলাইল। চারিদিকে চাহিলাম;—সাহেবের ঘড়ি তাড়িত আলোকে দেখাইয়া দিল,—বেলা আটটা বাজিয়াছে।

আবার প্রস্থানোদ্‌যোগ। মৃত্যু নিশ্চিত;—তথাপি আজি এই আসন্ন মৃত্যুমুখে আমার জীবনাশা অতি প্রবল। আশা ধীরে ধীরে আসিয়া অমৃতবর্ষী মধুরস্বরে আমাকে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিল। স্বপ্নের কথা ভাবিতে ভাবিতে মৃদুপদে সঙ্গীদিগের অনুগামী হইলাম।—কিয়ৎক্ষণ আসিয়া আর পা চলে না। আবার নিতান্ত অচল ও অবশ হইয়া ভূতল গ্রহণ করিলাম। রাজাও আমার ন্যায় কাতর;—তিনি আমার পার্শ্বশায়ী হইলেন। পৃথিবীর গর্ভে প্রস্তরাসনে আজি আমাদের মৃত্যুশয্যা।

সাহেব বলিলেন,—"আমরা হীরকের স্তর অতিক্রম করিয়াছি;—নিশ্চয়ই এখানে জল পাইব। তোমরা এখানে থাক,—আমি অগ্রসর হইয়া দেখি।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। রাজা নিরাশ হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। আমি প্রস্তর ভিত্তিতে মাথা রাখিয়া মুদ্রিতনেত্রে স্থিরভাবে মৃত্যুর করে দেহ সমর্পণ করিলাম। চিন্তাবেগ ক্রমে একটু হ্রাস হইয়া আসিল। সেই অবস্থায় প্রস্তরের ভিতর যেন নির্ঝরের শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে শুনিলাম;—জলের শব্দ বলিয়া স্থির প্রতীতি জন্মিল। অমনি হৃদয়ের নির্ব্বাণপ্রায় আশাদীপ আবার জ্বলিল। উঠিয়া বসিলাম; বলিলাম,—"জলের শব্দ।"

রাজা। কোথায়?

আমি। এই প্রস্তরভিত্তিতে কর্ণ রাখিয়া দেখুন।

রাজা আমার উপদেশ মত শুনিয়া বলিলেন,—"নিশ্চয়ই নির্ঝরের শব্দ;— চল, নিকটেই জল আছে।"

তখন দেহে নূতন জীবন আসিল। নূতন বল সংগ্রহ করিয়া উঠিলাম। দেখি,—সাহেব আসিতেছেন। তাঁহার চক্ষু প্রফুল্ল, মুখ প্রসন্ন। বুঝিলাম,—জল দেখিয়া আসিয়াছেন। সাহেব নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"অল্প দূরেই জল আছে;—আমি নির্ঝরের শব্দ স্পষ্ট শুনিয়া আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"আমরাও এই প্রস্তরভিত্তিতে কর্ণ রাখিয়া জলের শব্দ শুনিয়াছি।"

সাহেব। এই প্রস্তর শব্দ-পরিচালক। তাহাতেই দূরের শব্দ বহন করিতেছে।

ক্রমে জলের শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। আমরা আশার কথা শুনিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল চলিয়া আসিলাম। এক স্থানে জলকল্লোলের শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট,—অতিশয় উচ্চ। আর একটু অগ্রসর হইলাম;—শব্দ কমিতে লাগিল। আবার পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। নিকটেই নির্ঝর আছে—স্পষ্ট প্রতীত হইল; কিন্তু শুষ্ক প্রস্তরময় পথ ও প্রাচীর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সাহেব বলিলেন,—"এই পাষাণভিত্তির অপর পার্শ্বে নির্ঝর আছে।"

আমি সাহেবের দীপাধার লইয়া ঊর্দ্ধে, নীচে, চারিদিকে,—বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলাম। কোন স্থানে একটি মাত্রও ছিদ্র নাই। আবার আশাদীপ নির্ব্বাণ হইল। ভাবিলাম,—জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইবারও অধিক বিলম্ব নাই।

দেবীপ্রসাদ আমার নিকট শয়ান হইয়া দেবরাজের নাম ডাকিতে,—তাঁহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাহেব কোন কথা না বলিয়া এক সূক্ষ্মমুখ লৌহদণ্ড হস্তে, প্রস্তরে কাণ রাখিতে রাখিতে কষ্টে কিয়দ্দূর বাহিয়া উঠিলেন এবং যে স্থানে শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট, সেই স্থান বিদীর্ণ করিবার প্রয়াসে আঘাত আরম্ভ করিলেন।—এক ঘণ্টারও অধিক সময় কঠোর পরিশ্রমের পর প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ ছিদ্র দিয়া সহসা প্রবলবেগে জলধারা বাহির হইল;—সাহেবকে সিক্ত করিয়া, পথের অপর ভিত্তিতে আহত হইয়া শীতল জলধারা বহিল।

দেবীপ্রসাদ হর্ষোৎফুল্ললোচনে বলিয়া উঠিলেন,—"সত্যযুগে ভগীরথ তপস্যাবলে স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করেন।—আজি আপনি হিমালয় ভেদ করিয়া জলধারাদানে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন।"

সুশীতল জল পান করিয়া,—অঙ্গে মাখিয়া শরীর সুস্থ ও সবল হইল। আমরা চিড়া ভিজাইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলাম;—আহার করিতে করিতে দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"হরিচরণ, ধর্ম্ম কুক্কুরবেশে যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা লইয়াছিলেন;—এখন যবনমূর্ত্তিতে আমার পরীক্ষা লইতেছেন। আমি বেশ বুঝিয়াছি,—সাহেব সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। পাণ্ডবের ন্যায় আমিও এত দিন উহাকে চিনিতে পারি নাই;—যবন বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি।—তাহাতেই এই অসহ্য যাতনা সহিতে হইল। এখন অবধি আর আমাদের কোন প্রকার কষ্ট হইবে না।"

সাহেব কিয়দ্দূরে বসিয়া একমনে খাতায় লিখিতেছিলেন। রাজার কথা তাঁহার কর্ণে স্থান পাইল না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভূ-বিহারে।

জলস্রোত সমানভাবে বহিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"জলের মুখ বন্ধ না করিলে আর কখনই জলকষ্ট হইবে না; ক্রমাগত আমাদের গন্তব্য পথে প্রবাহ বহিবে।"

সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"আজি এক নূতন নদীর সৃষ্টি হইল। ইহার নামকরণ আবশ্যক। আমার প্রস্তাবানুসারে ইহার নাম 'হরিচরণ নদী' হউক।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"সৃষ্টিকর্ত্তার নাম অনুসারে বরং ইহার নাম বোটলিং নদী হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় লোকেরা এখন বিদেশীয় জাঁকাল নামের অধিক গৌরব করে। তাহারা এ নাম সাদরে গ্রহণ করিবে।"

সাহেব। না;—আমার এই ভূগর্ভে বিজ্ঞান-ভ্রমণের প্রথম সম্মান তোমারই হইল।—তুমি অদ্যাবধি অমর হইলে।

দেবীপ্রসাদ আমাদের যাবনিক কথা বুঝেন না,—বুঝিতে প্রয়াসও নাই। সাহেব যখন উদারভাবে প্রবল পরার্থবৃত্তির পরিচয় দিতে ছিলেন, তখন আমার প্রভু প্রফুল্ল মুখে বসিয়া মুদ্রিতনয়নে গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমি অনর্থক সাহেবের সহিত বিবাদ না করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অলৌকিক সম্মান গ্রহণ করিলাম।

আমরা সে দিন সকলেই সেই স্থানে বিশ্রামার্থ অতিপাতিত করিতে সংকল্প করিলাম।—স্বর্গসুখচিন্তা ও মহাভারতে সন্ন্যাসীর, অতুল-কীর্ত্তিলাভাশা ও যন্ত্রাদিতে সাহেবের, এবং গৃহচিন্তা, গৃহদেবীচিন্তা এবং তদানুষঙ্গিক দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুজলে আমার দিবস অতিপাতিত হইল।

আজি এই গিরিগহ্বরে যোগমায়ার সেই রুধিরাক্ত দেহ মনে পড়িল। তাহার সেই অতুল অসীম প্রেম,—তাহার স্বার্থত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জনের কথা ভাবিলাম;—তাহার সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস;—তাহার সতী ধর্ম্ম,—বিপদে ধৈর্য্য, সতত ক্ষমা, অমানুষ মনের বল,—আর সন্ন্যাসিবেশে সেই মোহন মূর্ত্তির সেই মনোহর শোভা;—সেই অমৃতময় প্রসন্ন মুখখানি—

তার পর তাহার বর্ত্তমান অবস্থা,—তাহার সেই জীবনের সেই পরিণাম! উঃ! প্রাণের ভিতর আর ধরিল না;—"কোথায় আমার যোগমায়া—তুমি কোথায়?—তুমি হয়ত তোমার পবিত্র প্রণয়ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছ;—একবার দেখিলে না—এই ঘোর নারকী কিরূপে তোমার প্রণয় ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করিল।"—আর মনিয়া—সেই নবনীতকোমল মল্লিকামুকুল-সুকুমার, পবিত্র নিষ্কলঙ্ক মুখ খানি!—আর ভাবিতে পারিলাম না।—মাথা ঘুরিল,—হিমালয়ের গহ্বর ঘুরিল, জগৎ সংসার ঘুরিল;—মনে বাহিরে, চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকারের ভারে প্রপীড়িত হইয়া সংজ্ঞাহীনের ন্যায় শয়ান রহিলাম।

প্রভাতে ক্ষীণপদে ক্ষুন্নমনে সঙ্গিগণের অনুবর্ত্তী হইলাম। ক্ষুদ্র নদ হরিচরণ আমাদের চরণ প্রক্ষালন করিয়া কলনিনাদে পথ দেখাইয়া চলিল। অল্প-সলিল-বাহিনী তরঙ্গমালার উপর দিয়া চলিতে ক্রমে মন আনন্দে পূর্ণ হইল;—শরীরে বল আসিল। বহুদূর চলিয়াও পথের ক্লেশ জানিতে পারিলাম না।

এইরূপে তিন দিবস অতীত হইল। জর্ম্মাণের গণনানুসারে আমরা নদী-

মুখ হইতে ৪০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে আসিয়াছি। গণনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা হিমালয়ের সীমায় নেপালের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। শত শত নগনদী ও ক্ষুদ্র পর্ব্বত এবং বহুজনপূর্ণ গ্রাম সকল আমাদের মস্তকের উপর রহিয়াছে। কত শত উচ্চ পাষাণময় অট্টালিকা আমাদের মস্তকের উপর দণ্ডায়মান। কত শত মনুষ্য আনন্দে বিচরণ করিতেছে;—আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতেছে;—আর দেখিতেছে,—তাহাদের মাথার উপর চন্দ্র সূর্য্য অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে,—রাত্রিতে নবীন নীলাম্বরের উপর অসংখ্য ছোট বড় হীরার খণ্ড ছড়ান রহিয়াছে,—নবীন নীরদ মালা মধ্যে মধ্যে ছায়া ও জল দান করিতেছে।—আর আমরা গিরিগহ্বরে অন্ধকারে বিচরণ করিতেছি;—কঠিন পাষাণময় ভূমি আমাদিগকে পৃথিবী হইতে পৃথক্ করিতেছে।

পর দিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি,—যেন দক্ষিণ দিকে অল্প আলোক প্রকাশ পাইতেছে;—অতিপ্রত্যূষে গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট শুক্রতারার আলোকের ন্যায় অন্ধকারমিশ্রিত ক্ষীণালোক আমাদের পথের শেষ সীমায় দেখা যাইতেছে। মনে করিলাম,—পর্ব্বতের কোন ছিদ্রপথে পৃথিবীর আলোক আসিতেছে। অনেক দিনের পর,—এক সপ্তাহেরও অধিক কাল এই অন্ধকূপে বাসের পর সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাইব বলিয়া মন পুলকিত হইয়া উঠিল। বন্দীর ন্যায় এই অতি অল্পপরিসর, গাঢ়তিমিরাবৃত স্থানে বাস করিয়া মনের বিরক্তি ও অবনতি জন্মিয়া ছিল।—আজি হয়ত অনন্ত বিস্তৃত নীলনভোমণ্ডলের একদেশ দৃষ্টিপথে পড়িবে। মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছি,—দেবীপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল;—তাঁহাকে বলিলাম। তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"নিশ্চয়ই আমরা স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি; সেই স্থানের দিব্য আলোক দেখা দিয়াছে,—এবং মন্দাকিনীর জলকল্লোল-শব্দ শুনা যাইতেছে।"

রাজার সোৎসাহ উচ্চ বাক্যে সাহেবেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া বলিলেন,—"কই জলের শব্দ!—তবে বোধ হয় সমুদ্রের জলকল্লোল।—আমরা ঐরূপ শব্দে চিরাভ্যস্ত। বায়ুবেগে সমুদ্রের তরঙ্গমালা বেলাভূমিতে আঘাত করিলে দূরে এইরূপ শুনায়।"

রাজা সাহেবের কথা না বুঝিয়া বলিলেন,—"স্বর্গে চিরবিরাজমান-বসন্তের সহচর মলয়বায়ু সুরনদীর সাহচর্য্য করিতেছে।"

সাহেব রাজার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—"সমুদ্রের জলকল্লোল-শব্দ—তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। বোধ হয় ভারতমহাসাগরের কোন ভূগর্ভ-প্রবাহিত শাখা এস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

আমি বলিলাম,—" কোথায় আবার জলকল্লোল শুনিলেন? তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক আবার শুনিলেন। শেষে রাজা বলিলেন,—"এখন বুঝা যায় না। কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন,—"যদি নিকটে সাগর শাখা দেখা যায় তাহা হইলে তাহার নামকরণ আবশ্যক হইবে;—এক খানি ম্যাপও প্রস্তুত করিব।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আমার প্রস্তাব,—সেই সাগরের নাম বোটলিং সাগর হইবে।"

আমরা প্রস্থানের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলাম। ব্যস্ততায় রাজার নিয়মিত প্রভাতকৃত্য সম্পাদিত হইল না। সাহেব তাঁহার তাড়িতালোক প্রস্তুত করিলেন। আমরা চলিলাম; কিয়দ্দূর আসিয়া সাহেব তাড়িতালোক ঢাকিয়া দেখিলেন,—পূর্ব্বে যে একটু আলোক দেখা গিয়াছিল, তাহা আর নাই। তবে জলের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

আর কিয়দ্দূর আসিয়া আমরা একটু উচ্চ প্রশস্ত সমভূমি প্রাপ্ত হইলাম। হরিচরণ নদের জল আর পাদস্পৃষ্ট হইল না। সাহেব চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। হরিচরণ বরাবর গুহাপথে আসিয়া এই সমতল ক্ষেত্রের পশ্চিম-প্রান্তে এক সঙ্কীর্ণ-মুখ গুহার ভিতর পড়িতেছে;—জলধারা-পতনের শব্দ হইতেছে। সাহেব অত্যুচ্চ স্বরে বলিলেন,—"ইহার নীচে নিশ্চয়ই সাগরশাখা আছে। আমাদের সৃষ্ট হরিচরণ নদী তাহাতে গিয়া পড়িতেছে। আমি এই সাগরের আবিষ্কার করিব;—সমস্ত লোকের অপরিজ্ঞাত, বুদ্ধির ও কল্পনার অতীত—এই জলরাশির আমিই এখন আবিষ্কর্ত্তা হইব। আহারাদির পর এই গুহার ভিতর প্রবেশের উপায় দেখিতে হইবে।"

সাহেব খাতা খুলিয়া নানা কথা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমি সমতল পাষাণ ভূমির চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলাম। দক্ষিণ দিকে কিয়দ্দূর আসিয়া একটি পাষাণময় গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গৃহের দ্বার পূর্ব্ব-দিকে;—পশ্চিমদিকে প্রশস্ত গুহামুখ—মনুষ্যের অস্ত্র-ভিন্ন বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত

হইল। গৃহের ভিতর অসংখ্য কুলঙ্গী এখানে পূর্ব্বকালে মনুষ্যাবাসের পরিচয় দিল। বাহিরে আসিয়া উচ্চস্বরে রাজা ও সাহেবকে ডাকিলাম। তাঁহারা নিকটে আসিলেন;—আবার গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইলাম,—উজ্জ্বলতাড়িতালোকে দেখি,—দ্বারের নিকট মেঝের উপর খোদিত আছে;—

বর্ষান্ পরঃশতাংস্তপ্ত্বা তপো বুদ্ধঃ সমাহিতঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাল্লেভে জ্ঞানং নির্ব্বাণকারণম্॥
কলের্বর্ষশতে যাতে বোধিসত্ত্বো গুহাং জহৌ।
ব্যাসকল্পিতমার্গেণারুরোহ ভূতলং পুনঃ॥*

অলৌকিক স্বপ্নাতীত ঘটনা সকল দর্শনে একরূপ অভ্যাস হইয়াছিল। বুঝিলাম,—পার্শ্বস্থ গুহামুখ দিয়া উপরে উঠিতে পারা যাইবে। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া শ্লোকদুটি কণ্ঠস্থ করিয়া লইলাম। মনে হইল,—যদি কখন পৃথিবীর উপরিভাগ দর্শন অদৃষ্টে থাকে,—শ্লোকদুটি মোক্ষমুলর ভট্টাচার্য্য বা রাজেন্দ্র লাল শর্ম্মাকে উপহার দিব। হয়ত এই দুই শ্লোকের সাহায্যে পরে দুই ডজন গ্রন্থ লিখিত হইবে।

আমরা গৃহের পশ্চিমবর্ত্তী গুহামুখ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। সাহেব বলিলেন,—"এই মুখ অগ্ন্যুৎপাত-সম্ভূত। এ আমাদের গন্তব্য পথ নয়। আমরা ভূগর্ভস্থ সাগরের আবিষ্কার করিব।"—আমার ভূগর্ভ-ভ্রমণের সাধ মিটিয়াছিল। সুতরাং সাহেবের কথা ভাল লাগিল না। সংকল্প করিলাম,—সাহেবকে বুঝাইয়া রসাতল-ভ্রমণ ছাড়িয়া এই পথে উপরে উঠিবার চেষ্টা করিব। দেখিব,—বেদব্যাসের কত দূর দৌড়!

অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর সাহেব তাঁহার উদ্দিষ্ট পথে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। আমি অনেক আপত্তি করিলাম,—অনেক বলিলাম;—কোন ফল দর্শিল না। রাজাও তাঁহার ধর্ম্মের কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

যে গহ্বরের ভিতর দিয়া হরিচরণ নদ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মুখ এত ছোট যে বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া নামিবার উপায় নাই। সাহেব প্রস্তাব

---

* বুদ্ধ শতবর্ষাধিক কাল তপস্যা করিয়া বেদব্যাসের নিকট মোক্ষপ্রদ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কলিযুগ আরম্ভের এক শত বৎসর পরে বুদ্ধ ব্যাসের এই পথ ধরিয়া পুনর্ব্বার ভূ-পৃষ্ঠে আরোহণ করেন।

করিলেন,—মনুষ্যের ন্যায় আমাদের বোঝাগুলিও দড়ীতে ঝুলিয়া নীচে নামিবে। তিনি একটু নামিয়া এক ভগ্ন প্রস্তরে হুক পুতিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর নামিয়াছেন,—সহসা প্রস্তর সরিয়া হুক খসিয়া গেল:—সাহেব দড়ী সমেত নীচে—গর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রস্তররাশি খঁসিয়া ঘোর শব্দে নীচে পড়িয়া গেল।—তাড়িতালোক অন্তর্দ্ধান করিল;—সহসা চতুর্দ্দিকে, গর্ত্তমধ্যে নিবিড় অন্ধকার অধিকার বিস্তার করিল।—আমরা ঘোরবিপদে পড়িলাম।—পদাবমর্শে গর্ত্তের নিকট গিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাহেবকে ডাকিলাম;—প্রতিধ্বনি গভীর শব্দে সেই শব্দের উত্তর দিল;—আমার হৃদয় কাঁপিল।—আবার ডাকিলাম;—ভয়ে, দুঃখে, নৈরাশ্যে কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আবার ডাকিলাম:—আবার সেই প্রতিধ্বনি হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া আমাদের বৃথায়াসে উপহাস করিল।—হিমালয়ের পাষাণ-উদরে বৈজ্ঞানিক পর্য্যটক ভন বোটলিং তাঁহার অপরিহার্য্য সমাধি পাইলেন। আমরা ঘোর অন্ধকারে, নিরাশ হৃদয়ে সেই ভীষণ গুহামধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা পরস্পর কথা কহিতেও সাহস হইল না।

অনেক ক্ষণের পর রাজা দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"ধর্ম্ম অন্তর্দ্ধান করিলেন।—এ সমস্তই তাঁহার লীলা। তিনি আমাদিগকে স্বর্গের দ্বার দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। এও আমাদের একরূপ পরীক্ষা। এখানে আসিয়াও যদি আমরা স্বর্গারোহণে অসমর্থ হই, তাহা হইলে আমরা সুরলোকে দেবগণ-সহবাসে সশরীরে চিরসুখভোগে কখনই অধিকারী নই।"

রাজার কথায় বিরক্তিও জন্মিল, হাসিও আসিল। অন্ততঃ সেই গুহা পথে উপরে উঠিবার চেষ্টা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই,—তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কোন উত্তর করিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হরিচরণ, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত নয়। চল,—আমরা স্বর্গযাত্রা করি।"

ব্যাসের কথাবলে বলীয়ান্ হইয়া আমি সোৎসাহে রাজার সহিত গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। গুহা সেতুর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পথের ন্যায় ঢালু হইয়া ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা সাবধানে অন্ধকারময় গুহামুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এক পার্শ্বের পাষাণ ভিত্তিতে হস্তাবমর্শে স্পর্শ করিতে

করিতে চলিলাম;—কতবার অসমান পাষাণ খণ্ডে আহত-পদ হইয়া পতিতপ্রায় হইলাম। কতবার ভাবিলাম,—হয়ত পর্ব্বতবাসী অজাগর ভুজঙ্গের মস্তকে পদার্পণ করিতেছি।—কতবার মনে হইল,—হয়ত কোন গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া সাহেবের ন্যায় এই হিমালয় গর্ভে সমাহিত হইব। প্রতিপদে এত আশঙ্কা বাড়িতে লাগিল যে শেষে আর পরস্পর কথা কহিতে সাহস হইল না। সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির সীমাতীত, জল বায়ুর অগম্য, সর্ব্বপ্রকার জীব-সমাগমবর্জ্জিত ঘোর-পাষাণ নীরব, নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে চিরাবৃত। গুহামুখাঙ্কিত শ্লোক দুটি দেখিয়া মনে যে আশাদীপ জ্বলিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্ষীণালোক হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ চলিয়া আমরা সেই গুহাপথেই পাষাণশয্যায় নিদ্রিত হইলাম।

নিদ্রাভঙ্গের পর আবার চলিলাম। এখন আর সাহেবের ঘড়ি নাই;—সে যন্ত্রাদি নাই। অন্ধকারময় গুহার ভিতর দিয়া ক্রমাগত চলিতেছি।—দিন রাত্রি বিভেদ জ্ঞানের উপায় নাই। ক্রমে আমাদের জল ফুরাইল। আবার সেই তৃষ্ণা—সেই ক্লান্তি। সেই কঠোর, নির্ম্মম পাষাণময় গুহা। সাহেবও সঙ্গে নাই;—তাঁহার তাড়িতালোকও নাই;—সে অস্ত্র শস্ত্রও নাই। কল্পনায় সেই ক্লেশ দ্বিগুণ অনুভূত হইতে লাগিল। রাজাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"আর চিন্তা নাই। চিরসুখের আগার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।"

সংসারে দেবীপ্রসাদের ন্যায় লোকেই যথার্থ সুখী।

শুষ্ককণ্ঠে, দুর্ব্বলদেহে উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টার পর পদক্ষেপে জানিলাম,—পাষাণনির্ম্মিত অসমান সোপানশ্রেণী আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত। রাজা হর্ষে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"দেবরাজের জয়; ধর্ম্মের জয়। হরিচরণ, আর ভয় নাই,—আমরা স্বর্গের সিঁড়ী পাইয়াছি।"

আমারও মনে আশা জন্মিল। অনতিবিলম্বে একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইব ভাবিয়া সাহস ও উৎসাহে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ চলিয়া আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিলাম। তখন দিবা কি রাত্রি জানি না;—কিন্তু নিদ্রা অবিলম্বে আসিয়া নয়ন ও মনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আবার সেই অন্ধকার;—সেই ঢালুভাবে উন্নত অর্দ্ধ

সমাপ্ত পাষাণময় সোপান-শ্রেণী ; ক্ষীণ পদে আবার চলিলাম। প্রায় চারি ঘণ্টার পর সোপানমালা অন্তর্হিত হইল। দুই বা আড়াই হস্ত উচ্চ একটি সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া সোপানপথ তিরোহিত হইয়াছে। আমরা অগত্যা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। অর্দ্ধশয়ানভাবে কষ্টে প্রায় দুই শত হাত আসিলে সুড়ঙ্গের শেষ হইল ;—উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রাজা বলিলেন,—"হরিচরণ, বোধ হইতেছে,—ক্লেশের অবসান হইল। আমরা স্বর্গের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া দেবতাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এস,—আর অপেক্ষা করিয়া কাজ নাই।

আমি নীরবে অগ্রসর হইলাম। পথে প্রস্তরময় স্তম্ভ ছিল। একটু আসিয়া তাহাতে আহত হইলাম। শরীর অবশপ্রায় হইয়াছিল ;—পড়িয়া গেলাম। নীচেও পাষাণখণ্ড উচ্চ হইয়াছিল,—মাথায় লাগিল ;—দারুণ আঘাতে সংজ্ঞা হারাইলাম।

কতক্ষণ পরে বলিতে পারি না,—চক্ষু চাহিয়া দেখি,—এক সঙ্কীর্ণ গহ্বরের ভিতর শয়ান রহিয়াছি। রাজা আর একটি লোকের সহিত আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট। উপরে নীল নভোমণ্ডলে দুই চারিটি নক্ষত্র আরক্ত অরুণালোকে ম্লান হইতেছিল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম,—"আমরা কোথায় আসিয়াছি।"

রাজা উত্তর করিলেন না। অপর ব্যক্তি বলিল,—"ভূ-বিহারে ব্যাস-পুরীতে।"

আমার পার্শ্ববর্ত্তী তৃতীয় লোকটি মহান্ত। তাহাকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, —কেদারেশ্বরের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় একদিনের পথে এই ব্যাস-পুরী। বোধ হয় এস্থানে পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। তদনুসারে গ্রামের নাম ভূ-বিহার হইয়াছে। ভূগর্ভে যে শ্লোক দুটি খোদিত দেখিয়া আসিয়াছি—তাহাতে আমার অনুমান সমূলক বলিয়া স্থির করিলাম। ভগবান্ বুদ্ধদেব হয়ত এক সময়ে ব্যাসের উপদেশে ঐ ঘোরান্ধকারাবৃত হিমগিরি-গহ্বরে বসিয়া ধ্যান ধারণা অভ্যাস করিয়াছিলেন ;—বহুকাল ঐ গহ্বরে থাকিয়া, যোগাভ্যাস করিয়া এই পথে পুনর্ব্বার ভূতলে উত্থিত হন। আজি সেই পথে এখানে আসিয়া আমাদের ভূগর্ভ ভ্রমণের অবসান হইল ;—রাজার সশরীরে স্বর্গ যাত্রার শেষ হইল!

মহান্তকে সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞাসিলে সে বলিল,—ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া নরকের

পথ। কেহ কখন ঐ পথে নরকে গিয়াছে কিনা,—তাহা সে জানে না। সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের পর আমরাই প্রথমে ঐ পথে বিচরণ করিলাম।

দেবীপ্রসাদ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া মৌনভাবে বসিয়াছিলেন। অনেক ক্ষণের পর বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। দেবতারা আমার প্রতি অপ্রসন্ন। এখন বুঝিতেছি,—যবনসংসর্গই আমার ব্যর্থমনোরথ হইবার কারণ!"

মহান্তের নিকট শুষ্ক পেঁড়া ও জল লইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার বেগ শান্ত করিলাম। ক্রমে সূর্য্যের মনোমোহন আলোক আকাশে দেখা দিল। অনেক দিনের পর রৌদ্রালোক দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল,—মন পুলকিত হইল। ক্রমে নানা চিন্তা আসিয়া যুটিল। রাজার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথাও ভাবিলাম।—তিনি এতকাল ঐশ্বর্য্যভোগে কাটাইয়া এখন নিতান্ত দুঃখে পড়িলেন। তাঁহার নিকট চারি পাঁচ সহস্র মাত্র টাকা আছে। তাহাতে তাঁহার মনোমত স্বচ্ছন্দে অবস্থান অসম্ভব। তিনি আপনার বুদ্ধিতে রাজ্য হারাইয়াছেন;—এখন সমস্ত ধন হারাইয়া একরূপ পথের ভিখারী হইলেন। দাঁড়াইবার একটু স্থানও নাই।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতৃ ক্রোড়ে।

ধন দানে মহান্তকে পরিতুষ্ট করিয়া আমরা ব্যাসপুরী পরিত্যাগ করিলাম। উপরে উঠিয়া দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—"হরিচরণ, দুরদৃষ্টবশে সকল দিক হারাইলাম। এখন কোথায় যাই।"

কোকিলভঞ্জের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বরের নিরাশ বাক্যে মন ব্যথিত হইল। আমি বলিলাম,—"চলুন বরং কাশীতে ফিরিয়া যাই।"

দেবী। কাশীতে আর অনর্থক ফিরিব কেন? সেখানে গিয়াই বা ফল কি?—স্বর্গলাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। শাস্ত্রমতে কেদারেশ্বরের স্থানও স্বর্গ;—কেদার স্বর্গের প্রথম দ্বার। বরং চল, সেই স্থানে গিয়া বাস করি।

কাশীতে ফিরিতে আমারও ইচ্ছা ছিল না। আমার জীবন-দীপ হিমালয়ে ফেলিয়া কোথায় যাইব।—আমার যাহা কিছু আছে,—যে অতুল আনন্দের

প্রত্যাশায় মন পূর্ণ,—উৎসাহিত হইয়াছিল, সেই আনন্দের নিদান সামগ্রী সমস্তই হিমালয়ের কোন না কোন স্থানে জীবিত বা গতাসু অবস্থায় আছে। আমার হৃৎপিণ্ড হিমালয়ে নিহিত ;—তাহা ফেলিয়া কোথায় যাইব।—রাজার কথায় সম্মতি দিয়া কেদারের পথে চলিলাম।

কেদারনাথে উপস্থিত হইয়া আমরা চিরপদ্ধতি অনুসারে পাণ্ডাগণের আশ্রয় লইলাম। তাহাদের নিকট জানিলাম,—দুই জন সন্ন্যাসী মহাপ্রস্থান দিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিবার প্রয়াসে গিয়াছিলেন। পথে অনেক বিঘ্ন বাধা সহিয়া আবার ফিরিয়াছেন। দুই দিন হইল, তাঁহারা এ স্থান হইতে কাশীযাত্রা করিয়াছেন।

আমি আগ্রহের সহিত অনেক কথা জিজ্ঞাসিলাম। তাঁহারা সকল কথার উত্তর দিতে পারিলেন না ;—"বলিলেন,—তাহাদের মধ্যে একজন প্রাচীন, দ্বিতীয় সন্ন্যাসী অল্পবয়স্ক। স্বর্গ যাত্রায় তাহাদের আরও কয়েকজন সঙ্গী ছিলেন ;—তাঁহারা সশরীরে না হউক,—মন্দাকিনীর স্রোতে দেহ ত্যাগ করিয়া সুরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। যে দুইজন পৃথিবীর মায়া কাটাইতে পারেন নাই,—তাহারাই আবার এই পাপের সংসারে ফিরিয়া,—দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া ভাসিতেছেন।" পাণ্ডারা যেন সকলেই মন্দাকিনীর জলস্রোতে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গপ্রয়াণে উৎসুক,—ইহা জানাইবার জন্য বলিলেন,—ঐ দুই জন সন্ন্যাসীর উপর তাঁহাদের বড় অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

প্রত্যাগত সন্ন্যাসীদের আকার প্রকার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসিলাম। পাণ্ডারা কতক উত্তর দিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। যাহা বলিলেন,—তাহাতে পরিচয় বুঝা গেল না।

রাজা তখন এক পার্শ্বে অন্যমনে বসিয়া ছিলেন। আমি গিয়া তাহাকে সকল কথা বলিলাম ;—তিনি শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"নিশ্চয়ই আমার বালক দাস। বোধ হয় গঙ্গাদেব তাহাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাইতেছেন।"

আমি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলাম। তিনি মনিয়ার সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন।—আমি সন্দিহান মনে বলিলাম,—"হয়ত বালকদাস রাম-টহলের হাতে পড়িয়াছে।"

রাজা। ওরূপ অনর্থের কথা বলিও না।

আমি। হয় ত যোগজীবন ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রাজা। "হরিচরণ, তুমি সাধু ;—তুমি প্রকৃত অনুমানই করিয়াছ। বালক দাস ও যোগজীবন নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেবতারা এরূপ নিষ্ঠুর নহেন—যে আমাদিগকে সর্ব্ববঞ্চিত করিবেন। কলিতে বোধ হয় মহাপ্রস্থান নিষিদ্ধ। সেই জন্যই দেবতারা আমাকে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশে আমার জীবনরত্ন মনিয়াকে আনিয়া এই হিমালয়ে আমার হস্তে প্রদান করিলেন। তাঁহাদের উপদেশে তখন ফিরিয়া গেলে অনায়াসে সুখী হইতাম। কিন্তু ভ্রমপ্রমাদে তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। তাহার ফলভোগও বিলক্ষণ হইল ;—আমার দোষের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। এখন দেবতারা আবার প্রসন্ন হইয়া আমার মনিয়া ও যোগজীবনকে কাশীতে পাঠাইয়াছেন। চল, যে সুখের প্রয়াসে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেছিলাম, বিশ্বেশ্বরের পদচ্ছায়ায় বসিয়া সেই সুখ ভোগ করিব।

আমি আগ্রহের সহিত তাহার কথায় সম্মতি দিলাম।

এত দিনের পর রাজার সম্পত্তির কথা মনে পড়িল। তাঁহার উইলে লেখা ছিল,—এক বৎসর মধ্যে তিনি ফিরিয়া না গেলে উইলের লিখিত দানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার ধন সম্পত্তির অধিকার পাইবেন।—এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে কি না?—না হইলে কয় দিন বাকী আছে?—আমি মনে মনে তাহার হিসাব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না। পাণ্ডাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও দিন স্থির করিতে পারিলাম না। রাজাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। ভূগর্ভভ্রমণে তাঁহারও শরীর ও মনের বল কমিয়া ছিল। এখন মনিয়ার চিন্তা তাহাকে ক্ষণমধ্যে আবার সংসারী করিয়া তুলিল। তাহার হিসাবেও দিনের স্থির হইল না।—তবে আমরা ত্বরিতপদে কাশী যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

পরদিন আমরা সাহারণপুরের দিকে চলিলাম। পথে তিনটি বাঙ্গালি ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা বলিলেন,—"আজি ২২শে সেপ্টেম্বর।"

২৬শে সেপ্টেম্বর রাজা উইলে স্বাক্ষর করেন। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট বৎসর পূর্ণ হইতে এখনও ৪দিন বিলম্ব আছে। ইহার মধ্যে কাশীতে উপস্থিত হইতে

পারিলেই সকল দিক রক্ষা হয়। একটু আশা জন্মিল। আমরা অনাবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী ত্যাগ করিয়া বোঝা লঘু করিলাম এবং দ্রুতগমনে রেলওয়ের উদ্দেশে চলিলাম।

সাহারণপুরে আসিয়া শুনিলাম,—ট্রেন চলিয়া গিয়াছে। সে দিন আর গাড়ী যাইবে না। আজি ২৪শে সেপ্টেম্বর;—আর সময় নাই। আমি ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট নিয়মিত পূর্ণ ভাড়া দিয়া অতিরিক্ত ট্রেনের প্রার্থনা করিলাম। ষ্টেশনে অনেকগুলি কল ছিল। সাহেব মনে করিলে হয়ত তখনই আমাদিগকে গাড়ী দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আমাদের ব্যগ্রতা বুঝিলেন না। কে বা দেশীয় লোকের প্রার্থনা শুনে ;—তাহার উপর আবার আমরা সন্ন্যাসী। শেষে জবাব পাইলাম,— সাড়ে এগারটার সময় গাড়ী যাইবে।

কাশীতে পৌঁছিবার সময় নির্ণয় করিয়া আমরা আশ্রমের প্রধান দেব-পূজককে হিন্দীতে টেলিগ্রাফ করিলাম,—'আমরা আগামী কল্য বেলা দুইটার সময় কাশীতে পৌঁছিব। তুমি যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া জজ সাহেবকে জানাইবে।'

বেলা প্রায় তিনটার সময় কাশীর পরপারবর্ত্তী ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী আসিল। বাহিরে আসিবামাত্র দুই জন মাঝি আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া পরপারে লইয়া যাইতে চাহিল ;—একরূপ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহাদের নৌকায় লইয়া চলিল। সিকরোলে সত্বর পৌঁছিয়া দিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার দিব—স্বীকার করিয়া আমরা তাহাদের নৌকায় উঠিলাম।

মাঝিরা নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে লইয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে একখানি ক্ষুদ্রনৌকা দক্ষিণ দিক্ হইতে আমাদের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন ব্রাহ্মণ নৌকার উপর দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমাদের নৌকায় আসিয়া বলিল, —আশ্রমের প্রধান পূজক তাহাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি দুই প্রহরের সময় আদালতে গিয়া সংবাদ দিয়া আসিয়াছেন। এখন আর আমাদের কাছারী যাইতে হইবে না।—আমাদিগকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য পূজক তাহাকে পাঠাইয়াছেন।

আমি বলিলাম,—"তিনি স্বয়ং আসিলেন না কেন ?"

উত্তর। তিনি কয়েক দিন অবধি জ্বরাক্রান্ত হইয়াছেন। পীড়িত শরীরে

কাছারিতে গিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

পূজক রামটহলের কুটুম্ব—তাহারই লোক; রাজার উইলের নির্দ্দিষ্ট বৎসর আজি পূর্ণ হইবে।—আমার মনে সন্দেহ জন্মিল। রামটহলের কথা ব্রাহ্মণ বলিতে পারিল না;—কিন্তু সে কাশীতে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া স্থির বিশ্বাস হইল। আমি ব্রাহ্মণকে বলিলাম,—"তুমি আশ্রমে গিয়া সংবাদ দাও। আমরা একবার কাছারি যাইব;—তাহার পর আশ্রমে যাইতেছি।"

ব্রাহ্মণ আমাদিগকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। মাঝিরাও উজান বাহিয়া চলিল। আমি বলিলাম,—"মাঝি, কোথায় যাইতেছ?"

ব্রাহ্মণ। আশ্রমে।

আমি আবার একটু উচ্চস্বরে বলিলাম,—"মাঝি, কোথায় যাও?"

মাঝি। ব্রাহ্মণ মহারাজ আমাদিগকে এই দিকে যাইতে বলিতেছেন।

ঠিক এই সময়ে ব্রাহ্মণ স্বীয় নৌকা ত্যাগ করিয়া আমাদের নৌকায় আসিল। আমি সহসা তাহার নিকটে গিয়া পা ধরিয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিলাম। মাঝিকেও অমনি জলে ফেলিয়া স্বহস্তে কর্ণ গ্রহণ করিলাম। দ্বিতীয় নৌকার একজন দাঁড়ী ঠিক সেই সময়ে লাফাইয়া আমাদের নৌকায় পড়িল। রাজা তাহার মস্তকে যষ্টিপ্রহার করিলেন। তাহার বস্ত্র মধ্যে তরবারি ছিল, পড়িয়া গেল:—আমি লইতে যাইতেছি,—আমাদের নৌকার এক দাঁড়ী রাজার স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিল। আমি অমনি তরবারির আঘাতে আততায়ীর দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করিলাম। জলে পতিত ব্রাহ্মণ এই সময়ে আসিয়া নৌকা ধরিল।—আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—"ছাড়িয়া দাও, নতুবা মস্তক ছেদন করিব।" ব্রাহ্মণ নৌকা ছাড়িয়া সন্তরণে নদী পার হইয়া চলিল। আমাদের জলপতিত মাঝিও প্রাণভয়ে তাহার অনুগামী হইল।

একখানি পারগামী নৌকা বেগে আমাদের দিকে আসিতে ছিল। আমি দুই তিন বার কর্ণ সঞ্চালন করিয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলাম। তাহাদের সহায়তায় আমরা দস্যুহস্তে রক্ষা পাইলাম। ক্ষুদ্র নৌকার মাঝিগণ বেগে রামনগরের দিকে চলিয়া গেল। আমাদের নৌ-চালকগণ এখন সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্ত হইয়া পড়িল। রাজা তাহাদিগকে অভয় দিয়া সত্য কথা

প্রকাশ করিতে বলিলেন। তাহারা যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম.—রামটহল ফিরিয়া আসিয়াছে;—সেই এই সমস্ত অনর্থের মূল।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব গাড়ীতে উঠিতেছেন,—আমরাও কাছারিতে উপস্থিত হইলাম। রাজার রক্তাক্ত শরীর, আমার ব্যগ্রভাব ও দর্শনার্থী লোকদিগের জনতা দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। আমি সংক্ষেপে তাঁহাকে আমাদের প্রার্থনা জানাইলাম। সাহেব পুনর্ব্বার বিচারালয়ে গিয়া বসিলেন। অল্পকাল মধ্যেই মোকদ্দমার শেষ হইয়া গেল। রামটহলকে ধরিবার আদেশ বাহির হইল। প্রহরীরা মাঝিদিগকে ধরিবার জন্য ছুটিল। আমরাও নিয়মিত দরখাস্ত দাখিল করিয়া আশ্রমে যাত্রা করিলাম। আশা ছিল,—গঙ্গাদেব ও মনিয়াকে আশ্রমে দেখিতে পাইব;—হয়ত আমার যোগমায়ারও সাক্ষাৎ মিলিবে। আশা বিফল হইল;—তাঁহারা কাশীতে আসেন নাই। রামটহল গা ঢাকা দিয়াছিল। পুলিষের লোকেরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

আশ্রমে আসিয়া আমরা চারি পাঁচ জন লোককে যোগজীবন ও মনিয়ার অনুসন্ধানে হিমালয়ে প্রেরণ করিলাম। কাশীতেও অনেক অনুসন্ধান হইতে লাগিল;—কিন্তু তাহাদিগকে পাওয়া গেল না।

কাশীর এক ডাক্তার পিতার বন্ধু ছিলেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথমে কাশীতে আসি, তখন তাঁহার সহিত দুই একবার সাক্ষাৎ হয়। রাজার উইলে আমার নাম স্বাক্ষর ছিল। মোকদ্দমার দিনে আমার স্বাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই বিচারক সাহেব উইল রদ করেন। কাশীতে এই ব্যাপার লইয়া মহাগোল উপস্থিত হইয়াছিল। ডাক্তার বাবুও সেই সূত্রে নাম শুনিয়া আমার অনুসন্ধানে আশ্রমে আসিলেন। প্রথমেই আমার সহিত সাক্ষাৎ;—কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমারই নাম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়?"

আমি তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম;—আমার নাম করাতে অভিপ্রায়ও বুঝিলাম। সহসা উত্তর দিতে পারিলাম না। ডাক্তার বাবু আবার বলিলেন,—"তোমারই নাম হরিচরণ?"

আমি। হাঁ।

ডাক্তার। তুমি যে এই একবৎসরে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী হইয়াছ। আকারেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে;—চিনিতে পারা যায় না। তোমাদের রাজা

কোথায়?—চল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

ডাক্তার বাবু আমার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। রাজা তাঁহার ত্রিকোণ গৃহে পুঁথি লইয়া বসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। আমাদের ভূগর্ভভ্রমণ সম্বন্ধে দুই চারি কথার পর ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"হরিচরণ, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি, তোমার জ্ঞানের, শেষ এই পরিণাম হইল? শেষে বৃদ্ধ বয়সে তোমার পিতা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। তোমার জননীও মৃত্যুশয্যায়। বাটীতে সকলেই ম্রিয়মাণ;—সকলেই মৃতপ্রায়। তাহাদের কথা মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়। তোমাদের শত্রুরা সময় পাইয়া নানারূপ অত্যাচার করিতেছে।—কেবল তোমার জন্য সমস্ত সংসার ছারখার হইল।"

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া মন নিতান্ত ব্যথিত হইল। পিতার মৃত্যু, মাতার মৃত্যুশয্যা, আত্মীয় বর্গের ক্লেশ শুনিয়া চক্ষুজলের প্রবাহ বহিল।—আমার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"যদি মৃত্যুকালে জননীকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, অবিলম্বে দেশে যাত্রা কর। চল, আমি সঙ্গে করিয়া তোমাকে ঘরে রাখিয়া আসিতেছি। তুমি বালক নও, লেখা পড়াও শিখিয়াছ;—পিতৃমাতৃহত্যার ভয় কর না।"

আমি উত্তর করিতে পারিলাম না। অধোমুখে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

ডাক্তার। চল, অদ্য রাত্রিতেই আমরা যাত্রা করি। রাজার উইল রদ হইয়াছে;—অপরাধীদের বিচারের এখনও বিলম্ব আছে। এখন যদি মাতার উপর দয়া হয়,—তাঁহার জীবনরক্ষা আবশ্যক মনে হয়,—চল, অদ্যই যাত্রা করি।

ডাক্তার বাবু যতদূর জানিতেন,—রাজাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। দেবীপ্রসাদ শুনিয়া কাতরস্বরে বলিলেন,—"হরিচরণ, যাও বৎস, দেখা দিয়া জননীর জীবন রক্ষা কর। পরিবারদিগকে সান্ত্বনা করিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে মাতাকে সঙ্গে লইয়া আইস। তোমার প্রসূতির প্রাণ রক্ষার জন্য আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। যাও,—তাঁহাকে গিয়া দর্শন দাও। কিন্তু দেশে অধিক দিন থাকিও না; অবিলম্বে তোমাকে যেন দেখিতে পাই। বিধাতার বিড়ম্বনায় আমাকে আবার আশ্রমবাসী হইতে হইল। এখন তুমিই আমার

একমাত্র আত্মীয়,—আমার পুত্রস্থানীয়। মনিয়া আমাকে ফাঁকি দিল। দেখিও,—তুমিও যেন আমাকে বঞ্চিত করিও না"।

সন্ন্যাসীর চিত্তের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি কাঁদিলাম ; কিন্তু কথা কহিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধনে আমার সামর্থ্য হইল না। বাহিরে আসিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"হরিচরণ, আমি দেখিতেছি,—এখনকার সুশিক্ষিত যুবকেরা নিঃসম্পর্কীয় লোকের দুঃখে বিলক্ষণ কাঁদিতে পারে।"

রাত্রির গাড়ীতে কাশী ত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলাম। ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গী হইলেন। সমস্ত পথ অনুতাপ, শোক, দুঃখ, ভয় ও লজ্জার অসহ্য পীড়ন সহিয়া দেশে আসিলাম। চতুর্দ্দিক আমার চক্ষে বিষময় ; পরিচিত সমস্ত বস্তু, সরোবর,—নদী, বৃক্ষলতা,—আমার চক্ষুঃশূল হইল। হৃদয়ের ব্যথায় অস্থির হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলাম। একটু দূরে আমাদের বাটী দেখিয়া আর পা চলিল না। ডাক্তার বাবু এতক্ষণ স্তোভ দিয়া করাবলম্বনে আমাকে আনিতে ছিলেন ; এখন তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। চারিদিক অন্ধকারময় দেখিয়া আমি পথিমধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। চন্দ্রালোকে নিকটেই আমাদের বাটী দেখা গেল। মনে করিলাম,—কেহ না কেহ বাহির হইয়া আসিবে। কেহই বাহিরে আসিল না। বাটী নীরব, নিঃশব্দ,—আর আমার চক্ষে যেন ভীষণ শ্মশান। অনেক ক্ষণের পর ডাক্তার বাবুর যত্নে বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। একজন ভৃত্য উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ভিতরে যাইতে প্রতিপদে বক্ষঃস্থল কাঁপিতে লাগিল ;—হৃদয়ের সকল ধমনী নাচাইয়া রুধিরস্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে অন্তঃপুরে নিদ্রাশূন্যা জননীর ক্ষীণ রোদনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল।

তাঁহার ক্ষীণস্বরে উচ্চ রোদনধ্বনি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আকাশে উঠিল। আমি বেগে গিয়া শয্যালগ্না, পতিপুত্রাভাবে শুষ্কশরীরা জননীর উৎসঙ্গে আশ্রয় লইলাম। মা চেতনা হারাইলেন। আমিও একরূপ জ্ঞানহীনের ন্যায় তাঁহার গললগ্ন হইয়া রহিলাম।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হর্ষে বিষাদে।

যোগমায়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহত্যাগিনী হইয়াছিল। তাহার গতি, তাহার কার্য্যকলাপ কেহই জানিত না। কিন্তু তৎসম্বন্ধে গ্রামে নানা কথা উঠিয়াছিল। আমার পিতাকে তন্নিমিত্ত অনেক লাঞ্ছনা, অপমান,--শেষে পুলিষের পীড়নও সহিতে হইয়াছিল। আজি কেহই আমাকে তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। মা কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন,—যোগমায়া হয়ত আমার সঙ্গে গিয়াছে। আজি আমি ফিরিলাম,—যোগমায়া আসিল না--দেখিয়া সকলেই ম্রিয়মাণ ও ভীত হইল। পর দিবস সকলেরই বিমর্ষ ও ভীত-ভাব দেখিলাম। কিন্তু কারণ অনুমান করিতে পারিলাম না। বাটীতে আসিয়া মনের গ্লানি বাড়িল। পূর্ব্বে কখন যোগমায়ার মুখ দেখি নাই; কিন্তু আজি যোগমায়াবিহীন ভবন আমার নিকট অন্ধকারময়, বিষময়, অগ্নিময়, অসুখময় বোধ হইল। শেষে আর হৃদয়ের ব্যথা সহিতে পারিলাম না; বলিলাম,—"মা, তোমার যোগমায়াকে হিমালয়ে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি।"—আমার মুখে যোগমায়ার কার্য্যকলাপ,—তাহার সাহস, আর তাহার সেই কোমল দেহের, সেই মধুর হৃদয়ের তাদৃশ পরিণাম শুনিয়া সকলেই রোদনের কোলাহল তুলিল। মা শোকে একবারে অধীর হইলেন।

আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। যোগমায়ার পুনর্দ্দর্শন পাওয়া যাইতে পারে,—তাহাও বলিলাম। মা বলিলেন,—"বাবা, তুমি গৃহলক্ষ্মী পদদলিত করিয়া বিদায় করিলে। যে দিন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বর্ণপ্রতিমা গৃহ ত্যাগ করিয়াছে,—সেই দিন অবধিই বিপদের উপর বিপদ;—সংসার ছারখার হইল।" মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

প্রায় পনর দিন পরে রাজা দেবীপ্রসাদের পত্র পাইলাম। পত্রখানি এই;—

"বৎস হরিচরণ,

তুমি দেশে গিয়া আমাকে ভুলিয়াছ; যাইবার সময় যে সকল কথা

বলিয়া দিয়াছিলাম,—তাহাও ভুলিয়া গিয়াছ। ডাক্তার বাবুর মুখে শুনিলাম,—তুমি দেশে গিয়া নিতান্ত শোককাতর হইয়াছ। অতীত বিষয়ের জন্য শোক করা অনর্থক। তাহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই। তোমার পিতা আর ফিরিয়া আসিবেন না;—লাভের মধ্যে কেবল আপনার শরীর নষ্ট হইবে।

আমার জীবন-রত্ন মনিয়া পরম বন্ধু গঙ্গাদেবের সাহায্যে রামটহলের হস্তে নিস্তার পাইয়া কল্য আশ্রমে আসিয়াছে। এখন সকলেই তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তুমি এখানে আসিলে সমস্ত ঘটনা শুনিতে পাইবে।

তোমার শোকাতুরা জননীকে সঙ্গে করিয়া আনিবে; কাশীবাসে তাঁহার শোক নিবারণ হইতে পারিবে।"

ইহার সাত দিন পরে আমি মাতাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রা করিলাম। মা মনে করিলেন,—কাশীতে যোগমায়াকেও দেখিতে পাইবেন। আমরা কাশীতে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে আশ্রমের চারি পাঁচ জন লোক আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। তাহাদিগকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"যোগজীবন ফিরিয়া আসিয়াছেন?"

উত্তর। আসেন নাই। রাজার কন্যা ও গঙ্গাদেব নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।

কাশীতে রাজার অনেকগুলি বাটী ছিল। মণিকর্ণিকার নিকটবর্ত্তী তাঁহার একটী বাটী মাতার বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভৃত্যেরা আমাদিগকে সেই বাটীতে লইয়া গেল। তাহার আধ ঘণ্টা পরে আমি সকলকে সেই স্থানে রাখিয়া একাকী আশ্রমে যাত্রা করিলাম।

আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দেবীপ্রসাদের সাক্ষাৎ পাইলাম। সংসার ত্যাগী রাজসন্ন্যাসী আমাকে দেখিয়াই দাঁড়াইলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা বহিল। আমার হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে মনের ভাব সংবরণ করিয়া অন্যান্য নানা কথা উত্থাপন করিলেন;—আমার জননীর কথা জিজ্ঞাসিলেন;—শেষে আমাদের ভূগর্ভভ্রমণের কথা উঠিল। আমি অন্যমনে নীরবে বসিয়া রহিলাম। যোগমায়ার কথা জিজ্ঞাসিতে সাহস হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উঠিয়া গেলাম।

মনিয়া আমাকে দেখিয়াই নিকটে দৌড়িয়া আসিল। আমি মনের

আবেগে তাহার হস্ত ধারণ করিলাম। তাহার মুখের দিকে চাহিলাম;—তাহার মুখে স্বর্গীয় আলোকরেখা,—তাহার নয়নে স্বর্গীয় পবিত্রতা, কোমলতা, মধুরতা দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইলাম। মনিয়ার স্বভাবসুন্দর মুখ,—তাহাতে নবযৌবন-লাবণ্য,—তাহাতে প্রেমের তারল্য;—জগতে যাহা কিছু মধুর—সমস্ত একত্র সমবেত। আমার মনের অন্ধকার সরিয়া গেল :—সকল প্রকার মানসিক যাতনা আমাকে ছাড়িয়া পলাইল।—সেই করস্পর্শে শরীর যেন অমৃতসিক্ত হইল,—মনের ভিতর অমৃতধারা বহিল। কতবার মনে করিলাম,—সেই কুসুমসুকুমার অঙ্গযষ্টি একবার হৃদয়ে ধারণ করি; —শরীর, মন, জীবন স্নিগ্ধ, পবিত্র, সার্থক করি। কিন্তু সাহসে কুলাইল না।

মনিয়া তাহার হাত আমার হাত হইতে টানিয়া লইল না। আমাকে কোন বাধাও দিল না। সাংসারিক রমণীগণের কুটিলনীতি তাহার শিক্ষা হয় নাই। অনেক ক্ষণের পর বলিল,—"আমি জানিতাম,—কাশীতে আসিলেই তোমাদিগকে দেখিতে পাইব।"

গঙ্গাদেব বলিলেন,—"হরিচরণ, তোমরা নদীর জলে পড়িয়া গেলে;—আমি মনিয়ার সহিত নদীর তীরে তীরে তোমাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ আসিলে নদী দক্ষিণাভিমুখী হইল। সম্মুখে অসমান অত্যুচ্চ গিরিশিখর আভূমপদে বক্রোন্নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া আমাদের পথরোধ করিল। অপর পারে দেখিলাম,—যোগজীবন :—রুধিরধারা তাহার মস্তক ও মুখ বহিয়া, বসন রঞ্জিয়া পড়িতেছে;—নদীর জলের দিকে চাহিয়া একাগ্রমনে দ্রুতপদে চলিয়াছে।—আমরা পাষাণে প্রতিহতগতি হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম,—ডাকিলাম। যোগজীবন একবার মাত্র আমাদের দিকে চাহিল;—কোন কথা বলিল না। সেই ভাবে নদীর জলে চাহিয়া চলিয়া গেল।

"পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া নদী তীরে তোমাদের অনুসন্ধান করিব—মনে করিয়া আমরা গিরিশিখরে উঠিলাম। উঠিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। দেখি,—উপরে সমতল অধিত্যকা বহুদূর ব্যাপিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর আবার পর্ব্বতশ্রেণী উর্দ্ধশিরে গগন ভেদিয়া উঠিয়াছে। নদী আর দেখা গেল না। যোগজীবনকেও আর দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি,—দস্যুগণ বোধ

হয় আমাদের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে দৌড়িতেছে। এ দিকে ক্রমে সন্ধ্যাও নিকটবর্ত্তিনী হইল। আমরা অগত্যা একটি লতা-গুল্মাচ্ছন্ন গহ্বরে আশ্রয় লইলাম। দুই তিন দিন তোমাদের ও যোগজীবনের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া শেষে যমুনোত্রির আশ্রমে ফিরিলাম। দেখিলাম,—তোমরা বা যোগজীবন কেহই নাই। অনেক লোক তোমাদের অনুসন্ধানে পাঠাইলাম। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইল। শেষে স্থির করিলাম,—কাশীতে রাজার যে সম্পত্তি আছে, তাহার অধিকার মনিয়াকে দেওয়াইয়া,—তাহাকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। মঠত্যাগ করিয়া বাহির হইলাম ;—কিন্তু পদে পদে হিমালয় ছাড়িতে অপ্রবৃত্তি জন্মিতে লাগিল। নানা স্থানে ভ্রমিলাম ;—কোন স্থানে তোমাদের অনুসন্ধান মিলিল না। শেষে কেদারের পথে কাশী যাত্রা করিলাম। পথে বদরিকাশ্রম ;—তাহার পর হরিদ্বারে আসিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে মনে হইল,—তোমরা কাশীতে ফিরিয়াছ।—এখন আমার শ্রম সার্থক হইল। রাজা তাঁহার কন্যা পাইলেন ; মনিয়াও তাহার পিতাকে পাইল। কেবল যোগজীবনকে পাওয়া গেল না,—এই দুঃখ রহিল।”

অপরাহ্নে রাজা মনিয়াকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে আমাদের বাটীতে আসিলেন। মা স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া সকলের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—“কই আমার যোগমায়া কোথায় ?—আমার সোণার লক্ষ্মীপ্রতিমা কোথায়।”—

মাতার রোদনে, তাঁহার কাতর বাক্যে বুক ফাটিয়া গেল। মনের বেগ সংবরণ করিতে পারিলাম না ; বলিলাম,—“মা, তোমার সোণার প্রতিমা হিমালয়ে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি।”

মা শুনিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেই বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। মনিয়া কোন দিকে না চাহিয়া মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতে গরলে।

আশ্রমে আমার চিরনির্দ্দিষ্ট গৃহে মনিয়ার সহিত বসিয়া আছি। মনিয়া রাজার কন্যা,—আজি নূতন নূতন বসনভূষণে ভূষিতা হয়ে অপূর্ব্ব শোভা ধরিয়াছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছি। মনিয়া বলিল,—"গুরুজি, যোগমায়া কে ?—তোমার মা সর্ব্বদাই যোগমায়ার নাম করেন,—আর কাঁদেন। আমি সাহস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিতে পারি নাই।"

আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; সহস্র-বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করিলাম;—চতুর্দ্দিক বাষ্পাবৃত দেখিলাম;—কণ্ঠ শুখাইল।—কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। মনিয়া আবার জিজ্ঞাসিল,—"গুরুজি, যোগমায়া তোমার কে?"

আমি মনের আবেগে মনিয়ার ছোট ছোট হাত দুটি হস্তে ধরিয়া অশ্রু-জলে সিক্ত করিলাম। মনের ভার যেন একটু কমিল;—কিন্তু কথা কহিতে পারিলাম না।

মনিয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল;—শেষে বলিল,—"গুরুজি, কি হয়েছে,—কাঁদিতেছ কেন ?—যোগমায়া কে ?"

আমি। তোমাদের যোগজীবন।—আমার পরিণীতা পতিদেবতা যোগ-মায়া;—আমার দোষে চিরদুঃখ সহিয়া শেষে আমার জন্য হিমালয়-গর্ভে নদীজলে দেহ বিসর্জ্জন দিল।—আমি স্ত্রী হত্যা করিয়াছি। আমার ন্যায় ঘোর পাতকী জগতে আর নাই।

মনিয়া আমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার বিশাল নেত্র দিয়া অশ্রু জলের বড় বড় ফোঁটা ধারা বাঁধিয়া পড়িল। বলিল,—"গুরুজি, আমি এখন সব বুঝিয়াছি। যমুনোত্রিতে একদিন যোগজীবন আমাকে বলি-লেন,—মনিয়া, আমার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি গুরুজিকে তোমার হস্তে দিয়া বিদায় হইব। তাঁহার রক্ষার ভার, দেখিবার ভার—তোমার উপর রহিল।"

আমি। ক্ষান্ত হও মনিয়া। মহাপাতকীর সহিত আর কথা কহিও না। মহাপাতকীকে আর স্পর্শ করিও না। আমি তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে অধিকারী নই।—তুমি সুখী হও। আমি আর বিবাহ করিব না। বিবাহ করিয়া সংসারের অমূল্য রত্ন স্ত্রীজাতির অপমান করিব না। যত দিন বাঁচিব,—যোগমায়ার প্রাণবধের প্রায়শ্চিত্ত করিব;—তাহার সেই পবিত্র প্রণয়-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

মনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"গুরুজি, তোমার কি দোষ?—তুমি ত তাঁহাকে ভাল বাসিতে।"

আর সহ্য হইল না। মনিয়ার হাত ছাড়িয়া বেগে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

এক এক দিন করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল। সর্ব্বান্তক কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আমার মনের অবস্থাও ফিরিল। মাও ক্রমে শান্ত হইলেন। মনিয়া তাঁহার স্নেহ, মায়া, ভালবাসা সমস্ত দখল করিয়া লইল। মা কাশী ছাড়িয়া ব্যাসকাশীতে যাইবেন না,—অথচ মনিয়াকে এক দিন না দেখিলেও চলিত না। সুতরাং রাজ-দুহিতা প্রায় প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আমাদের বাসাতে আসিত। অপরাহ্নে আমরা উভয়ে রাজাশ্রমে ফিরিয়া যাইতাম।

রাজাশ্রমে সর্ব্বদাই উৎসবের উপর উৎসবে মিশিয়া, মার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া, রাজার সস্নেহ কথা শুনিয়া মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। পূর্ব্বকথা আর মনে আনিতাম না। অতীতের দিকে আর ফিরিয়া চাহিতাম না।—মনিয়ার মুখখানি দেখিয়া সে দিনের দারুণ প্রতিজ্ঞাও ভুলিয়া গেলাম। ভাবিলাম,—শেষে মনিয়ার প্রণয়ে সুখী হইব;—যাবজ্জীবন মনের শান্তিতে দিন কাটাইব।

রাজার বিষয় কার্য্য উদ্ধার করিয়া সুবন্দোবস্ত করিলাম। রামটহল ও তাহার সহচর দুই জন দস্যু রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিল। রাজা একদিন আমাকে সস্নেহে বলিলেন,—"হরিচরণ, ক্ষত্রিয় হইলেও তপোবলে ব্রাহ্মণে কন্যাদান করিতে আমার অধিকার জন্মিয়াছে। আমি সংকল্প করিয়াছি,—মনিয়াকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া আবার গৃহস্থ হইব।"

আমি কৃতার্থ হইলাম। মা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার মত দেখিয়া শেষে বলিলেন,—"বাবা, আমার আর দেশের ভয়,—লোকের ভয় কি? তুমিই আমার সব;—তুমি সুখী হইলেই, তোমাকে সুখী দেখিয়া মরিতে

পারিলেই আমার সুখ। আমি অনুমতি দিতেছি,—তুমি রাজকন্যা মনিয়াকে বিবাহ কর।"

কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও দান মানে তুষ্ট হইয়া ব্যবস্থা দিলেন,—প্রথমে সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি-অসবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতে পারে।—আমার বিবাহের আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহে মনিয়ার সহিত আমার বিবাহ হইল। হৃদয় আনন্দে, উৎসাহে প্রমত্ত হইল; আমার আশা পূরিল;—হৃদয় জুড়াইবার স্থান পাইলাম।

বিবাহরাত্রিতে আমার শয়নগৃহে দাঁড়াইয়া আছি,—মনিয়া গৃহমধ্যে আসিল;—তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম।—সহসা গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি পড়িল;—অমনি সমস্ত শরীর সিহরিয়া উঠিল;—একবারে স্তম্ভিত হইলাম।—যেন যোগমায়া আমাদের গবাক্ষ দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। পরস্পর নয়ন-মিলন হইবামাত্র যেন যোগমায়া সরিয়া গেল। আমি কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম;—তাহার পরই গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম,—কেহই নাই। মনের আবেগে ডাকিলাম,—"যোগ"—

কেহ উত্তর দিল না।

চতুর্দ্দিকে ভ্রমিয়া দেখিলাম। তখনও আশ্রমে জনতা রহিয়াছে। চারিদিকে অন্বেষণ করিলাম;—শেষে গঙ্গাতীরে আসিয়া ডাকিলাম,—"যোগ"—

পশ্চিমবায়ু আমার কথা গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া চলিয়া গেল। ভাগীরথী তরঙ্গমালা তুলিয়া ভরতর শব্দে বহিয়া চলিল। আবার কাতরমনে ডাকিলাম,—"যোগ"—

প্রতিধ্বনিও উত্তর দিল না। গঙ্গাজলে চাহিলাম;—প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকলা আমার দিকে চাহিয়া উপহাসচ্ছলে হাসিল। উপরে চাহিলাম;—কলঙ্কী শশাঙ্কও উপহাস করিয়া হাসিল। নদীতীরে চক্রবাক্ কাতর শব্দে ডাকিয়া বলিল,—পবিত্র প্রেমেই প্রকৃত সুখ।—দূরবর্ত্তী বৃক্ষে বসিয়া পেচক ডাকিয়া বলিল,—যাহারা ভালবাসা বুঝে না, তাহারা আমারই ন্যায় জগতে কেবল ঘৃণার ভাজন হয়। মরণই তাহাদের মঙ্গল!

অনেকক্ষণ নদীতীরে দাঁড়াইয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলাম। আমার

মাথার ভিতর ও বুকের ভিতর আগুন জ্বলিতে ছিল। তাহার জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিলাম। অশ্রুজলে আগুনের তেজ যেন একটু কমিল। বুঝিলাম,—যোগমায়া এখানে নাই;—এখানে আসে নাই;—গবাক্ষপথে তাহার যে মুখ দেখিলাম, তাহা কেবল আমার কল্পনামাত্র। যোগমায়া আমার জন্য হিমালয়ে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। আবার তাহার সেই রুধিরাক্ত দেহ মনে পড়িল;—দেখিলাম—তাহার মস্তক বহিয়া—মুখ, কণ্ঠ বহিয়া;—বসন ভিজাইয়া শোণিত ধারা চারিদিকে পড়িয়াছে;—যোগমায়া নদীর তীরে তীরে ভ্রমিল; আমার অনুসন্ধান পাইল না;—শেষে তাহার শোণিত-রঞ্জিত ক্ষুদ্র হস্ত দুটি তুলিয়া আকাশে চাহিল।—উঃ!—সে কি মুখের ভাব, কি নিরাশ ভীষণ দৃষ্টি;—কি ভীষণ চিত্র দেখিলাম!—শরীরের শিরায় শিরায়—প্রতি ধমনীতে—বিষের স্রোত বহিল। দেখিলাম,—সেই মোহন অঙ্গযষ্টি দেখিতে দেখিতে সেই নির্দ্দয় নির্ম্মম নদীর তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।—আমার যন্ত্রণার ভার পূর্ণ হইল।—কাতর স্বরে বলিলাম,—"আর বাঁচিয়া এত ক্লেশ সহি কেন, কিরূপেই বা আর সহিব?—আমিও প্রায়শ্চিত্ত করি।—যোগ, তুমি বীর-রমণীর ন্যায় এই পাপের সংসার ছাড়িয়া গেলে,—আমি কাপুরুষ—পারিব না?—আমিও এই গঙ্গাবক্ষে দেহ ভাসাইয়া জীবন ত্যাগ করি;—তাহা হইলে তোমার অনুরূপ হইতে পারিব,—জীবনান্তে আবার তোমাকে পাইব।"—উঠিলাম;—যন্ত্রচালিতের ন্যায় গঙ্গাতটে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পদতলে—অনেক নীচে গঙ্গার তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে,—আমাকে হাত তুলিয়া ডাকিল।—চেতনাহীনের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে যাইতেছি,—পশ্চাতে আমার কটিবন্ধ ধরিয়া কে টানিল; ফিরিয়া দেখিলাম,—মনিয়া!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিমে।

মনের পীড়া বাড়িতে লাগিল। মনিয়ার অতুল প্রেমে হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ হইল না। বিষদাহে আমার সর্ব্বশরীর—জীবন মন অনুক্ষণ দগ্ধ হইতে-

ছিল।—মনিয়া তাহা বুঝিত না। আমার উপর তাহার অসীম গভীর ভাল বাসা থাকিলেও আমার কার্য্য কলাপ দেখিয়া হয়ত মনিয়া আমাকে উন্মত্ত মনে করিত। আমার কথায় তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল,—তথাপি সময়ে সময়ে আমি তাহাকে ভাল বাসি কি না—জিজ্ঞাসিত; এবং আপনার মনের মত উত্তর পাইলেই আবার সন্তুষ্ট হইত,—তাহার মুখের সন্দেহ-চিহ্ন ঘুচিত,—প্রসন্নমুখে আপন কাজে চলিয়া যাইত।

এক বৎসর কাটিয়া গেল;—শেষে আর গৃহে থাকিতে পারিলাম না। মনিয়ার মুখ, তাহার সরল সপ্রেম দৃষ্টি, তাহার অমৃত-মাখা কথা—আর আমাকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারিল না। কিছু দিন মাতাকে লইয়া তীর্থভ্রমণের নিমিত্ত রাজার অনুমতি চাহিলাম। নিজের তীর্থ-ভ্রমণ-বাসনা থাকিলেও মনিয়ার অনুরোধে তিনি আশ্রমেই রহিলেন। বাহির হইবার সময় মনিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল,—"শীঘ্র ফিরিয়া আসিও; বিলম্ব হইলে আমি থাকিতে পারিব না।"

আমি ব্যগ্রভাবে মনিয়ার মুখ চুম্বন করিলাম;—অমনি চক্ষুর জল বাহির হইয়া আসিল। কোন উত্তর না করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বাহির হইয়া গেলাম।

নানা তীর্থে ভ্রমণ করিলাম। হিমালয়ের নানা স্থানে ভ্রমিলাম;—যোগমায়ার কোন অনুসন্ধানই মিলিল না। শেষে প্রয়াগে আসিয়া কয়েক দিবস অবস্থান করিলাম।

প্রয়াগের অপর পারে গঙ্গাতীরে ঝুসি। নদীতীর—অত্যুচ্চ প্রাচীন মৃন্ময় দুর্গের ন্যায় উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। উপরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি গহ্বর। তাহাতে বহুসংখ্যক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বাস করেন। অনেকে গহ্বরে স্থান না পাইয়া উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াও আছেন। তাঁহারা কখন ভিক্ষার্থ বাহির হন না। সময়ে সময়ে প্রয়াগনিবাসী ধনবান্ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ তাহাদের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দেন; তাহাতে ও অনায়াসলভ্য বন্য ফল মূলে তাহাদের একরূপ জীবন রক্ষা হয়।

প্রয়াগে আসিয়া এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কথা শুনিলাম;—এবং একদিন অপরাহ্নে মাতাকে বাসায় রাখিয়া একাকী নৌকারোহণে ঝুসি দেখিতে গেলাম। নদীর তীর হইতে উপরে উঠিতে বিশেষ কষ্ট হইল না;—স্থানে স্থানে

সন্ন্যাসিগণ অসংলগ্ন পাষাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান শ্রেণীর ন্যায় নীচে নামিবার পথ করিয়াছেন। তাহার অন্যতর পথে উপরে উঠিয়া দেখি,—কৌপীনধারী সন্ন্যাসিগণ কেহ গহ্বর মধ্যে, কেহ বাহিরে বসিয়া আছেন ;—কেহ ধ্যানে মগ্ন ;—কেহ রৌদ্রে জটাভার খুলিয়া দিয়া উপবিষ্ট ;—কেহ বৃহৎ নারিকেল করঙ্কে তৈল মর্দ্দন করিতেছেন ;—কেহ সামান্য শস্যমুষ্টি পাকের উদ্যোগে আছেন। চারি দিকে ভ্রমিলাম। কেহই আমার দিকে চাহিলেন না,—বা কোন প্রকার প্রার্থনা করিলেন না। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু ভোজ্য সামগ্রী দিতে অগ্রসর হইলাম। কেহ ভূমি দেখাইয়া দিলেন,—কেহ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে নারিকেল করঙ্ক দেখাইলেন,—কেহ বা চাহিয়াও দেখিলেন না। আমি সকলেরই নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহারীয় রাখিয়া প্রান্তবর্ত্তী একটি গুহায় প্রবেশ করিলাম। দেখি,—এক পীড়িত সন্ন্যাসী ভূমিতলে পতিত আছেন। আমি বলিলাম,—"আপনাকে কিঞ্চিৎ আহারীয় দিতে অভিলাষ করি।" দুই তিন বার বলিবার পর তিনি চাহিয়া দেখিলেন।—সে দৃষ্টি যেন আমার পরিচিত,—আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইল,—মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল—মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সন্ন্যাসী দুর্ব্বল ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"তুমি আসিয়াছ,—এস, এস ;—এত দিনে আমার তপস্যা সার্থক হইল,—আমার জীবনের সাধ পূরিল"—

আর কিছু শুনিলাম না,—আর কিছু দেখিলাম না। কি হইল কিছুই জানি না। যখন, সম্পূর্ণ সংজ্ঞা পাইলাম, দেখি,—পীড়িত সন্ন্যাসীর পার্শ্বে পড়িয়া আছি। তাহার দুই ক্ষীণ দুর্ব্বল হাত আমার বক্ষঃস্থলে রহিয়াছে। বলিলাম,—"যোগ।"—

যোগমায়া বলিল,—"উঠ, আমার ইষ্টদেব,—এস, এই শেষ সময়ে আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।—আমি সতীধর্ম্ম লইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছি ;—সকলের মায়া ভুলিয়া দেশে দেশে ভ্রমিয়াছি ;—ভগবান্ জগৎস্বামী সমস্ত দেখিয়াছেন, সমস্ত দেখিতেছেন ;—তিনি দয়া করিয়া আজি আমার ব্রত পূর্ণ করিয়া দিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,—মরিবার সময় তোমাকে এক বার দেখিতে পাইব।—দিবা রাত্রি ভগবানের নিকট কাঁদিয়াছি,—যেন মরিবার পূর্ব্বে এক বার তোমার দেখা পাই,—যেন আমার সতীব্রতের উদ্‌যাপন হয়। কাঙ্গালের বন্ধু আমার

আশা পুরাইলেন।—এখন আমার অভীষ্টদেব, তুমি আমার আশা পূরণ কর। আমার হৃদয়ের উপর দুটি পা তুলিয়া দাও।—আমি মনের সাধে দেখিয়া লই,—এ সংসারের সাধ মিটাইয়া মনের সুখে চলিয়া যাই।

"তুমি আমাকে ভাল বাস,—তাহা আমি জানি। তোমার বিবাহের দিন, গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া যখন তুমি কাতরস্বরে আমাকে ডাকিলে,—তখন মনে করিলাম—দৌড়িয়া গিয়া তোমার চরণে লুণ্ঠিত হই;—তোমার ক্লেশ নিবারণ করি। আবার তোমার সুখভঙ্গের ভয় করিয়া,—মনিয়ার কথা ভাবিয়া নিবৃত্ত হইলাম। যখন গঙ্গাবক্ষে জীবন ত্যাগ করিবে বলিয়া তটভূমিতে গিয়া দাঁড়াইলে, আমি সেই সময়ে তটের নীচে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া;—সেই সময়ে এক পাপের চিন্তা মনে আসিয়াছিল;—একবার ভাবিয়া ছিলাম,—তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া দুই জনে গঙ্গাজলে ডুবিব;—যেন আর কখন তোমার সহিত পৃথক হইতে না হয়। তাহার পর মনিয়া আসিয়া তোমাকে ধরিল,—তোমাকে লইয়া গেল।—আমিও জীবনহীন এই শরীর লইয়া আশ্রম ত্যাগ করিলাম।

"আবার আমার বাঁচিবার সাধ হইতেছে।—আমি মরিলে তুমি আরও কাতর হইবে। মনিয়া তোমাকে শান্ত করিতে পারিবে না। আমার ইচ্ছা হইতেছে,—কিছু দিন বাঁচিয়া তোমার পদ সেবা করি। কিন্তু বিধাতা সে সুখ,—সে ভাগ্য আমার অদৃষ্টে লিখেন নাই।—আমার দিন শেষ হইয়াছে;—নির্দ্দয় নির্ম্মম মৃত্যু আমার গলায় ধরিয়াছে। তাহার মুষ্টি কখনই শিথিল হয় না;—আজিও হইবে না। সে কখনও কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া দেখে না,—আজিও দেখিবে না।—তবু এখন আমার বাঁচিবার সাধ হইতেছে;—আমার মরিবার ইচ্ছা নাই।"

আমি বলিলাম,—"যোগ, তুমি মরিও না,—আমাকে মারিও না,—আমাকে রক্ষা কর।"

আর কথা কহিতে পারিলাম না। যোগমায়ার পদতলে পড়িলাম; কিয়ৎ-ক্ষণ সংজ্ঞাহীনের ন্যায় রহিলাম; কি করিলাম, কি বলিলাম,—কিছুই স্মরণ নাই।"

অন্ধকার হইয়া আসিল। যোগমায়ার গৃহে প্রদীপ ছিল,—জ্বালিলাম। যোগমায়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়াছিল। তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া

রহিলাম। মধ্যে মধ্যে যোগমায়ার সংজ্ঞা হইতে লাগিল।—সেই সময়ে কত কথা বলিল;—যেরূপে গৃহ ছাড়িয়া কাশীতে আমার অনুগামিনী হয়,—যেরূপে কাশীতে অজ্ঞাতবাস করে,—রামটহলের হাতে বিপন্ন হয়,—সমস্ত বলিল; যেরূপে বারংবার রামটহলের চক্রভেদ করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করে—বলিল; যেরূপে শেষে স্বয়ং রামটহলের হস্তে মস্তকে ঘোর আহত হয়,—যেরূপে আমার অন্বেষণে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করে,—যেরূপে শেষে আমাদের কাশীতে প্রত্যাগমন সংবাদ জানিতে পারে, আমার বিবাহের দিন কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হয়,—মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন বাক্যে সকল কথা আমাকে শুনাইল। আবার মূর্চ্ছার সেবায় মৃত্যুযন্ত্রণায় বিরাম লাভ করিতে লাগিল।

রাত্রি দুই প্রহরের পর যোগমায়া আবার চক্ষু চাহিল; বলিল,—"গুরুজি, তোমাকে জন্মের মত গুরুজি বলিয়া লই;—সে পর্ব্বতভ্রমণ, সে অরণ্যে, প্রান্তরে বাসের সুখ আর আমার অদৃষ্টে ঘটিল না,—সে সুখের দিন আর আসিল না;—গুরুজি, আমি চলিলাম,— আর আমার বিলম্ব নাই।—আমি গেলে তুমি বড় কাতর হবে,—কিছুতেই আর শান্তি পাবে না; সেই জন্য—আমার জীবনসর্ব্বস্ব, আমার হৃদয়দেব,—আজি তোমাকে একবার স্বামী বলিয়া ডাকি,—অভাগিনীর কপালে প্রথম ডাকাই শেষ ডাকা হইল;—তোমাকে একটি অনুরোধ করিয়া যাই। আমার কথা,—এই শেষ কথা—রক্ষা করিও। তাহাতেই শান্তি পাইবে। এই গহ্বরশ্রেণীর শেষ সীমায় সাধু স্বামী আছেন। তিনি আমাকে বলিয়া ছিলেন,—মনের সংযম ছাড়া আর কিছুতেই সুখ শান্তি নাই। তিনি আমাকে সেই সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কথায় যদিও একবারে শান্তি পাই নাই,—কিন্তু এই কয় দিনেই মন একটু শান্ত হইয়াছিল। তুমি আমার নিকট স্বীকার কর,—তাঁহার কাছে গিয়া মনের বেদনা সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিবে এবং তিনি যাহা বলিবেন—সেই মত কাজ করিবে।"

যোগমায়া আমার মুখের দিকে কাতর ভাবে চাহিল;—আমি চক্ষুজলে তাহার হাত ভাসাইয়া বারংবার স্বীকার করিলাম। একটু পরে যোগমায়া আবার বলিল,—"দেখ, মনিয়া অতি সরল, নিষ্কলঙ্ক বালিকা;—তাহার কোমল মনে ব্যথা দিও না। তুমি মনে ব্যথা দিলে যেরূপ লাগে তাহা আমি বে

জানি।—আর একটি কথা;—মা যদি আজিও বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাকে বলিও,—তাঁর প্রাণের বউম—তাঁর যোগমায়ার জীবন শেষ হইল;—চির-দুঃখিনীর দুঃখের অবসান হইল;—আর যেন তিনি দুঃখ না করেন। তাঁর চরণ দর্শন আর আমার অদৃষ্টে ঘটিল না।”

যোগমায়ার স্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। প্রবল নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। অনেক কষ্টে আবার বলিল,—“আমার মাথায় তোমার পা দুটি তুলিয়া দাও,—আমি চলিলাম।”

যোগমায়ার অবশপ্রায় হস্ত আমার পায়ের দিকে প্রসারিত হইল। আমি—কি জানি কি বুঝিয়া—পদ দ্বরা তাহার মস্তক স্পর্শ করিলাম। আসন্ননির্ব্বাণ দীপের ন্যায় যোগমায়ার মুখেএকটু হাসি, একটু প্রসন্নতা দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে হাসি টুকু মুখে মিশাইয়া গেল। অনেক ক্ষণের পর বুঝিলাম,—সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীব অনন্তধাম চলিয়া গিয়াছে।

ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইল—যোগমায়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কতই পরিবর্ত্তন ঘটিল।—মা যোগমায়ার শোক সহ্য করিতে না পারিয়া অল্প দিন পরেই এ সংসার ছাড়িয়া গেলেন। রাজা দেবীপ্রসাদও এ জগতে আর নাই। গঙ্গাতীরে যেখানে পূর্ব্বে রাজাশ্রম ছিল, সে স্থান ভাগীরথীর গর্ভসাৎ হইয়া গিয়াছে। মনিয়া এখন তাহার দুটি সন্তান লইয়া তাহাদের লালনপালনেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে;—আমার আশা একরূপ ছাড়িয়াছে;—তাহার সেই অতুল অসীম স্নেহ এখন তাহার পুত্র দুটির উপর পড়িয়াছে। মনিয়া এখন প্রয়াগেই বাস করিতেছে। আমি যদিও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে দেখিতে যাই, তথাপি এই গহ্বরে—যেখানে যোগমায়া বাস করিত,—যেখানে তাহার প্রাণবায়ু অসার সংসার ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে,—সেই গহ্বরেই—এখন আমার বাস। যোগমায়ার অনুরোধ মত সাধুস্বামীর নিকট আত্মসংযমের উপদেশ লইয়াছি;—আজিও তদনুসারে কার্য্য করিতেছি। কিন্তু মনো সংযম আজিও পাই নাই;—কখনও যে পাইব, তাহারও আশা নাই। এখন সর্ব্বদুঃখনাশক মৃত্যু—যাহার হস্তে কাহারও

পরিত্রাণ নাই,—কবে তাহার সর্ব্ব-শীতল-কর স্পর্শে হৃদয়ের এই ঘোর যুড়াইবে—সেই প্রত্যাশায় বসিয়া আছি।

আমার জীবনাবসানের পর যদি কেহ এই গহ্বরে এই পুস্তক খানি এ হন,—আমার অনুরোধ,—তিনি যেন এখানি প্রকাশিত করিয়া লোক সমা উপকার করেন। আমার বিশ্বাস,—এই বিবিধপ্রকার উন্মাদের দিনে অ জীবনকাহিনী অনেকের রোগ আরোগ্য করিবে;—অনেকের প্রতপ্ত হৃ শান্তি বর্ষণ করিবে।

সম্পূর্ণ।